স্মরণিকা

GARHBETA COLLEGE
ESTD : 1948
75 YEARS
1948-2022

গড়বেতা কলেজ

৭৫ তম
প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপন

১৩-১৫ আগস্ট,২০২২

গড়বেতা
পশ্চিম মেদিনীপুর

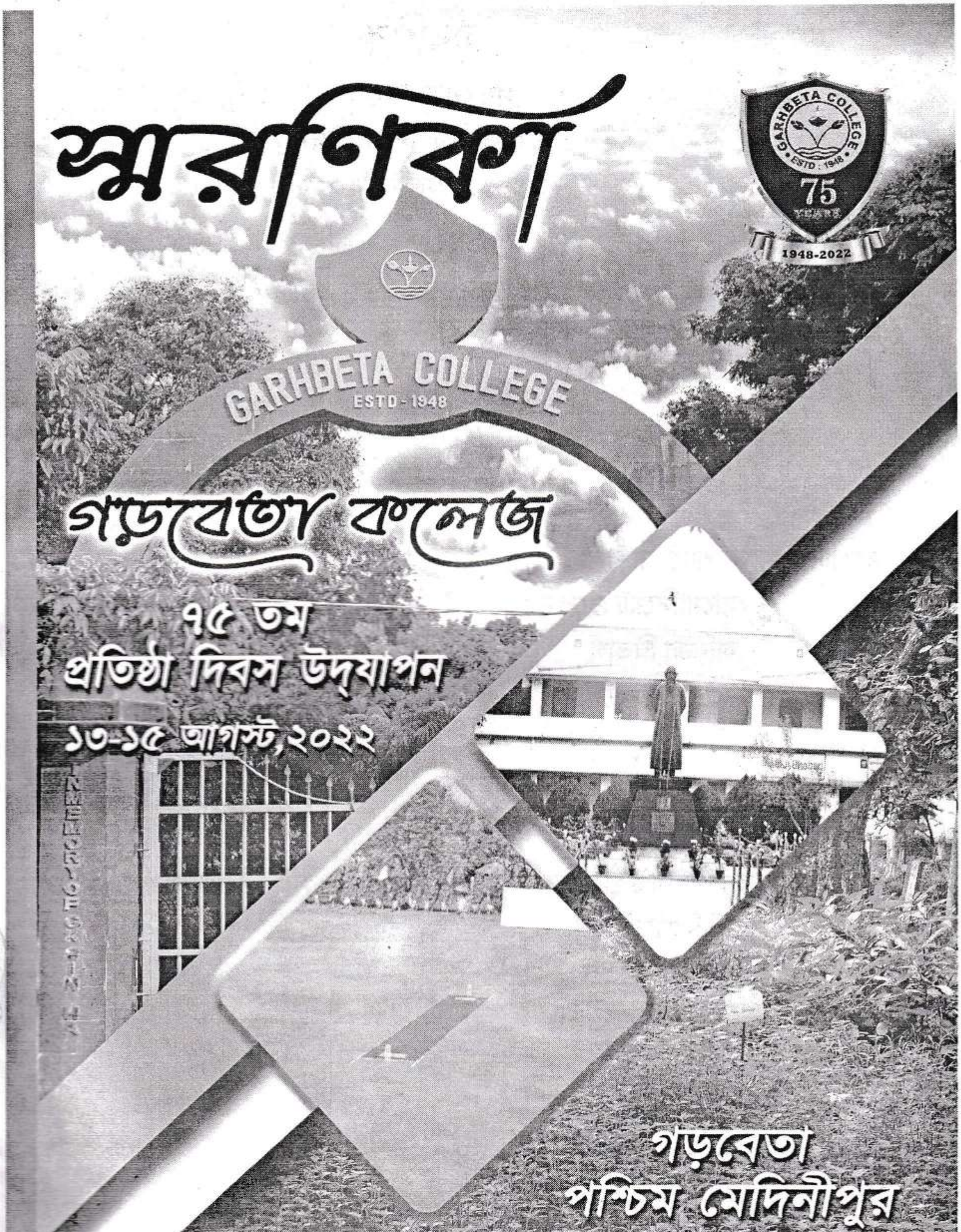
স্মরণিকা
GARHBETA COLLEGE
ESTD - 1948
GARHBETA COLLEGE
ESTD : 1948
75
1948-2022
গড়বেতা কলেজ
৭৫ তম
প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপন
১৩-১৫ আগস্ট,২০২২
গড়বেতা
পশ্চিম মেদিনীপুর

স্মরণিকা

গড়বেতা কলেজ
৭৫ তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপন
১৩-১৫ আগষ্ট, ২০২২

প্রকাশক ঃ ড. হরিপ্রসাদ সরকার
অধ্যক্ষ
গড়বেতা কলেজ

সম্পাদক ঃ ড. শান্তিময় পাত্র
অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর
বানিজ্য বিভাগ
গড়বেতা কলেজ

প্রচ্ছদ ঃ ড. পোখরাজ গুহ
অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর
প্রাণীবিদ্যা বিভাগ
গড়বেতা কলেজ

মুদ্রণ ঃ জে. কে. প্রিন্টার্স
ডব্লু-এ/৫ অরবিন্দনগর
মেদিনীপুর শহর
পশ্চিম মেদিনীপুর -৭২১১০১

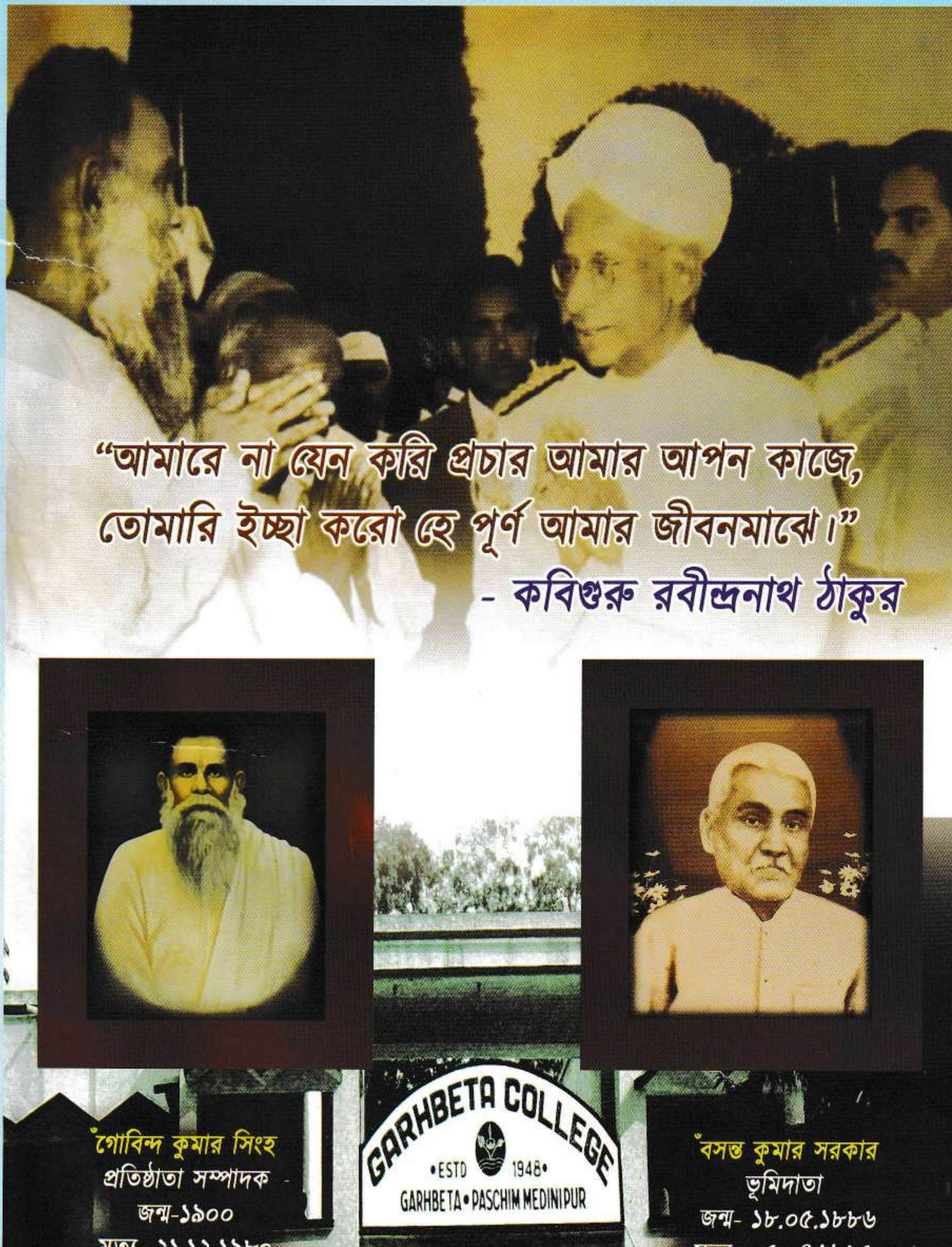
"আমারে না যেন করি প্রচার আমার আপন কাজে,
তোমারি ইচ্ছা করো হে পূর্ণ আমার জীবনমাঝে।"
- কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
ঁগোবিন্দ কুমার সিংহ
প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক
জন্ম-১৯০০
মৃত্যু- ২১.১২.১৯৮০
GARHBETA COLLEGE
•ESTD 1948•
GARHBETA • PASCHIM MEDINIPUR
ঁবসন্ত কুমার সরকার
ভূমিদাতা
জন্ম- ১৮.০৫.১৮৮৬
মৃত্যু- ০৫.০৪.১৯৬৫

সম্পাদকীয়

কলেজ পঁচাত্তর বছরে পা দিয়েছে, এই বিশেষ বর্ষটি উদ্‌যাপিত হবে নানান বর্ণময় অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। সুদীর্ঘ পঁচাত্তর বছরের পথ চলাকে 'ফিরে দেখা'-র জন্য 'স্মরণিকা' নামক এই প্রকাশনাটির অবতারণা, যার সম্পাদনার দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে আমার ওপর। এই দায়িত্বভার নিঃসন্দেহে আমাকে গৌরবান্বিত করেছে। আমার প্রতি এই আস্থা অর্পণের জন্যে কলেজ কর্তৃপক্ষের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

শিক্ষা মানুষকে ভালোমন্দ বুঝতে শেখায়, মানুষের মধ্যে চেতনাবোধ জাগায়, ন্যায়- অন্যায় ও মূল্যবোধের জন্ম দেয়; শিক্ষার আলোকে আলোকিত করার মত মহতী ব্রতে নিয়োজিত এই শিক্ষামন্দির অনেক ঘটনার নীরব সাক্ষী।

গড়বেতা কলেজের সেই শুরুর দিনগুলি থেকে নানান মণিকণা উঠে এসেছে সংশ্লিষ্ট অধ্যাপক, শিক্ষাকর্মী সহ ছাত্রদের স্মৃতিচারণায়। বর্তমান স্মরণিকার পাতায় পাতায় জড়িয়ে রয়েছে বহুস্মৃতি, বহুআবেগ, নানা অনুভব। কলেজের রজত জয়ন্তী বর্ষে প্রকাশিত স্মরণিকার নির্বাচিত কিছু প্রবন্ধ বর্তমান স্মরণিকায় পুনর্মুদ্রণ করতে পেরে গৌরব বোধ করছি। সেই প্রবন্ধের আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে কলেজের ইতিহাস। কলেজ প্রতিষ্ঠার পর প্রথম ব্যাচের স্নাতক, বিশিষ্ট প্রাক্তনী মাননীয় শ্রী রাধারমণ মন্ডল মহাশয়ের স্মৃতিচারণা এই সংকলনের পরম প্রাপ্তি। কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ মাননীয় শ্রী রঞ্জিত কুমার চৌধুরীর অধ্যক্ষের আসনে থাকার সতেরো বছরের ইতিকথা এই সংকলনে প্রকাশ করতে পারা আমার পরম সৌভাগ্য। কাজ পাগল, কলেজের জন্য নিবেদিত প্রাণ বর্তমান অধ্যক্ষ ড. হরিপ্রসাদ সরকার তাঁর লেখনীতে কলেজের সার্বিক চিত্র যেমন তুলে ধরেছেন, তেমনই চার দশক আগে এই কলেজে অতিবাহিত তাঁর ছাত্রাবস্থার দিনগুলির স্মৃতিতে মেদুর হয়েছেন। কলেজের পরিচালন সমিতির সভাপতি তথা গড়বেতা বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়িকা মাননীয়া শ্রীমতি উত্তরা সিংহ হাজরা মহাশয়ার 'সভাপতির প্রতিবেদন' শীর্ষক নিবন্ধটি এই স্মরণিকার গুরুত্ব নিঃসন্দেহে বহুলাংশে বৃদ্ধি করেছে। সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ থাকার কারণে তাঁর তদারকিতে সরকারি অনুদানের মাধ্যমে কলেজের পরিকাঠামোর উন্নয়ন উচ্চতার শিখরে পৌঁছবে বলে আমরা সকলে আশাবাদী।

কলেজের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা স্বপ্ন, অনুভব, স্মৃতি যারা আপন লেখনীতে ফুটিয়ে তুলেছেন বর্তমান স্মরণিকার পাতায় পাতায়— সেই সকল প্রাক্তন ও বর্তমান অধ্যাপক, প্রাক্তন ও বর্তমান শিক্ষাকর্মী, প্রাক্তনী ও বর্তমান ছাত্রদের ধন্যবাদ জানাই। বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই, কলেজের বর্তমান অধ্যক্ষ মাননীয় ড. হরিপ্রসাদ সরকার মহাশয়কে, যিনি এই প্রকাশনাটির মানোন্নয়নের জন্যে মূল্যবান পরামর্শ প্রদান করেছেন। ব্যক্তিগত উদ্যোগে তিনি বেশ কিছু প্রবন্ধ পেতেও সাহায্য করেছেন। এই স্মরণিকা প্রকাশের সঙ্গে যুক্ত প্রকাশনা উপ সমিতির প্রত্যেক সদস্য যেভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন তা সত্যিই প্রশংসনীয়। আমি তাদের শুধু ধন্যবাদ নয়, তাদের প্রতি ঋণী থাকতে চাই। পত্রিকা সম্পাদনার কাজ শত চেষ্টাতেও একশো শতাংশ নির্ভুল করা প্রায় অসম্ভব। এই সংকলনেও নিশ্চয়ই তেমন কিছু ভুল-ত্রুটি রয়ে গেছে। সেই সব ভুল -ত্রুটির দায় আমি সম্পূর্ণরূপে নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে কলেজের পঁচাত্তর বছরে পদার্পণের শুভ লগ্নে সকলের কাছে এই স্মরণিকাটি উপস্থাপন করলাম।

নমস্কারান্তে,

ড. শান্তিময় পাত্র

০৮.০৮.২০২২

অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, বাণিজ্য বিভাগ
গড়বেতা কলেজ

সূচীপত্র

রজত জয়ন্তী স্মারক সংখ্যা (১৯৭৩) থেকে পুনমুদ্রণ	-	১-৮
প্রিয় কলেজের ইতিকথা	-	৯-১০
সভাপতির প্রতিবেদন	- শ্রীমতি উত্তরা সিংহ (হাজরা)	১১
অধ্যক্ষের কলমে	- ড. হরিপ্রসাদ সরকার	১৩-১৫
My Experience at Garhbeta College	- Prof. Ranjit Kumar Chaudhuri	১৭-২০
স্মৃতির সূত্র ধরি টানি	- শ্রীরাধারমন মন্ডল	২১-২২
স্মৃতির সরণি বেয়ে	- অসীম ওঝা	২৩-২৪
গড়বেতা কলেজের ৭৫ তম বর্ষ উদ্‌যাপনে বিনম্রশ্রদ্ধার্ঘ্য	-অসীম সিংহ রায়	২৫-২৬
আমার কলেজ কথা	- ললিত মোহন সামন্ত	২৭-৩০
গড়বেতা কলেজ- কিছু আবেগ ও কিছু আশা	- শ্যামল কুমার মহাপাত্র	৩১-৩২
অনন্তের বাণী তুমি, বসন্তের মাধুরী উৎসব	- দিলীপ কুমার চন্দ্র	৩৩-৩৪
কলেজে প্রথম দিনের অভিজ্ঞতা	- অধ্যাপক সঞ্জীব কুমার মুখার্জী	৩৫
কলেজ- স্মৃতির পাঁচকাহন	- অধ্যাপক চন্দন নাগ	৩৬-৩৮
প্রণমি তোমারে	- অধ্যাপক শঙ্কর আদক	৩৯-৪০
অনুভবে	- অধ্যাপক (ড.) মহাদেব মাইতি	৪১-৪২
ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে প্রান্তিক এলাকা: প্রসঙ্গ গড়বেতা	- অধ্যাপক (ড.) সাজেদ বিশ্বাস	৪৩-৪৪
My Journey from an NCC Cadet to an ANO in Garhbeta College	-Major Tamal De	৪৫-৪৬
স্মৃতির আঙিনায়	- অসীম কুমার দে	৪৭
প্রিয়তমা	- শাহজাহান মল্লিক	৪৮
গড়বেতা মহাবিদ্যালয় ও গোবিন্দ কুমার	- শাশ্বত সিংহ	৪৯
গোবিন্দ কুমার সিংহ ও গড়বেতা কলেজ	- মুকুল সিংহ	৫০-৫১
আমার কলেজ, আমার গর্ব	- রূপশঙ্কর ভট্টাচার্য	৫২-৫৩
প্রাক্তনের কলমে	- সৌমিত্র পাল	৫৪-৫৫

গড়বেতা মহাবিদ্যালয় -অনুভবে, অনুধ্যানে	- হরেন্দ্রনাথ সাহা	৫৬-৫৮
পূরবী	- মনতোষ বৈরাগী	৫৯
আমার কলেজঃ আমার মরুদ্যান	- অনিকেত পন্ডিত	৬০
আমার জীবনের প্রিয় অধ্যায় ঃ গড়বেতা কলেজ	- সৌম্য চন্দ্র	৬১-৬২
My College Life : A Strong Foundation of Success	- **Komal Saraf**	৬৩-৬৪
কলেজজীবনঃ জীবনের এক অধ্যায়	- রঘুপতি মুখার্জী	৬৫-৬৭
My Journey of Higher Education with Garhbeta College	- **Kushal Basia**	৬৮
Sub -Committees for Celebration of 75th Foundation Day of Garbeta College	-	৬৯-৭৪

-()-

Professor Sibaji Pratim Basu
Vice-Chancellor
Vidyasagar University
Midnapore - 721102

VIDYASAGAR UNIVERSITY

Date: 06.07.2022

MESSAGE

I am happy to learn that Garhbeta College, Garhbeta, Paschim Medinipur is completing 75 years of its foundation on 13th August, 2022 and that there will be a 3-day programme during August 13 – 15, 2022, including publication of a commemorative volume, to mark the occasion.

Education is the most important agent of development. Throughout its long years of existence, the institution has been making significant contributions by catering to the needs of quality higher education and has carved a niche for its dedicated service to the society.

I commend the endeavour of the organizers and extend my greetings and good wishes for the success of the programme.

(Professor Sibaji Pratim Basu)

Dr. Hariprasad Sarkar,
Principal,
Garhbeta College,
P.O. – Garhbeta,
Paschim Medinipur – 721 127

SMT. AYESHA RANI. A., I.A.S.
District Magistrate & Collector
Paschim Medinipur

D.O No. 228 DM

Date 12.08.2022

I am glad to learn that members of Garhbeta College under 75th Foundation Day on 13th August to 15th August, 2022, a souvenir will be brought out as a mark of this auspicious celebration.

I convey my best wishes & Congratulations to all the members associated with the programme and wish the same to be a grand success.

(Ayesha Rani. A.)

Dr. Hariprasad Sarkar,
Principal,
Garhbeta College,
Garhbeta, Paschim Midnapore.

P.O. : Midnapore, Dist. : Paschim Medinipur, West Bengal, PIN-721101, Office Tel. : 03222-275571,
Fax : 03222-275427, Mob. : 9434750400 Residence : 03222-275570, e-mail : dm-mid-wb@nic.in

Uttara Singha (Hazra)
Sabhadhipati
Paschim Medinipur Zilla Parishad
Midnapore :: Paschim Medinipur

Phone: Off. :- (03222) 275428
Resi. :- (03222) 275354
Fax :- (03222) 276454

Ref. No. .... *Date* ....

4th August, 2022

MESSAGE

I am extremely glad to learn that the Garhbeta College, P.O. – Garhbeta, Dist. Paschim Medinipur is going to step into the 75th year of its glorious existence on 13th August, 2022. On the eve of the auspicious occasion, three days programme have been organized from 13th August to 15th August, 2022. I convey my best wishes to all concern and solemnly pray for the grand success of the said occasion.

I am also glad to know that for this purpose a colorful Souvenir will be published. I also wish the celebration a grand success.

Uttara Singha (Hazra)

[Uttara Singha (Hazra)]
Sabhadhipati
Paschim Medinipur Zilla Parishad.

To
Dr. Hariprasad Sarkar
Principal
Garhbeta College.
Garhbeta, Paschim Medinipur.

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের কার্য্যালয়
গড়বেতা-১ উন্নয়ন ব্লক
গড়বেতা :: পশ্চিম মেদিনীপুর :: পিন নং - ৭২১১২৭
Fax/Phone:- 03227-267492/265053/18003453203(Toll Free) Email: bdo.garh1@yahoo.com, bdo.garh1@gmail.com

শুভেচ্ছা বার্তা

'গড়বেতা কলেজ'-এর হীরক জয়ন্তী উপলক্ষে এই প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন ও বর্তমান শিক্ষার্থী, শিক্ষক , শিক্ষাকর্মীসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। স্বাধীনতার ঠিক পরের বছর প্রতিষ্ঠিত 'গড়বেতা কলেজ' সুদীর্ঘ ৭৫ বছর ধরে এই অঞ্চলে শিক্ষার প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। প্রতিষ্ঠানের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি হোক, এই কামনা করি।

ধন্যবাদান্তে

সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক
গড়বেতা-১ উন্নয়ন ব্লক

SMT. AYESHA RANI. A., I.A.S.
District Magistrate & Collector
Paschim Medinipur

D.O No. 228 DM

Date 12.08.2022

I am glad to learn that members of Garhbeta College under 75th Foundation Day on 13th August to 15th August, 2022, a souvenir will be brought out as a mark of this auspicious celebration.

I convey my best wishes & Congratulations to all the members associated with the programme and wish the same to be a grand success.

(Ayesha Rani. A.)

Dr. Hariprasad Sarkar,
Principal,
Garhbeta College,
Garhbeta, Paschim Midnapore.

P.O. : Midnapore. Dist. : Paschim Medinipur, West Bengal, PIN-721101, Office Tel. : 03222-275571, Fax : 03222-275427, Mob. : 9434750400 Residence : 03222-275570, e-mail : dm-mid-wb@nic.in

৭৫ তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন

অনুষ্ঠানসূচি

তারিখঃ ১৩/০৮/২০২২(শনিবার)

'তোমার মত এমন টানে কেউ তো টানে না'

সকাল ৮.০০ টা - কলেজের প্রতিষ্ঠাতা, ভূমিদাতা এবং মনীষীবর্গের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান।

সকাল ৮.৩০ মিনিট- কলেজের সভাপতি, কলেজ পরিচালন সমিতির সদস্য, অধ্যক্ষ, অধ্যাপক, শিক্ষাকর্মী, ছাত্র-ছাত্রীসহ সমাজের বিভিন্ন বর্গের প্রতিনিধির বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা।

ঃঃ চা পান ও জলযোগের বিরতি ঃঃ

সকাল ১০.০০ টা - উদ্বোধনী অনুষ্ঠান (গোবিন্দ কুমার সিংহ মঞ্চ)।

১। উদ্বোধনী সঙ্গীত

২। কলেজের পতাকা উত্তোলন

৩। অধ্যক্ষের স্বাগত ভাষণ

৪। উদ্বোধকের ভাষণ

৫। স্মারক-পত্রিকা প্রকাশ

৬। প্রধান অতিথির ভাষণ

৭। সম্মানীয় অতিথির ভাষণ

৮। পরিচালন সমিতির সভাপতির ভাষণ

৯। ধন্যবাদ-জ্ঞাপন

বেলা ১২.০০ টা - গড়বেতা কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ, অধ্যাপক, শিক্ষাকর্মী, কলেজ প্রতিষ্ঠাকল্পে দাতা - পরিবারের সদস্য এবং কলেজ প্রতিষ্ঠান প্রথম বছরের প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের সম্মাননা ও সম্বর্দ্ধনাজ্ঞাপন (গোবিন্দ কুমার সিংহ মঞ্চ)।

দুপুর ১.৩০ মিনিট - মধ্যাহ্ন ভোজন

বিকেল ৩.০০ টা - চিত্র-প্রদর্শনীর উদ্বোধন (বসন্ত কুমার সরকার মঞ্চ)

বিকেল ৩.৩০ মিনিট- সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানঃ আয়োজনে- কলেজের বর্তমান অধ্যাপক, শিক্ষাকর্মী ও ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ (গোবিন্দ কুমার সিংহ মঞ্চ)

তারিখঃ ১৪/০৮/২০২২ (রবিবার)

'প্রাণের মাঝে আয়'

সকাল ১০.০০ টা- প্রাক্তনীদের নিবন্ধীকরণ ও অভ্যর্থনা

ঃঃ চা পান ও জলযোগ ঃঃ

সকাল ১০.৩০ মিনিট- বিশিষ্ট প্রাক্তনীদের সম্বর্দ্ধনা-জ্ঞাপন (গোবিন্দ কুমার সিংহ মঞ্চ)

সকাল ১১.৩০ মিনিট- প্রাক্তনী সমাবেশ (গোবিন্দ কুমার সিংহ মঞ্চ)

দুপুর ১.৩০ মিনিট - মধ্যাহ্ন ভোজন

দুপুর ২.৩০ মিনিট- বর্তমান অধ্যাপক, শিক্ষাকর্মীবৃন্দ এবং বর্তমান ছাত্র বনাম প্রাক্তনীদের প্রীতি ফুটবলম্যাচ।

বিকেল ৩.৩০ মিনিট- প্রাক্তনীদের দ্বারা পরিচালিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান (গোবিন্দ কুমার সিংহ মঞ্চ)

তারিখঃ ১৫/০৮/২০২২ (সোমবার)

'সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে'

সকাল ৮.০০ টা- জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও অধ্যক্ষ এবং অতিথিবর্গের বক্তৃতা

সকাল ৮.৩০ মিনিট- প্রভাতফেরি

ঃঃ চা পান ও জলযোগের বিরতি ঃঃ

সকাল ১০.৩০ মিনিট- ১। গড়বেতার শ্রদ্ধেয় স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সম্বর্দ্ধনা-জ্ঞাপন (গোবিন্দ কুমার সিংহ মঞ্চ)

২। আলোচনা সভা (রাসেন্দু সরকার মঞ্চ)

ক) ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার ভূমিকা।

খ) গড়বেতা কলেজের ইতিহাস।

দুপুর ১.০০ টা- মধ্যাহ্নভোজন

বিকেল ২.৪৫ মিনিট- সমাপ্তি অনুষ্ঠান (গোবিন্দ কুমার সিংহ মঞ্চ)

বিকেল ৪.০০ মিনিট- বিশিষ্ট শিল্পী দ্বারা প্রদর্শিত অনুষ্ঠান (গোবিন্দ কুমার সিংহ মঞ্চ)

= = o = =

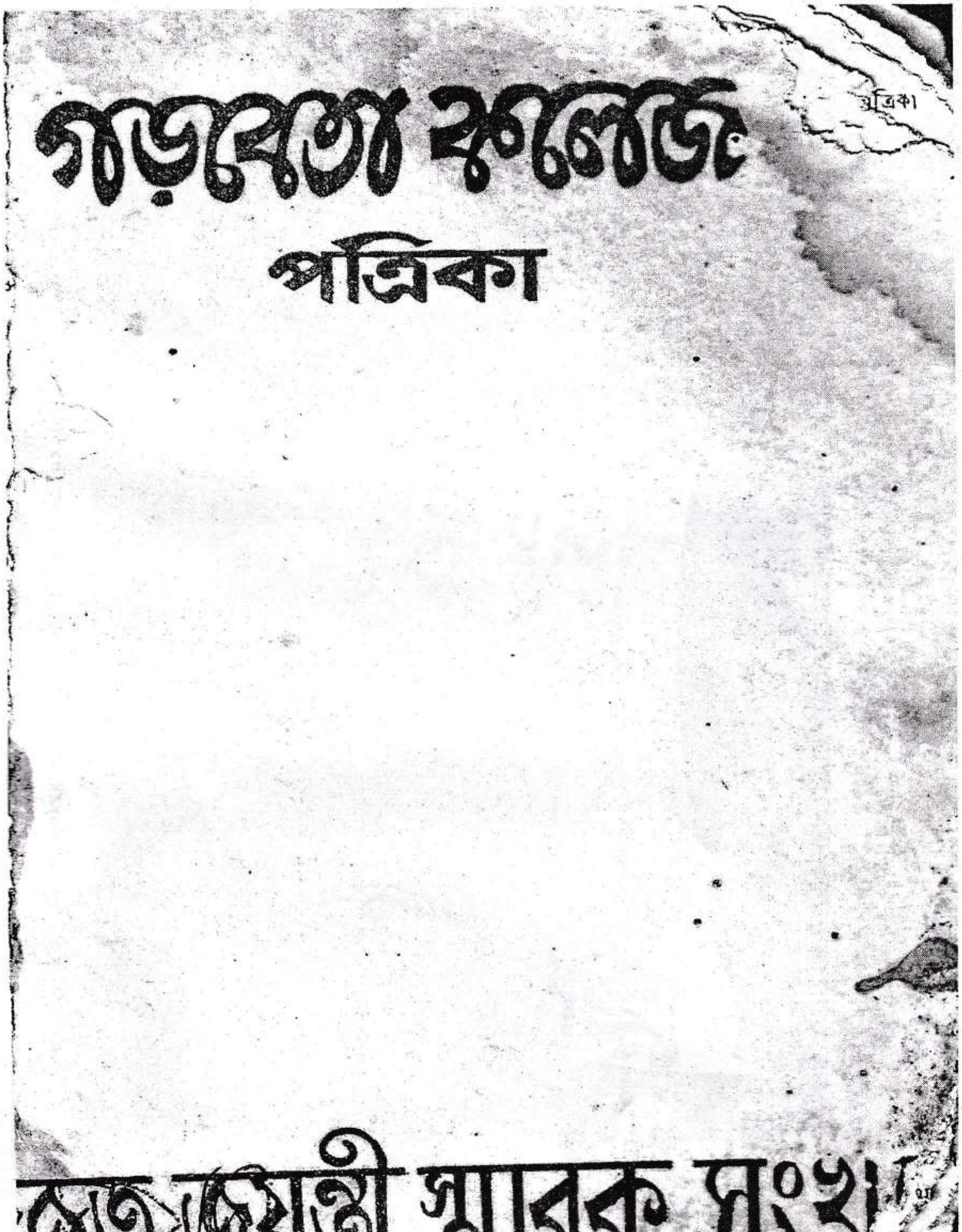
গড়বেতা কলেজ
পত্রিকা
জত জয়ন্তী স্মারক সংখ্যা

Members of the Governing Body of the College

Sitting—L. R. Prof. N. Nayak, Sri B. B. Mondal, Sri G. K. Singha (Secretary, G. B.), Sri R. Dhar (Principal), Prof. K. M. Senapati.

রজত জয়ন্তী স্মারক সংখ্যা (১৯৭৩) থেকে পুনর্মুদ্রিত

Foreword

With great pleasure and pride I sit to write this foreword for the nineteenth issue of the College Magazine that comes to light on the occasion of the Silver Jubilee year of the foundation of Garhbeta College. Prior to its humble beginning on the 13th August, 1948, hope and disappointment, conviction and doubt went on parallel lines. At last divided aims succumb to singleness of purpose and in the midst of darkness of ignorance, illiteracy and superstition there is the light that illuminates one's mind, broadens one's outlook, and creates the spirit of quest that makes one "follow knowledge like a sinking star beyond the utmost bound of human thoughts."

Though not free from the storms and stresses in its march, the history of the college is an uninterrupted, continuous process of development. Thanks to the combined efforts of the authorities, the staff and the students, it crossed many a troubled time with ease and honour in the past, and retains the sweetness of relationship among the students and among the teachers and the taught. Nothing short of a favourable academic atmosphere, arrested through abiding peace and order could produce a scholar every year for the last three successive years.

This is a significant stage in its march when a searching retrospection and sincere introspection will give us an estimate of our success in the past in its proper perspective and in the light of the past experience we will go ahead to realise our hopes and desires that await fulfilment.

It is a private college. Apart from the Government help it has to look forward to public donations in matters of development. Generous public, great patrons of arts and letters and zealous workers will, I believe, again be swayed by love of their dear institution and donate liberally for its development.

Once again I appeal to the authorities of the college, its staff and students both past and present and all the lovers of education, that all of them with their joint endeavour will make the Silver Jubilee celebration of one of the pioneer institutions for higher studies in this district a success. I hope that this college which has been for long 25 years scattering the sparks of knowledge among the people of a wide range of rural areas, will in near future cater to the still greater need by extending greater facilities for studies to its students.

With hope for that better and brighter future.

Joy Hind
Raghunath Dhar
Principal (Offg.)

5.8.73

"অতীত ও বর্তমানের কয়েকটি কথা"

অধ্যাপক গঙ্গেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

১৯৪৮ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মের ছুটির কিছু পূর্ব্বে বাগেরহাট কলেজ সংলগ্ন পার্কের পুষ্করিনীর বাঁধান ঘাটে অধ্যাপকদের প্রাত্যহিক সান্ধ্য সম্মেলন বসিয়াছে। আলোচ্য বিষয়— কিরূপে পাকিস্থান পরিত্যাগ করা যায়। খুলনা জেলা পাকিস্থানে পড়িবে, এই আশঙ্কা করা হয় নাই। কিন্তু তাহাই পরিশেষে সংঘটিত হওয়ায় হিন্দু গণমানসে যেন একটা ঝড় বহিয়া গিয়াছে। হিন্দু অধ্যাপকগণ আলোচনা করিতেছেন, পশ্চিমবঙ্গের কোন কলেজে যাওয়া যায়। আমিও তাঁহাদের একজন। সপরিবারে স্থায়িভাবে সেখানে বাস করি। অতএব সুযোগ পাইলেও পশ্চিমবঙ্গের যে কোন স্থানের কলেজে যাওয়া কষ্টসাধ্য। আলোচনা চলা কালে হঠাৎ আনন্দবাজার পত্রিকায় চোখে পড়িল, সংবাদদাতা লিখিতেছেন—গড়বেতায় কলেজ স্থাপিত হওয়ার কাজ অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে এবং এই ব্যাপারে মহকুমা শাসকের সভাপতিত্বে স্থানীয় ভদ্রলোকগণের এক সভা হইয়াছে। প্রথমে সত্যই কিছু বিস্মিত হইয়াছিলাম। যদিও দেশে প্রায়ই আসিতে পারিতাম না তাহা হইলেও এ স্থান যে তখন শিক্ষায় কতটা অনগ্রসর তাহা আমার ভাল ভাবেই জানা ছিল। দেশে উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা হইতেছে—এই সংবাদে বিশেষ আনন্দও হইয়াছিল। তবে সাধারণ মানুষ ত বর্তমান লইয়াই অধিক ব্যস্ত। তাই মনে জাগিল, দেশে যখন কলেজ স্থাপিত হইতেছে তখন ওখানে সপরিবারে বাস করা, আশা করা যায় সম্ভবপর হইবে।

কিছুদিন পরে কলেজের দীর্ঘ গ্রীষ্মাবকাশ আরম্ভ হইল। গ্রীষ্মাবকাশের প্রথম ভাগেই সাংসারিক কয়েকটি বিশেষ প্রয়োজনে ও তৎসহ গড়বেতায় কলেজ স্থাপনের কাজ কতদূর অগ্রসর হইল জানিবার উদ্দেশ্যে পরিবারবর্গকে ভাটপাড়া বাড়ীতে পৌছাইয়া দিয়া বহুদিনের পর দেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলাম। গড়বেতায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, সত্যই জন-সাধারণের মনে কলেজ স্থাপনের বেশ একটা শুভ প্রেরণা জাগিয়াছে। কিন্তু মনে পড়ে গড়বেতার জনৈক প্রথম শ্রেণীর নেতা অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন—ডিগ্রী কলেজ স্থাপনের চেয়ে কারিগরী শিক্ষার বিদ্যালয় স্থাপন করিলে গড়বেতার অধিকতর উপকার সাধিত হইবে। ইহা তাঁহার ব্যক্তিগত বা তাঁহার সমর্থক মুষ্টিমেয় কয়েকজনের অভিমত হইতে পারে। কেননা দেখিয়াছিলাম, অধিকাংশ ব্যক্তিই ডিগ্রী কলেজ স্থাপনের জন্য উৎসাহী। পাকিস্তানে বহু কলেজ অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও পশ্চিমবঙ্গে নূতন নূতন কলেজ স্থাপনের জন্য আগ্রহী ছিলেন। তাহা হইলেও কলেজের জন্য গৃহ ও অবশ্য প্রয়োজনীয় অর্থটুকু ত সংগ্রহ করিতে হইবে। সেই উদ্দেশ্যে

উৎসাহী ব্যক্তিগণের সাধারণ কমিটি ও কার্য্যনির্বাহক কর্মিগণের কার্য্যকরী কমিটি গঠিত হইয়াছিল। কলেজ স্থাপিত হইলে দেশে আসিতে পারিব, এই আশা লইয়াই ভাটপাড়া ফিরিয়া গেলাম এবং যথাসময়ে প্রথম কার্য্যনির্বাহক অধ্যক্ষ মহাশয়ের নিকট হইতে নিয়োগপত্র ও ১০ই আগষ্ট কলেজের দ্বারোদ্‌ঘাটন উৎসবের নিমন্ত্রণ পত্র পাইলাম।

তখন কলেজের গৃহ নির্মাণ হয় নাই। ব্যানার্জী-ডাঙ্গা স্কুলে তাৎকালীক মন্ত্রী ৺নিকুঞ্জবিহারী মাইতি মহাশয়ের সভাপতিত্বে প্রচুর উৎসাহ ও উদ্দীপনার ভিতর দিয়া দ্বারোদ্‌ঘাটনের উৎসব সম্পাদিত হইল। পঁচিশ বৎসর পূর্বে ইণ্টারমিডিয়েট আর্টস্ কলেজরূপে গড়বেতা কলেজের হইল প্রথম আবির্ভাব। উৎসাহী অধ্যক্ষ, অভিজ্ঞ অধ্যাপকগণ ও অনেকগুলি উত্তম ছাত্রের সমবায়ে কলেজের প্রারম্ভ ভবিষ্যতের শুভ সূচনাই করিয়াছিল। কলেজের প্রথম বৎসরের ছাত্রগণের কয়েকজনকে বর্তমানে সমাজে লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তিরূপে দেখিতে পাইয়া সত্যই বিশেষ আনন্দ হয়। ব্যানার্জিডাঙ্গা স্কুলে কলেজ চলিত সকালে এবং স্কুলের কার্য আরম্ভ হইত তাহার পর। এইভাবে কয়েকমাস চলার পর অসুবিধা বোধ করায় কলেজ গড়বেতা স্কুলে স্থানান্তরিত হইল। সেইখানেও কিছুদিন এইভাবে চলিয়াছিল। তখন কলেজের বর্তমান সম্পাদক মহাশয় ও তাঁহার কয়েকজন সহযোগী কলেজের নিজস্ব গৃহ নির্মাণের জন্য অক্লান্ত চেষ্টা করিতেছিলেন। তাঁহাদেরই প্রচেষ্টায় ও স্থানীয় বদান্য ব্যক্তিগণের দানে কলেজের বর্তমান স্থানে টিনের আচ্ছাদনে কয়েকটি গৃহ নির্মাণ করিয়া সেখানে কলেজ স্থানান্তরিত করা হইল।

তারপর পঁচিশ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। ইণ্টার-মিডিয়েট বিজ্ঞান. ক্রমে তিন বৎসরের ডিগ্রী পাঠক্রমের কলা বিভাগ, বিজ্ঞান বিভাগ, অঙ্ক ও ইতিহাসে অনার্স সমস্তই গড়বেতা কলেজে অধ্যাপনার ব্যবস্থা হইয়াছে। তাহা সত্ত্বেও স্বীকার করিতে হইবে কলেজে ছাত্রসংখ্যা বরাবরই এরূপ সীমার মধ্যে আবদ্ধ যে ছাত্র প্রদত্ত মাহিনার দ্বারা অতি কষ্টেই কলেজের ব্যয় নির্বাহ হয়। প্রথম দিকে ত কোন কোন মাসে তাহাও সম্ভব হইত না। সম্পাদক মহাশয় ও তাঁহার সহকর্মিগণের অতন্দ্র প্রচেষ্টায় কলেজ প্রথম দিকের আর্থিক দুর্গতি কাটাইয়া বর্তমান অবস্থায় উন্নীত হইয়াছে।

ইহা অবশ্যই অনস্বীকার্য যে এ অঞ্চলের ছেলে-মেয়েরা উচ্চশিক্ষায় যতদূর অগ্রসর হইয়াছে গড়বেতায় কলেজ স্থাপিত না হইলে তাহা সম্ভবপর হইত না। অতএব গড়বেতায় কলেজ স্থাপনের অভিলাষ যাঁহাদের মনে প্রথম জাগিয়াছিল এবং যাঁহাদের সমবেত প্রচেষ্টায় সেই অভিলাষ ক্রমে রূপ পরিগ্রহ করিয়া স্থানীয় ও বহিরাগত ছাত্র ও ছাত্রীগণের ভিতর উচ্চশিক্ষা বিতরণের কেন্দ্ররূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে তাঁহারা সকলেরই ধন্যবাদার্হ।

স্মৃতি

সতীশ চন্দ্র গোস্বামী

শ্রীসঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাহার "পালামৌ" নামক গল্পে লিখিয়াছেন "মানুষ বৃদ্ধ না হইলে সুন্দর হয় না।" আমি এ কথার অর্থ এখনও বুঝিতে অক্ষম কারণ আমি নিজে বৃদ্ধ কিন্তু কই সুন্দর হইয়াছি কি? যাক্ ওসব কথা।

ইংরাজী ১৯৪৮ সালের ১৩ই আগষ্ট আমাদের এই গড়বেতা কলেজের জন্ম। সবেমাত্র তখন ভারতবর্ষ স্বাধীন হইয়াছে। গড়বেতা কলেজের ২৫ বৎসরের ইতিহাস লিখিতে হইলে আমাকে পুনরায় শিক্ষা জগতে প্রবেশ করিতে হইবে নচেৎ আমার পক্ষে এই কলেজের ইতিহাস লেখা একবারেই অসম্ভব। গড়বেতা কলেজের ইতিহাস লিখিবার সাথে সাথে আমার জীবনের ইতিহাসও কিছু কিছু লিখিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিতেছি না। যাক্ এখন কিছু লিখি। এটা সকলেই জানেন যে দিনের বেলায় আকাশে সূর্য্য ও রাতের বেলায় চন্দ্র ওঠে। আর আমরা সকলেই চাঁদকে চাঁদামামা বলি—আমি বলি—আমার পিতা বলিয়া গিয়াছেন—আমার পিতামহ বলিয়া গিয়াছেন এবং আমার প্রপিতামহও নিশ্চয়ই বলিয়া গিয়াছেন। আমি নিজে ঐ চাঁদামামারই মত কারণ কলেজের অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী আমাকে 'সতীশ দা" বলিয়া ডাকে এবং তাহাদের অভিভাবকগণও "সতীশ দা" বলিয়া ডাকেন। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপকবৃন্দও আমাকে "সতীশ দা" বলিয়া সম্ভাষণ করেন। তাই বলিলাম—আমি চাঁদা "মামা"। যাহা হউক এই গেল আমার নিজের কথা—এরপর কলেজের ইতিহাস যৎসামান্য বর্ণনা করি।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি ইংরাজী ১৯৪৮ সালের ১৩ই আগষ্ট ব্যানার্জ্জীডাঙ্গা হাইস্কুলে সকাল বেলায় গড়বেতা কলেজের জন্ম। সেদিন এই গড়বেতা কলেজ উদ্বোধন করিতে আসিয়াছিলেন শিক্ষা জগতের তিন রত্ন Dr. P.K. Bose Principal, Dr. B.B. Dutta কলেজ সমূহের পরিদর্শক ও শ্রীজনার্দ্দন চক্রবর্ত্তী অধ্যাপক। যাঁহারা এই কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন তাঁহাদের নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য যথা—

১। মেদিনীপুর জেলার তদানীন্তন জেলা শাসক শ্রীহীরেন্দ্র সেন

২। মেদিনীপুর জেলার সদর মহকুমা শাসক শ্রীসৌরীন্দ্র মোহন ভট্টাচার্য্য

উপরিলিখিত দুইজন সরকারী অফিসার যদি গড়বেতা কলেজের সম্পাদক মাননীয় শ্রীযুক্ত গোবিন্দ কুমার সিংহ মহাশয়কে এই কলেজ প্রতিষ্ঠার সাহায্য না করিতেন তাহা হইলে গড়বেতা কলেজ প্রতিষ্ঠা হইত কিনা সন্দেহ। যেদিন প্রথম এই ব্যানার্জ্জীডাঙ্গা হাইস্কুলে সকালে ক্লাস আরম্ভ হইল তখন দেখা গেল মাত্র তিনটি ছেলে। যাহা হউক সেই বৎসরই ৫২ জন

৩

ছাত্র লইয়া এই কলেজ ১ বৎসর চলিল এবং পরে গড়বেতা হাইস্কুলেও প্রায় ১ বৎসর সকাল ক্লাস চলিল। ক্ষমা করিবেন, একটু ভুল হইয়া গিয়াছে। এই কলেজ প্রতিষ্ঠায় আরও যে কয়জন ভদ্রলোক অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন তাহাদের নাম না করিলে আমাকে অনেকে হয়ত অকৃতজ্ঞ বলিয়া আখ্যা দিবেন। যাহা হউক নীচে নামগুলি লিখিলাম।

১। বর্ত্তমান সম্পাদক মাননীয় শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দ কুমার সিংহ।
২। শ্রীরাসেন্দু সরকার (ইনি বহুদিন যাবৎ গড়বেতা কলেজের অধ্যক্ষের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন)
৩। শ্রীপ্রমথ নাথ পান।
৪। শ্রীঅরবিন্দ সরকার।
৫। শ্রীকানাইলাল ভট্টাচার্য্য।
৬। শ্রীনিত্যানন্দ রানা।
৭। শ্রীসন্তোষ কুমার রায়।
৮। শ্রীবঙ্কিম বিহারী মণ্ডল।
৯। শ্রীরামদাস রামানুজ দাস মহান্ত (মহারাজ)

ঐ কয়জন ছাড়া আর যে কয়জন গড়বেতা কলেজ প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করিয়াছেন তাহাদের নামও উল্লেখ করিতেছি—

যেমন পশ্চিমবংগের তদানীন্তন খাদ্যমন্ত্রী ও পরে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র সেন ও শ্রীচারুচন্দ্র মহান্তি। শ্রীসেন গড়বেতা কলেজের গভর্নিং বডির সভাপতিরূপে প্রায় ১৫ বৎসর যাবৎ ছিলেন এবং সহসভাপতিরূপে শ্রীচারুচন্দ্র মহান্তি যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন ঐ পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। যাহা হউক কলেজ প্রতিষ্ঠা হইল বটে কিন্তু টাকা কোথায়, কলেজ চলিবে কি প্রকারে। একটি কলেজ স্থাপন করিতে হইলে আমার মতে অন্ততঃ ৪।৫ লাখ টাকা কি গড়বেতা থানায় চাঁদা উঠিতে পারে?

যাহা হউক তদানীন্তন জেলা শাসক ও মহকুমা শাসক সভা করিয়া এবং প্রত্যেক ধনী ব্যক্তির নিকট গিয়া মাত্র কুড়ি হাজার টাকা চাঁদা তুলিলেন। অনেকেই ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছিলেন যে গড়বেতায় বনের মাঝে আবার কলেজ হয়। করগেটের সিট দিয়া যখন কলেজ হইল তখনও অনেকেই বলিল—এটা একটা পাতা রাখিবার আড়ৎ। এখন দেখুন সেই গড়বেতা কলেজের ২৫ বৎসর পূর্ণ হইতে চলিয়াছে আগামী ১৩ই আগষ্ট ১৯৭৩ সাল। আর ছাত্রছাত্রী সংখ্যা শুধু ৫২ নয়—১০৫২ জন।

এই কলেজের প্রথম I.A. Pass ছাত্র আমাদের কলেজের বর্ত্তমানে ইংরাজীর অধ্যাপক শ্রীশক্তিপদ চক্রবর্ত্তী এবং আরও কয়েকজন অধ্যাপক এই কলেজের ছাত্র যেমন শ্রীশরৎ কুমার রায় ও শ্রীস্বপন বাগচি। আর এই যে কলেজের বর্ত্তমান কাঠামো দেখিতেছেন এর পিছনে সবচেয়ে বেশী অবদান আছে প্রাক্তন অধ্যক্ষ শ্রীবিভূতি ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের। ইনি যদি গড়বেতা কলেজে অধ্যক্ষ হিসাবে কার্যভার গ্রহণ না করিতেন তাহা হইলে কলেজের যেটুকু উন্নত অবস্থা দেখিতেছেন তাহা দেখিতে পাইতেন না বরং কলেজ হয়ত উঠিয়া যাইত। এই গড়বেতা কলেজ গড়বেতা থানার গৌরব। এই কলেজ হইতে কত ছাত্রছাত্রী যে Graduate হইয়া চাকরী করিয়া সংসার-

যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে কে তাহার হিসাব রাখে।

তবে কলেজের এখনও অনেক কিছু বাকী আছে যেমন ধরুন কলেজের কিছু বাড়ীর প্রয়োজন নইলে Full session এ ক্লাসের অভাব হয়, অবশ্য সব কিছু করিতে গেলে এখন প্রায় ২ লাখ টাকার দরকার কিন্তু কোথায় টাকা, কে দিবে ?

যাই হউক পরিশেষে আমার বক্তব্য এই যে যদি পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই গড়বেতা কলেজকে কিছু আর্থিক সাহায্য করেন ও স্থানীয় বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয়গণ যদি কিছু কিছু চাঁদা দেন তাহা হইলে ভবিষ্যতে এই কলেজ একটি বৃহৎ কলেজে পরিণত হইবে আশা রাখি।

আমি যেটুকু লিখিলাম এটা ইতিহাস নয়— পটভূমিকা মাত্র। আর কিছু লিখিলাম না।

সকলকে ধন্যবাদ জানাইয়া আমার বক্তব্য শেষ করিলাম।

COLLEGE AT A GLANCE

Date of Establishment	13.08.1948
Founder Secretary	Late Gobinda Kumar Singha
Name of the present Principal	Dr. Hariprasad Sarkar
Campus Area	22 acres
Total number of students (2020-21 session)	4,430
Number of Departments	22
Number of Streams (General)	03
Number of Postgraduate Courses	04
Number of Honours Courses	14
Number of General Courses	20
Number of Professional Courses	02
Number of Vocational Courses	01
Number of Full-time teachers	38
Librarian	01
Graduate Laboratory Instructors	03
State Aided College Teachers (SACT)	59
Trainer (OMSP)	02
Full time Non-teaching Staff	26
Contractual/Casual Non-teaching Staff	24
Number of Classrooms	56
Number of Classrooms with LCD setup	12
Number of Laboratories	12
Boys' Hostel (capacity 70+40)	02
Girls' Hostel (capacity 100)	01
Number of Books at the Central Library	42,000+
Number of Newspaper, Journals & Periodicals	6+20+25
Gymnasium	01
Student Health Unit	01
Central Library	01
Departmental Library	10
Students' Book Bank	01
Computer Lab	03

- **Study Center: of NSOU**
- **UGC-Network Resource Center**

Glimpse of Few Events

Members of the Governing Body

Principal Receiving Award on 'Kanyashree' from the Official of Govt. of W.B.
(Securing 2nd Position in the District in 2020-21)

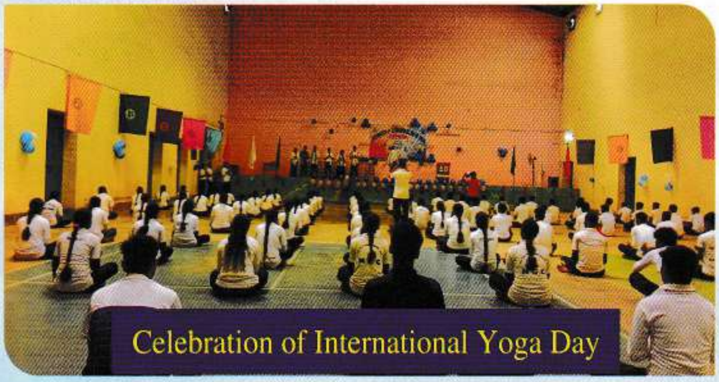
Celebration of International Yoga Day

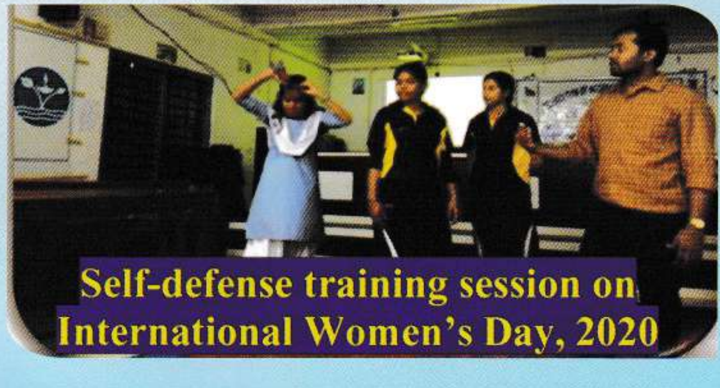
Self-defense training session on International Women's Day, 2020

Glimpse of Few Events

NCC SUO Rakhi Paul receiving Governor's Medal

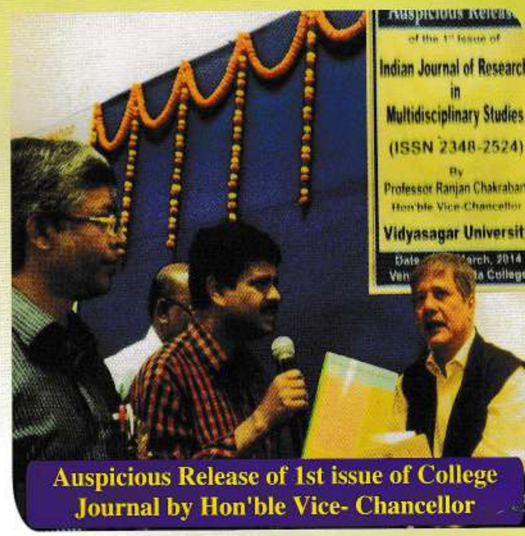

Auspicious Release of 1st issue of College Journal by Hon'ble Vice- Chancellor

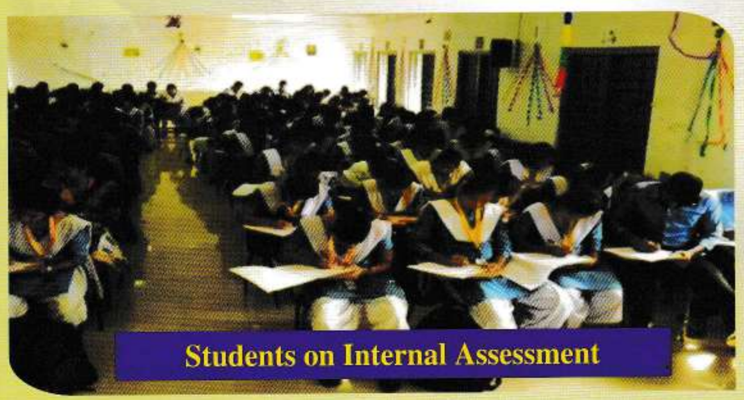

Students on Internal Assessment

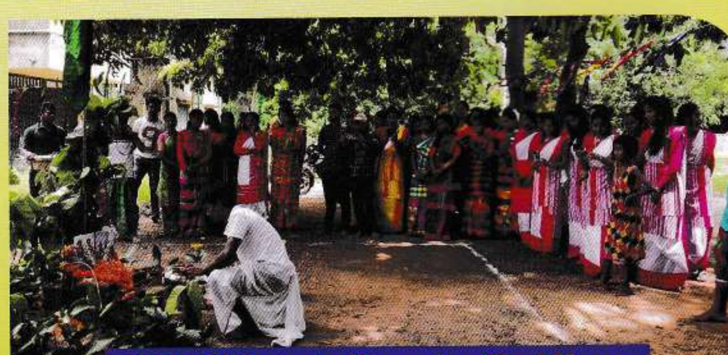

B.P.Ed Students Observing Hool Utsav

Glimpse of Few Events

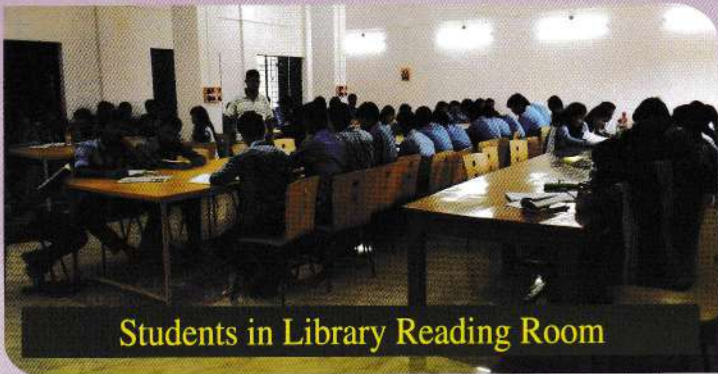

Students in Library Reading Room

Teacher Conducting Class by using LCD Projector

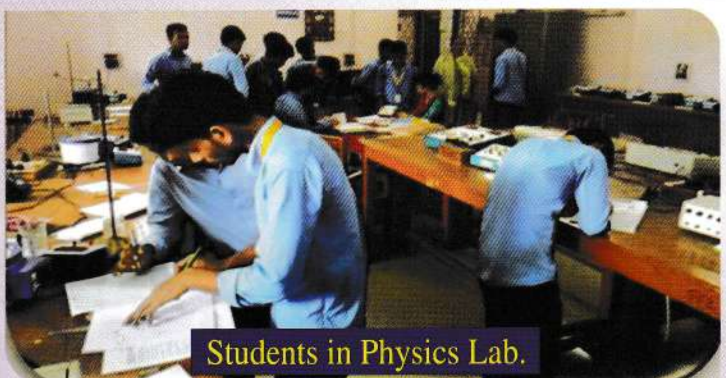

Students in Physics Lab.

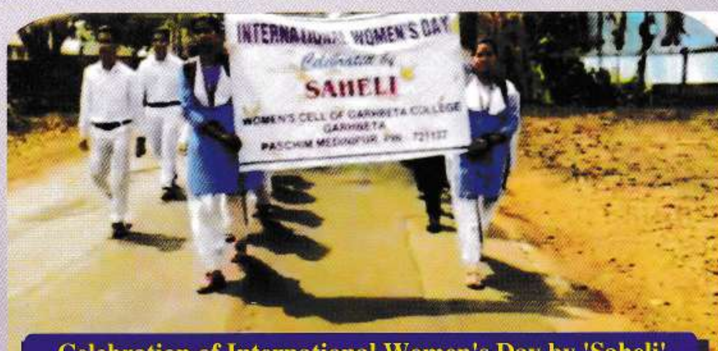

Celebration of International Women's Day by 'Saheli'

Few Snapshots

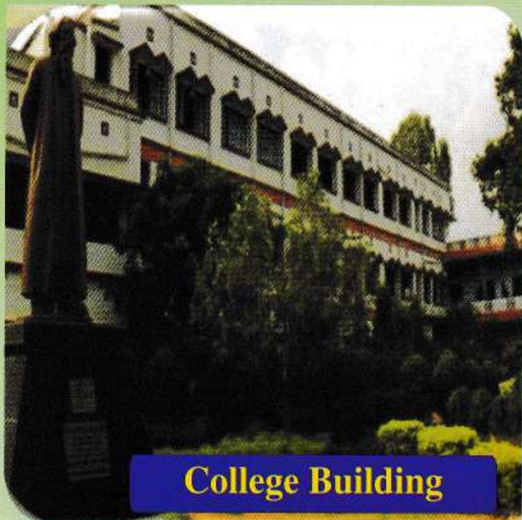

College Building

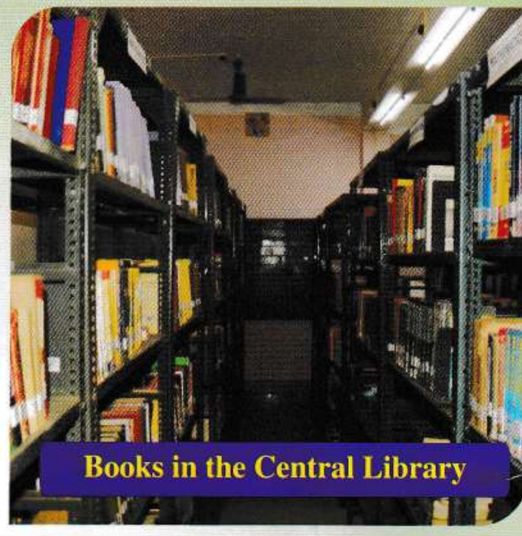

Books in the Central Library

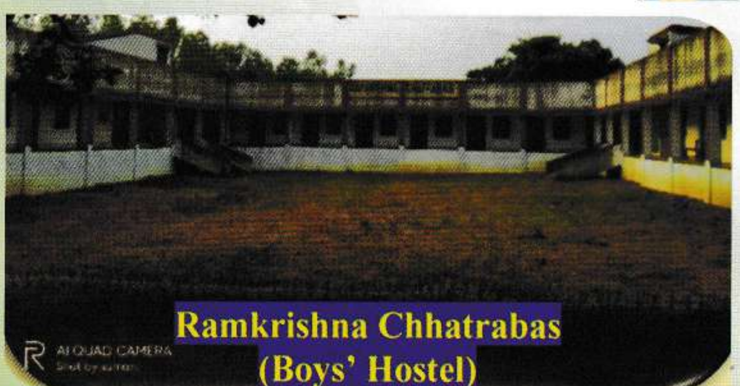

Ramkrishna Chhatrabas
(Boys' Hostel)

Shahid Matangini Chhatrinibas
(Girls' Hostel)

প্রিয় কলেজের ইতি কথা

দক্ষিন-পশ্চিম রেলপথের একটি ছোটো অথচ গুরুত্বপূর্ণ রেলস্টেশন গড়বেতা। মূলত পর্যটনস্থল হিসেবে অঞ্চলটি সরাদেশে সমাদৃত। গনগনির নদীখাতের অপার সৌন্দর্য এবং ওড়িশা ও বাংলারীতির মিশ্রনে শিল্পঋদ্ধ মা সর্বমঙ্গলার মন্দিরের আকর্ষণে বর্ষব্যাপী এখানে লেগে থাকে পর্যটকদের আনাগোনা। এছাড়াও এখানকার উৎপন্ন শাকসব্জি ও আলুর খ্যাতিও পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে পাশ্ববর্তী রাজ্যগুলিতে ছড়িয়ে পড়েছে। সড়কপথের মাধ্যমেও গড়বেতা দেশের বিভিন্ন প্রান্তের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। শাল-সেগুনে ঘেরা স্থানটি যেন পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার একটি ছায়ময় রহস্যের প্রতিকৃতি। গনগনির কাজুগাছের জঙ্গল তাতে আরও বেশি আকর্ষনের ঢেউ সৃষ্টি করেছে।

অতীতে বগড়ী রাজবংশের রাজত্বকালে গড়বেতা ছিলো একটি ছোট্ট জনপদ। ইতিহাস থেকে জানা যায় যে ষোড়শ শতক থেকে এই জনপদটির শিল্প-সংস্কৃতি সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। মহতী শিলাবতী নদী গড়বেতার বহু সামাজিক-রাষ্ট্রিক-অর্থনৈতিক উত্থান পতনের নীরব দর্শক। এই অঞ্চলে ইংরেজ শাসনের অবর্ণনীয় অত্যাচার এবং তার যথোপযুক্ত প্রতিরোধের বহু প্রমাণ ইতিহাসে ছড়িয়ে আছে। এই রকম একটি সমৃদ্ধশালী জনপদের জন্য আধুনিক যুগোপোযোগী শিক্ষাব্যবস্থার প্রচলন অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল। ফলত, জাতীয় উন্নতির বিকাশে গড়বেতার অধিবাসীবৃন্দ ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করেন গড়বেতা হাইস্কুলের। এটির প্রতিষ্ঠা ছিল গড়বেতার শিক্ষাক্ষেত্রে একটি মইলস্টোন। কিন্তু এতেও অঞ্চলটির শিক্ষা-ক্ষুধা পরিতৃপ্ত হয়নি। সময়ের দাবি মেনে গড়বেতার প্রয়োজন ছিল একটি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের। এই সত্যটি অনুভব করে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের এতদঞ্চলের প্রাণপুরুষ মহাত্মা স্বর্গত গোবিন্দ কুমার সিংহের নেতৃত্বে এবং অধিবাসীবৃন্দ ও জমিদারদের আনুকূল্যে ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ১৩ই আগস্ট তৈরি হয় স্বপ্নের উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠান-গড়বেতা কলেজ।

বিগত দিনে গড়বেতা ছিল ঐতিহ্যময় সংস্কৃতির অধিকারী। পবিত্র শিলাবতীর তট বহু স্বাধীনতা সংগ্রামী, শিক্ষাবিদ এবং বরেণ্য ব্যবসায়ীদের জন্মদাত্রী। ধর্মীয় আকর্ষনের এই স্থানটি, বিশেষ করে মহাভারতখ্যাত 'গনগনি'র ঘনপিনদ্ধ সবুজ জঙ্গল, লাল ল্যাটেরাইট মৃত্তিকা ভ্রমনপ্রিয়দের সারা বছর ধরে নানারকম আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিলাবতীর বহমান জলধারার সঙ্গে তাল রেখে সময়োপযোগী পরিবর্তনের স্পর্শ লেগেছে গড়বেতার গাঁয়েও। উর্বর কৃষিভূমি, নিপুন সড়ক ও রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং দক্ষ কর্মীদের জন্য গড়বেতা কৃষি, শিক্ষা ও ব্যবসাক্ষেত্রে অনিবার্যভাবে জেলা তথা পশ্চিম বঙ্গে একটি অনন্য স্থান অধিকার করেছে।

আমাদের এই প্রিয় কলেজটি শীতের মধুর ওম জড়িয়ে এক শান্ত দিনে ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারি মাত্র ৫০ জন শিক্ষার্থীকে নিয়ে ব্যানার্জীডাঙা হাইস্কুল থেকে পঠন-পাঠনের স্বপ্নের যাত্রা শুরু করে। পরবর্তীকালে বর্তমান স্থানে এটি স্থানান্তরিত হয়। কলেজটির পরিকাঠামো নির্মানের জন্য গড়বেতার শ্রদ্ধেয় স্বাধীনতা সংগ্রামী প্রয়াত বসন্ত কুমার সরকার ২.৫ একর এবং মেদিনীপুর জমিদার কোম্পানী ৯.৫৬ একর জমি উদার হাতে দান করেন। কলেজ অবিভক্ত মেদিনীপুর, সংলগ্ন বাঁকুড়া ও হুগলী জেলার বৃহদাংশকে উচ্চশিক্ষা দানের জন্য এগিয়ে আসে। একটি ছোট ঢেউটিনের স্থপনা দিয়ে যার শুরু, সেটি বিগত ৭৫ বৎসরের একটি মহীরূহে পরিণত হয়েছে। আজ কলেজটি বড় বড় বিল্ডিং (পাকাবাড়ি), উচ্চমানের যন্ত্রপাতি সমৃদ্ধ ল্যাবরেটরি (পরীক্ষাগার) এবং উচ্চশিক্ষার জন্য সকল সুবিধাযুক্ত একটি উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। সূচনালগ্নে কলেজটি কলা ও বানিজ্য বিভাগে Intermediate Standard পাঠক্রম নিয়ে কলকাতা বিশ্বিদ্যালয়ের অন্তর্গত ছিল। ১৯৫৭

খ্রিস্টাব্দে এখানে কলা বিভাগের স্নাতক (সাধারণ) পর্যায়ে পাঠ্যানুশীলন শুরু হয়। ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে শুরু হয় বিজ্ঞান বিভাগের স্নাতক (সাধারণ) পর্যায়। ১৯৬৪-র সময়কালে শুরু হয় গণিত ও ইতিহাস বিভাগে যুগান্তকারী স্নাতক (সাম্মানিক) পর্যায়ে পাঠদান। আরও পরবর্তীকালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কলেজটিতে বানিজ্য (সাধারণ), প্রাণিবিদ্যা (সাধারণ) ও উদ্ভিদবিদ্যা (সাধারণ) পাঠক্রম চালু করতে অনুমতি প্রদান করে। উচ্চশিক্ষার জন্য অবিভক্ত মেদিনীপুরবাসীর আকুল আকাঙ্খাকে সম্মান জানিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন মেদিনীপুরবাসীকে উপহার দেয় একটি বিশ্ববিদ্যালয় - বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়। স্বাভাবিক ভাবেই গড়বেতা কলেজ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত কলেজে রূপান্তরিত হয়। ফলত, বিশ্ববিদ্যালয়টির সঙ্গে তাল মিলিয়ে গড়বেতা কলেজও শিক্ষাজগতের সব মাত্রাগুলিকে ছুঁয়ে যেতে সচেষ্ট হয়। বর্তমানে এখানে কলা; বানিজ্য ও বিজ্ঞান বিভাগে মোট চৌদ্দটি বিষয়ে (সাঁওতালি ভাষা ও সাহিত্যসহ) সম্মানিক পর্যায়ে পাঠদান চালু হয়েছে। চালু হয়েছে বাংলা, ইতিহাস, গণিত ও. প্রাণিবিদ্যা বিষয়ের স্নাতকোত্তর পাঠক্রম। এ ছাড়া একটি বৃত্তিমূলক পাঠক্রম (OMSV) এবং দুটি পেশাভিত্তিক পাঠক্রম (B.P.Ed, BCA) শুরু হয়েছে। এখন কলেজের বেশির ভাগ বিভাগে অবিচ্ছিন্নভাবে চলেছে গবেষণাভিত্তিক পাঠদান। কলেজের প্রাক্তনীরাও উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার কারণে সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলির সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে। শুধু তাই নয়, শিক্ষা যে সকলের জন্য - এই ধারণাকে আরও বিস্তৃত করে কলেজ এনেছে সব বয়সের মানুষের জন্য শিক্ষার অধিকার। ফলে কলেজে চালু হয়েছে নেতাজি সুভাষ মুক্তবিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠকেন্দ্র। কলেজ গড়বেতাবাসীদের দুয়ারে শিক্ষার আলো বিকিরণে বদ্ধপরিকর।

আজ পাঠসীমাকে ছাড়িয়ে গড়বেতা কলেজ সমাজসেবায় ব্রতী হয়েছে। দুটি NCC Unit এবং চারটি NSS Unit নিরন্তর সমাজের সেবা করে চলেছে।

আশা রাখি আগামীদিনগুলি হবে গড়বেতা কলেজের।

= = o = =

সভাপতির প্রতিবেদন

মহতী শিলাবতী নদীর ধারে অবস্থিত গড়বেতা একটি প্রাচীন জনপদ। এর গনগনির নদী খাদ ভারত বিখ্যাত। উর্বর ভূমির অঞ্চলটি কৃষিকর্মে, ব্যবসা বাণিজ্যে অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলায় একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল। গড়বেতা আরও একটি কারনে পূণ্যভূমি, এখানে ইংরেজদের বিরুদ্ধে বহুস্বাধীনতা সংগ্রামী আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন– রামসুন্দর সিংহ, গোবিন্দ কুমার সিংহ এবং বসন্ত কুমার সরকার। গড়বেতার শিক্ষার অনুপ্রেরণার মশালটি জানিয়েছিলেন শ্রী সূর্য কুমার অগস্তি।

গড়বেতার শিক্ষা প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহন করেছিলেন গোবিন্দ কুমার সিংহ। তিনি এখানকার শিক্ষা অনুরাগীদের সঙ্গে নিয়ে একটি কলেজ স্থাপনে ব্রতী হন। তাঁকে যোগ্য সংগত করেন স্বাধীনতা সংগ্রামী বসন্ত কুমার সরকার। কলেজের সমস্ত জমি বসন্ত কুমার সরকার দান করেন। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে ১৯৪৮ সালের এক বর্ষণমুখর দিনে ১৩ই আগষ্ট কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হয়। তারপর থেকে কলেজকে আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি। শুধুই অগ্রগমণকে কলেজটি পাথেয় করেছে। ২০১১ সালে মা-মাটি-মানুষের সরকারের মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে সারা রাজ্যের শিক্ষার পরিসর বৃদ্ধির সাথে সাথে এই কলেজেরও সর্বাঙ্গীন পরিকাঠামোর প্রভূত উন্নতি সাধন হয়েছে।

১৯৪৮ সালের সেই চারাগাছটি আজ মহীরুহে পরিণত হয়েছে। গড়বেতা কলেজ এখন বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত অন্যতম বৃহৎ কলেজ। এবারেই ২০২২ সালে কলেজটির ৭৫ বৎসরে পদার্পণ হচ্ছে, যে উপলক্ষে কলেজ এখন উৎসবমুখর। গড়বেতা কলেজ পরিচালন সমিতি সিদ্ধান্ত নিয়েছে ৭৫ বৎসর পদার্পণের সময়টিকে উৎসব হিসেবে পালন করার। ১৩ই আগষ্ট ২০২২ থেকে ১৫ই আগষ্ট ২০২২ এই উৎসব পালিত হবে। কলেজের ৭৫ বৎসর পদার্পণ উপলক্ষে যে উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে, বর্তমান পরিচালন সমিতির সভাপতি হিসাবে আমিও তার শরিক হয়েছি। আমি মনে প্রাণে এই উৎসবের সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি।

আশা রাখি অধ্যক্ষ মহাশয়, দায়িত্বপ্রাপ্ত অধ্যাপক, অধ্যাপিকা ও শিক্ষা কর্মীবৃন্দ, স্বেচ্ছাসেবীবৃন্দ, আমার প্রাণাধিক প্রিয় ছাত্র-ছাত্রীরা এবং গড়বেতার সকল অধিবাসীবৃন্দ ও শুভানুধ্যায়ীগণ উৎসবটিকে রঙিন করে তোলার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন। কামনা করি উৎসবের দিনগুলি হয়েউঠুক সুশৃঙ্খল ও আনন্দময়।

আমাদের গড়বেতা কলেজের একটি সুমহান ঐতিহ্য আছে। ৭৫ বৎসর পদার্পণ উৎসব উদ্‌যাপনের মাধ্যমে সেই ঐতিহ্য আরও বিস্তৃত হোক। কলেজের গৌরবোজ্জ্বল অতীত হোক আমাদের পাথেয়। কলেজের সৌরভ ছড়িয়ে পড়ুক দিক- দিগন্তে। পরিচালন সমিতির সভাপতি হিসাবে এটুকুই আমার কামনা।

সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে এখানেই আমার কলম থামালাম।

ইতি

উত্তরা সিংহ (হাজরা)
সভাপতি
গড়বেতা কলেজ পরিচালন সমিতি

গড়বেতা
তাং-০৬/০৮/২০২২

অধ্যক্ষের কলমে

১৯৪৮ সালের ১৩ই আগস্টের মঙ্গল প্রত্যুষে যে শিশু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভূমিষ্ঠ হয়েছিল, আজ সে পরিণত মহীরুহ, তার শাখায় পত্র বিস্তারে অনেক বসন্তের ইতিহাস। স্বাধীনতার শুভ লগ্নে সারা দেশে যখন আনন্দের জোয়ার, সেই উত্তাল ঢেউ আছড়ে পড়েছিল লাল মাটি ঘেরা গড়বেতা অঞ্চলে। বিপ্লবী মানসিকতার সাথে সাথে শিক্ষানুরাগ গড়বেতার কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের মনে বিশেষভাবে রেখাপাত করেছিল-যার অনিবার্য ফলশ্রুতি আমাদের এই গড়বেতা কলেজ।

স্বাধীন ভারতের গোড়ার দিকে প্রতিষ্ঠিত কলেজ গুলির মধ্যে অন্যতম গড়বেতা কলেজ আজ ৭৫ তম বর্ষে পদার্পণ করল। কলেজের ইতিহাসে এটি এক অত্যন্ত স্মরণীয় ও গৌরবোজ্জল মুহূর্ত। এই বিশেষ ক্ষণে আমরা শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্মরণ করি, কলেজের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী স্বর্গীয় গোবিন্দ কুমার সিংহ এবং আর এক বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী ও ভূমিদাতা স্বর্গীয় বসন্ত কুমার সরকার মহাশয়দের। বহু মানুষের মূল্যবান দান ও সকলের সম্মিলিত মহৎ প্রচেষ্টায় এই কলেজ গড়ে উঠেছিল। কলেজের বিভিন্ন সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী ১৯৪৮ সালের ১৩ই আগস্ট ব্যানার্জীডাঙ্গা হাইস্কুলে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তৎকালীন মাননীয় মন্ত্রী স্বর্গীয় নিকুঞ্জ বিহারী মাইতি গড়বেতা কলেজের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। ১৯৪৯ সালের ২রা মার্চ বর্তমান জায়গায় জঙ্গলাকীর্ণ বিস্তৃত অঞ্চলে কলেজ বিল্ডিং এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন তৎকালীন জেলা শাসক মাননীয় শ্রী এইচ.সি.সেন। পরবর্তী সময়ে ব্যানার্জীডাঙ্গা হাইস্কুল থেকে গড়বেতা হাইস্কুলে কলেজের পঠন পাঠন কিছুদিনের জন্য স্থানান্তরিত হয়। অবশেষে একটি টিনের চালাযুক্ত লম্বা দালান বাড়ীতে (যা এখন নজরুল ভবন)' ১৯৫০ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারি কলেজের শুরু হয়, এই ভবনটির উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন রাজ্যপাল ডঃ কৈলাশ নাথ কাটজু। পরবর্তী কালে ১৯৫৯ সালের ২রা সেপ্টেম্বর কলেজের হলঘর টির গোড়াপত্তন করেন প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক শ্রী গোবিন্দ কুমর সিংহ এবং ১৯৬০ সালের ৬ই আগস্ট ভবনটির উদ্বোধন করেন কলেজের পরিচালন সমিতির তৎকালীন সভাপতি ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী প্রফুল্ল চন্দ্র সেন।

গড়বেতা কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন গড়বেতা হাইস্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক রাসেন্দু সরকার মহাশয়। ১৯৫৬ সালে বাঁকুড়া ক্রিশ্চিয়ান কলেজ থেকে অধ্যক্ষ পদে যোগদান করেন ইংরাজীর বরিষ্ঠ অধ্যাপক বিভূতি ভূষণ ব্যানার্জী। তিনি কলেজের গৃহ নির্মাণ প্রকল্পে অর্থ সংগ্রহ সহ আরও বিভিন্ন ভাবে উন্নয়নমূলক কাজে ব্রতী ছিলেন। ১৯৬০ সালে কলেজের বাংলার অধ্যাপক বিপুলদেব চক্রবর্তী অধ্যক্ষের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি দীর্ঘদিন এই কলেজের উন্নতিকল্পে বহু কাজ করে গেছেন। ১৯৭০ সালে অধ্যাপক রঘুনাথ ধর দায়িত্ব ভার গ্রহণ করে ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত গড়বেতা কলেজের মনোন্নয়ন সহ পরিকাঠামোগত উন্নতিসাধন করে গেছেন। এই সকল গুণী ও দরদী শিক্ষাব্রতীদের প্রতি জানাই আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম ও আন্তরিক শ্রদ্ধা।

গড়বেতা কলেজের একজন প্রাক্তন ছাত্র হিসাবে ২০১৫ সালের ৭ই জুলাই এই কলেজের অধ্যক্ষের পদে যোগদান করার যে সুযোগ লাভ করেছি, তা আমার কাছে অত্যন্ত গর্বের ও সম্মানের। ১৯৭৯ সালে শিলাবতীর অপর প্রান্তে অনতিদূরে নোহারী গ্রাম থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর গড়বেতা কলেজের আঙ্গিনায় উচ্চমাধ্যমিক কোর্সে(১০+২) পড়াশুনা করার জন্য সুযোগ পেয়েছিলাম। ১৯৮১ সালে এই কলেজ থেকে বিজ্ঞান বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে উচ্চশিক্ষার আঙিনায় প্রবেশ করেছিলাম। আমার ছাত্রজীবনে কলেজের

উচ্চমাধ্যমিক স্তরে পঠনপাঠনের মান ছিল অত্যন্ত উন্নত। সেই সময় হাতে গোনা কয়েকটি বিষয়ে স্নাতক স্তরে পড়ানো হতো তাই অধ্যাপকেরা উচ্চমাধ্যমিক স্তরে পঠন পাঠনে বেশী মনোনিবেশ করতেন এবং ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন বিষয়ে সেরাটুকু লাভ করতে পারতো। বিজ্ঞান, বানিজ্য ও কলা বিষয়ে কলেজের যথেষ্ট সুনাম ছিল। শুধু ডাক্তার -ইঞ্জিনিয়ার নয়, এই কলেজ থেকে পাশ করে সেই সময়ের বহু ছাত্রছাত্রী উচ্চতর শিক্ষার আঙ্গিনায় প্রবেশ করে আজ দেশ ও বিদেশে বহু নামী দামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যাপনা ও গবেষণার সঙ্গে যুক্ত হয়ে সম্মানের সঙ্গে কাজ করছেন। এছাড়াও বহু ছাত্র ছাত্রী সরকারী ও বেসরকারী সংস্থায় প্রশাসনিক পদেও যোগ্যতার সঙ্গে কাজ করেছেন। কলেজের ৭৫ তম বর্ষে সকল প্রাক্তনীদের আমরা সাদর আমন্ত্রণ জানানোর চেষ্টা করেছি। তবু কোন কারনে অনেকের কাছে এই বার্তা পৌঁছে দিতে না পারার জন্য আমি ব্যক্তিগত ভাবে ক্ষমাপ্রার্থী। প্রাক্তনীদের কলতানে মুখরিত হোক কলেজের প্রতিষ্ঠা দিবসের শুভক্ষণটি এই আমাদের প্রার্থনা। আমার ছাত্রজীবনে যে সকল শিক্ষক মহাশয়ের সান্নিধ্যে আসতে পেরেছিলাম তার মধ্যে অনেকেই আজ নেই। বাংলার শিক্ষক শ্রদ্ধেয় কিশোরী মোহন সেনাপতি, অসীম সান্যাল, অরুণ রায়, ইংরাজীর শিক্ষক শক্তি চক্রবর্তী, শৈলজাপ্রসন্ন মজুমদার, অঙ্কের শিক্ষক নিমাই চরণ নায়েক, হরেকৃষ্ণ ভক্ত, হরিদাস বিশ্বাস, দুর্গানন্দ ভট্টাচার্য, রসায়নের অধ্যাপক গঙ্গাধর বোস, হিমাদ্রী বিশ্বাস, ধ্রুব কিশোর চ্যাটার্জী, পদার্থ বিদ্যার অধ্যাপক প্রভাকর কর্মকার, হীরালাল মিদ্যা, জ্যোতির্ময় রায়, জীব বিজ্ঞানের অধ্যাপক ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়দের কাছে আমি চিরকাল ঋণী হয়ে থাকব। বিশেষ করে স্মরণ করি অধ্যাপক কিশোরী মোহন সেনাপতির কথা, তাঁর নিকট সান্নিধ্য ও প্রত্যক্ষ অভিভাবকত্ব লাভ করে ধন্য হয়েছিলাম। এই সূত্রে উনার সুযোগ্য সহধর্মিণী শ্রদ্ধেয়া দুর্গা সেনাপতি (দিদি)র মাতৃসুলভ স্নেহ ভালবাসা ও আশীর্বাদ পেয়ে আমার জীবনে মূল্যবোধ জাগ্রত হয়েছিল, এখনও তা পেয়ে চলেছি। সেই কারনে গড়বেতা কলেজের ছাত্র জীবন আমার কাছে অত্যন্ত স্মরণীয় হয়ে আছে। ঐ দু'বছর আমার জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ মোড় বলা যায়। বিশেষ ভাবে ঐ সময়ে অগ্রজ প্রতিম গৌরী দার (অধ্যাপক গৌরী শঙ্কর দত্ত - জর্জিয়া বিশ্ববিদ্যালয়) ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য আমার পড়াশুনার প্রতি বিশেষ আগ্রহের সঞ্চার করেছিল। সেই নিবিড় বন্ধন এখনও অটুট। সেই সময় কলেজের অধ্যক্ষ পদে পেয়েছিলাম অধ্যাপক রঘুনাথ ধর এবং ড. গৌরীপদ চ্যাটার্জী মহাশয়কে। আমার ছাত্র জীবনে কখনও অধ্যক্ষের সাথে সরাসরি সাক্ষাত করার কথা ভাবতেও পারতাম না। যা সমস্যা থাকত তা কলেজের অফিসের মাধ্যমেই সমাধান করতে হতো। সেই সময় কলেজের পরিকাঠামো তেমন উন্নত ছিল না ঠিকই, তবে শ্রেণীকক্ষে ও ল্যাবরেটরিতে শিক্ষক মহাশয়দের আন্তরিকতা আজও খুব মনে পড়ে। কলেজের হলঘরটিতেই আমাদের বেশীরভাগ ক্লাশ হতো। তাই এই বহু স্মৃতি বিজড়িত ঘরটির প্রতি আমার প্রবল আকর্ষণ। একটু অবকাশ পেলেই ক্যাম্পাসের ফেলে আসা সোনালী দিনগুলি খুঁজে নেওয়ার চেষ্টা করি। আমার দু'জন সহপাঠীদের (মেজর তমাল দে ও শ্রী শুভ্রকান্তি তেওয়ারী) বর্তমান সহকারী হিসাবে পেয়ে পুরানো দিনের কিছু স্মৃতি রোমন্থন করার চেষ্টা করি ও খুব আনন্দ পাই। প্রতি রবিবার সকালে N.C.C.র প্যারেডে কলেজ মাঠে উপস্থিত থাকতাম। রাইফেল শুটিং এ অংশ গ্রহণ করার স্মৃতিও স্পষ্ট মনে আছে। কলেজের পিছনের মাঠের নির্দিষ্ট জায়গায় N.C.C. অফিসারদের তীক্ষ্ন নজরে ও বুটের আঘাত সহ্য করে অনুশীলন হয়েছিল।

দীর্ঘ প্রায় তিন দশক পর যখন এই কলেজে অধ্যক্ষ হিসাবে প্রবেশ করলাম, তখনকার সেই অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করার নয়। কলেজের সীমানা প্রাচীর, সু-উচ্চ প্রবেশ তোরণ সহ নতুন প্রশাসনিক ভবন ও অন্যান্য অনেক ভবনই আমার কাছে সম্পূর্ণ নতুন লাগলো, তার সাথে সুসজ্জিত উদ্যান ও রাস্তাঘাট প্রকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপযুক্ত পরিবেশ বলে মনে হলো। কলেজে যোগদান করার পর থেকেই দৃঢ় সংকল্প করি যে, সর্বোচ্চ পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখব এবং ক্যাম্পাসের শৃঙ্খলা বৃদ্ধি করার জন্য

সচেষ্ট থাকব। কলেজের ভুত পূর্ব অধ্যক্ষ রঞ্জিত কুমর চৌধুরী মহাশয় ১৯৯৭ সাল থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ প্রায় ১৮ বছর ধরে কলেজের বহু উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন করে গেছেন। কলেজের ছাত্রছাত্রীদের "ড্রেসকোড" তারমধ্যে একটি অভিনব উদ্যোগ। অন্তর্বর্তী সময়ে পদার্থ বিদ্যার অধ্যাপক ডঃ মন্টু কুমার দাস ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের দায়িত্ব নিয়ে দক্ষতার সঙ্গে কলেজের প্রথম NAAC পরিদর্শন করিয়েছিলেন। সেই সময় প্রাক্তনী হিসাবে একদিন উপস্থিত হয়েছিলাম।

কলেজের ৭৫ তম প্রতিষ্ঠা দিবস সাড়ম্বরে উদ্‌যাপনের সিদ্ধান্ত এক বছর আগেই পরিচালন সমিতির সভায় গৃহীত হয়েছিল। তবে কোভিড অতিমারির কারনে প্রস্তুতি অনেকটাই বাধাপ্রাপ্ত হয়। বর্তমান বছরের মার্চ মাসে পরিচালন সমিতির সভায় পুনরায় এই অনুষ্ঠানটি সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ২০২২ সালের ১৩ই আগস্ট তারিখ থেকে ২০২৩ এর ১৩ই আগস্ট পর্যন্ত বর্ষব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কলেজের প্রতিষ্ঠার ৭৫ তম বর্ষ পালনের জন্য প্রক্রিয়া শুরু হয়। কলেজের পরিচালন সমিতির প্রথম মহিলা সভাপতি হিসাবে মাননীয়া উত্তরা সিংহ হাজরা মহাশয়া এই অনুষ্ঠানটি সুষ্ঠুভাবে করার মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে বিভিন্ন ভাবে সহযোগিতা করেছেন। একই সাথে এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে কলেজের বিভিন্ন প্রকার পরিকাঠামোগত উন্নয়নের দিকেও নজর দিয়েছেন। কলেজের ৭৫ তম বর্ষের স্মারক হিসাবে প্রশাসনিক ভবনের তৃতীয়তল'টি নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সভাপতি মহাশয়ার উদ্যোগেই আগামী এক বছরের মধ্যে তা সুসম্পন্ন করা যাবে বলে সকলেই আশা রাখি। সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানপর্বটি সুন্দর ভাবে উপস্থাপিত করার জন্য বিভিন্ন উপসমিতি গঠন করা হয় এবং একাধিক আলোচনা সভার মাধ্যমে সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। সকল সহকর্মী, বিশিষ্ট প্রাক্তনী ও ছাত্র ছাত্রীদের যৌথ প্রচেষ্টায় এই অনুষ্ঠান টি সুসম্পন্ন হবে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। আমাদের সাদর আহ্বানে বহু বিশিষ্ট মানুষ কলেজের প্রাঙ্গণে উপস্থিত হবেন এবং আগামী দিনে কলেজের সার্বিক উন্নয়নের জন্য মূল্যবান পরামর্শ দেবেন, এই কামনা রইল।

কলেজের উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রেখে ২০১৭ সালে রাজ্য সরকার ও বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদনক্রমে চারটি বিষয়ে (গণিত, বাংলা, ইতিহাস ও প্রাণীবিদ্যা) স্নাতকোত্তর কোর্স চালু করা হয়। রাজ্য সরকার ও রাষ্ট্রীয় উচ্চতর শিক্ষা অভিযান এর আর্থিক অনুদানের মাধ্যমে পরিকাঠামোগত উন্নয়ন বিগত পাঁচ বছরে অনেকটাই বৃদ্ধি পেয়েছে। যার সুফল কলেজের বর্তমান ছাত্রছাত্রীরা গ্রহণ করে সমৃদ্ধ হচ্ছে। তবে তার আগে বিভিন্ন প্রকার পরিকাঠামো উন্নয়নে UGC র আর্থিক সহায়তা কলেজকে অনেক সমৃদ্ধ করেছে। এইভাবেই শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী, পরিচালন সমিতি ও প্রাক্তনীদের আন্তরিক সহযোগিতায় এই কলেজ আগামী দিনে আরও এগিয়ে যাবে এবং অদূর ভবিষ্যতে গড়বেতা কলেজ NAAC এর মূল্যায়নের পরবর্তী বিচারে আরও ভালো ফল করবে বলে আশা করা যায়। কলেজের বৃহৎ ক্যাম্পাসটিকে সুন্দরভাবে কাজে লাগিয়ে রাজ্য সরকারের বিশেষ আর্থিক সহায়তায় আগামী দিনে একটি অডিটোরিয়াম নির্মাণএর জন্য কর্তৃপক্ষ উদ্যোগী হয়েছে, আরও কিছু পরিকাঠামো উন্নয়ন অচিরেই সম্ভব হবে বলে আমরা আশাবাদী। আমাদের প্রিয় গড়বেতা কলেজ আগামী দিনে ফলে ফুলে বিকশিত হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে উন্নীত হবে বলে স্বপ্ন দেখতেই পারি।

শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন সহ,

ড. হরিপ্রসাদ সরকার
অধ্যক্ষ, গড়বেতা কলেজ

= = ০ = =

My Experience at Garhbeta College

Prof. Ranjit Kumar Chaudhuri
Former Principal, Garhbeta College

The time when remembrance of my tenure as principal, Garhbeta College began to fade out, Present principal Dr. Hariprasad Sarkar Jerked me by requesting to write something about my experience as principal on the eve of 75th anniversary of Garhbeta College. It has been really difficult for me to write because I have to recollect the incidents happened from time to time since 1st August 1997 and there is every chance of making sequential mistakes and there may be factual errors also. In that case please pardon me. Anyway, let me take a try.

I, a person having no idea about Govt. aided college, Governing Body, DPI, DDPI, pay packet etc, joined as principal on the 1st of august 1997, the Golden Jubilee year, more particularly the month of foundation of the college. Inauguration function was to be organized and we had only 11 days in between to go, 13th August was the foundation day ofthe College. I felt like being a carpet knight. We all had to plunge into action immediately, but despite our massive sincere efforts no gorgeous function could be organized. How and why ? No answer. Ultimately the day was observed perfunctorily with the IC/OC of Garhbeta police station inaugurating the function and an announcement was made that the Golden Jubilee would be celebrated for 3 years by various activities and the ceremonial function was organized in 2000 only with the financial contribution solely by the students and all staff members including Teachers of the college. No Golden jubilee hall or building could be constructed because no fund could be raised. How and why ? Again no answer. I have no hesitation in admitting that in both the cases responsibility was mine which I could not evade and I did not want to either. In other words it was a failure on my part.

August was full admission season, the admission was completed with the help of all the staff members of the college. In 1998, during admission, I was threatened by an outsider of dire consequences if his ward was not admitted bypassing the merit list. Prof. Susil Kumar Bera and few others and students like Joy Roy and his friends made him to beg apology in writing for his deeds. And for which I am thankful to them. As a matter of fact, it took me more than two years to settle down as principal. I must mention that in such turmoil all of my colleagues both teaching and ministerial, members of the Governing Body including the president G.B. extended fullest support to me. Special mention must be made about the President G.B, the-then Hon'ble Minister Mr. Susanta Ghosh who assured me of supporting, help and approving any of my action so far as discipline and development of the college was concerned. Rather he gave me a free hand in this regard which he maintained all through and he never interfered in any matter in his time and I am very much grateful to him for this and for his regular advice and guidance also as and when sought for.

Gradually the feeling of hostility if any, was diminishing and I, along with my colleagues could try to sort out the acute problems. But, before that proposal for financial assistance to UGC was to be submitted. Time was running out. Prof. S.P. Majumdar played a major role in preparing the proposal. I still remember the days working overnight with Prof.

Majumdar and some other teachers of the college along with Mr. Shyamapada Ghosh and others in preparing the papers. Thanks to them.

Introduction of Hons. in few subjects, construction of a boundary wall with G.K. Singha memorial gate, a deep tube well, a larger cycle stand, proper light arrangement during night in the campus and completion of the remaining portion of the 1st floor above the library building etc. were the urgent requirements. All were attended to and sorted out, Desired Hons. subjects were introduced. Because of paucity of fund only the frontal part of the Boundary wall could be constructed from college fund. While completing the remaining part of the boundary wall, it was found that some 9 Bighas of college land was under unauthorized occupation of some farmers since very long. Immediate action was taken and with the help of all corners, the land was recovered and brought within the Boundary wall. For steady drinking water supply, the then Sabhapati, Panchayet Samity, Sri Baidya Nath Soren who happened to be an employee on leave was approached and he gladly sponsored the deep tube well and the crisis was over for ever. Then only the attempt to beautify the College campus with garden and greenery including medicinal plants garden was made. Dr. Santimoy Patra developed a garden in a small area as a trial and it looked very beautiful, eventually, the whole of the barren college land was covered with hedge and flowering plants. Prof. Tarapada Ghosh worked day and night to develop the huge garden and I am thankful to him. Mr. Sarfaraj Khan, the then G.S. Student's union with his team played a vital role in this regard and also deserves thanks. Dr. Samit Dutta Roy developed the Medicinal plants garden with approximately 70 species very carefully including some rare species and I thank him also.

In academics, the students were fairing well but not extra ordinarily. The college had brilliant and very efficient faculty, office and laboratory staff members, rich library and well equipped laboratories even then why the results of the students were not extraordinary ? I mean why could we not produce University toppers ? What could be the reason ? I might be wrong though my analysis was "Finished product or output in any sphere depends upon the quality of raw materials or input". Possibly that was exactly what was happening in Garhbeta College. The creamy layer of the students of the locality was going away for study leaving the college on their door step having all the required infrastructure much better than some others colleges. But if a comparative study is made as to the input and output, I am confident that Garhbeta College could compete with any other renowned college under Vidyasagar University.

My journey with all of my colleagues including staff members was on. Meanwhile, I had completed 7/8 years of my service as Principal. There after it was so smooth sailing that only a few Principals could boast of. Everything was in perfect order, all committees were functioning brilliantly, various subjects were introduced. Additional buildings like Women's Hostel, Gymnasium, Class rooms, Seminar Hall, Administrative Building and others were being constructed in course of time as usual, as is done in other colleges also. The members of the Building committee and the Purchase committee were very strict and strong and played one of the most difficult and important roles. Dr. Bholanath Chattopadhyay and other members of Building and Purchase committee helped me a lot for successful construction of the Buildings. Mr. Madan Singha Roy and later Sri Ashis Kumar Das were extremely vigilant during construction. Their valuable combined effort helped the college to save a sizeable sum. I

specially thank all of them for their contribution in this field. Besides Humanities Departments and Administrative Building, all others were constructed either from UGC or from College fund. Courses like OMSP, Food Processing, Remedial Coaching and Entry in Service etc, were also introduced. Prof. Susil kr Bera, Dr. Santimoy Patra, Dr. Samit Dutta Roy respectively deserve special mention and thanks for successfully implementing and conducting these courses. Special mention should be made about the centre of Netaji Subhas open University which was initially incepted by Prof. Majumder and later taken over by Prof. Bera which was doing very well and the number of students were increasing day by day. Continuous steady and sincere service of Sri Asim Kumar Dey and others was no less important in developing the centre from a sapling to a huge tree. I thank them for such a brilliant service. B.P.Ed course was also introduced, headed by Prof. T.Ghosh and the performance of the students was excellent under his guidance. Thanks to him. Later the charge of the department was taken over by Dr. Krishnendu Pradhan after his joining the college. The students of NCC in the hand of Mr. Tamal De, NSS in the hand of teachers, Games and Sports in the hand of Dr. Krishnendu Pradhan, the students were performing remarkably well and bringing laurels to the College besides winning their medals.

In 2011 there had been change in the Government. Immediately after that a local leader of the ruling party came to see me. I found a person not associated with the college then assuring me of unconditional support for development of the college without interfering in the internal matters of the college. Same words were echoed by another leader over telephone which sounded very sweet to me and I am thankful to them. Change in the Governing Body also occurred. Renowned Orthopedic surgeon Dr. Golok Bihari Maji was elected as the President of the G.B. Respected Dr. Maji also gave me a free hand and he never interfered in college affairs but always endorsed my actions in any matter of the college. I am very much grateful to him for proper guidance and helping me out all the time. Other members of the G.B. were also very much co-operative and helped me as usual. I am thankful to them also.

Advocate Sri Shyamal Kumar Mahapatra though not directly associated with the college then always extended help in solving the legal problems of the college voluntarily. At one time when I was sued in the Court of law for some college matter, he came to my rescue and defended me to get the case dismissed without charging even a farthing. He was a unique person and his thoughts always revolved around as to how could Garhbeta College and Garhbeta as a whole be developed further. I specially thank Mr. Mahapatra for his such generosity and gesture.

The brilliant role played by the Bursar Dr. Prithwish Kumar Hait and his team Sri Kanchan Rajak, Accountant, Sri Asim Kumar Dey, Cashier of the college needs special mention for maintaining the accounts excellently, It was because of them only a sizeable amount of fund could be reserved. They were very strict and efficient being tight handed in spending money. It was because of them I could boast of having an adequate fund in the college account while leaving the college. Many many thanks to them. Contribution of other colleagues including other staff members whose named did not appear in the article because of my weak memory was also no less in developing the college, thanks to them also.

One very important issue pinching me was the accreditation of the College by NAAC which was long due even though the members of the constituted committees in this regard were functioning to their level best. Finally the appraisal report was submitted just before my retirement and I thank Dr. Sushil Ghosh for such move. But visit by the Peer team could not be arranged before my retirement. Again how and why ? No answer. But that, it was a failure on my part was certain.

I started my journey as an ineffectual and ended also as an ineffectual one. Question arises "What did I learn from the college?" and "What did I do in the college for so many years as Principal?" The answer is :

One to all in the college could be made to do anything for the development of the college if could be properly motivated and utilized. I sat firmly on the chair of the Principal for more than 16 years and retired after fully completing my service. The students and other staff members were not hostile either to the teachers or to the Principal as they used to be when I joined. I could hand over charge to Dr. Mantu Kumar Das with an adequate sum in the college account (Asset) and almost zero liabilities for future Development of the college. That is the way 'I' comes, 'I' serves and 'I' goes. With these words I put an end to my pen. I wish the 75th anniversary of the college a gala success from the core of my heart. Best wishes and regards to all.

== 0 ==

"Education is the manifestation of the perfection already in man."

-- Swami Vivekananda

স্মৃতির সূত্র ধরি টানি

শ্রী রাধারমণ মণ্ডল *
প্রাক্তন ছাত্র, গড়বেতা কলেজ
(প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক, মংলাপোতা উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়)

প্রথমেই শ্রদ্ধা জানাই সেইসব কুশীলবদের, যাঁদের আপ্রাণ চেষ্টায় তৈরি হয়েছিল এই "বন" কলেজ যা পরে রূপায়িত হয় গড়বেতা কলেজ নামে। এখানে প্রথমে ইন্টারমিডিয়েট -এখানে ওখানে, পরে সকলের সাহায্য নিয়ে উত্তর দুয়ারী একচালা ঘরে শুরু হয় কলেজ। ১৯৫৬ সালে ডিগ্রী কোর্স খুলল। আমি ১৯৫৬ সালে ভর্তি হলাম এই ডিগ্রীতে। সাবজেক্ট মাত্র দুটি ইংরাজী, বাংলা কম্পালসারী আর বাকী দুটি ইতিহাস ও ইকোনমিক্স। ঐ উত্তর দুয়ারী ঘরটির শেষ প্রান্তে একটি ছোট্ট রুমে আমাদের ক্লাস শুরু হল। আমাদের তৃতীয় বর্ষের ছাত্রছাত্রী মাত্র ১৬ জন। এদের মধ্যে মনে পড়ে যাদের নাম তারা হলেন গোকুল ঘোষ, মনোরঞ্জন পান, হিমাংশু ব্যানার্জী, শঙ্করী কর, এরা সবাই স্থানীয় বাকী সকলেই বাইরের। সমরেন্দ্র দাশগুপ্ত, জয়রাম কর্মকার, নিতাই চরণ পাল একজন রামগড়ের ও একজন সন্নিগ্রহী। একজন মহিলা ছিলেন তিনি হলেন গড়বেতা সান্যাল পরিবারের এক গৃহবধূ, নাম উমা সান্যাল। এই ছাত্রছাত্রীদের নিয়েশুরু হল তৃতীয় বর্ষের ক্লাস।

পড়াশুনা শুরু হল মহাসমারোহে। ইংরাজী পড়াতেন অধ্যক্ষ অধ্যাপক বিভূতি ভূষণ বন্দোপাধ্যায় মহাশয়। বাঁকুড়া থেকে অবসর প্রাপ্ত ইংরাজীর অধ্যাপক, তিনি গদ্য, কবিতা, নাটক সবই পড়াতে শুরু করলেন। পরে তাঁরই এক ছাত্র অধ্যাপক শক্তিপদ চক্রবর্তী মহাশয় এলেন। উনি একটি নাটক পড়িয়েছিলেন। বিভূতিবাবুর ইংরেজী পড়ানো ছিল খুবই সুললিত। ম্যাকবেথ পড়াতে যেয়ে সেই "Life is a tale told by an Idiot", Prose এর Lamb এর " The Superannuated man পড়াবার সময় বা Wordsworth এর Pantheism পড়াবার সময় এক সুন্দর সাহিত্যরসের ঝংকার উঠত। মন ভরে যেত আমাদের। মনোযোগ দিয়ে শুনতাম। কলেজ কামাই করতে মন চাইতো না। বাংলার অধ্যাপক পাওয়া যায়নি, তবে গড়বেতা হাইস্কুলের শ্রদ্ধেয় আশুতোষ ঘোষাল গদ্য পড়াতে এলেন। আর "মেঘনাদ বধ" কাব্য, কপালকুণ্ডলা এগুলি পড়াতেন কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক গঙ্গেশ নারায়ণ ভট্টাচার্য। তাঁর সেই "দানব নন্দিনী আমি রক্ষাকুলবধূ, দানব শ্বশুর মম, মেঘনাদ স্বামী। আমি কি ডরাই সখি ভিখারী রাঘবে"। ব্যাখ্যা ও অনুশীলন আজও মনে অনুরণিত হয়। বাংলা পড়াতে সংস্কৃত সাহিত্যের Reference দিয়ে কত উদাহরণ দিতেন তার সীমা ছিল না। চতুর্থ বর্ষে এলেন এক নবীন অধ্যাপক শ্রী অসীম সান্যাল- তাঁর গম্ভীর গলায় সেই "সাগর জলে শিনান করি নজল এলোচুলে, বসিয়াছিলে উপল উপকূলে শিথিল পীতবাস......" ইত্যাদি ছোট্ট ঘরটিতে ঝংকৃত হয়ে উঠত। ইতিহাসের তিনজন অধ্যাপক ডঃ গৌরীপদ চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক বিশ্বনাথ ঘোষ এবং অধ্যাপক পুরুষোত্তম জানা। ইকোনমিকস এর দুজন অধ্যাপক রঘুনাথ ধর এবং অধ্যাপক পঞ্চানন পাঁজা। অধ্যাপক দের বেতন ছিল খুবই কম, তাই অধ্যাপকদেরও খুব কষ্ট হতো কিন্তু শিক্ষাকে ভালোবাসতেন সবাই - তাই শিক্ষাদানে কোন খামতি ছিল না তাঁদের। তাঁরা উৎসাহের সঙ্গে পাঠদান করতেন আমরাও নতুন উদ্যমে সব গ্রহণ করতাম।

দেখতে দেখতে নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে দুবছর কেটে গেল। টেস্ট হল। সবাইকে পরীক্ষা দিতে অ্যালাউ করলেন কর্তৃপক্ষ। চতুর্থ বর্ষের শেষে অধ্যক্ষ মহাশয় আমাদের নানান উপদেশ দিয়ে সমৃদ্ধ করলেন। পরীক্ষা হতো হোম সেন্টারে। আর পরীক্ষায় Irrigilated কাজে ব্রতী হয়েছিলেন, Calcutta University র সে বছরের নূতন Rule অনুসারে উকিলবাবু, মুহুরীবাবু, এমনকি পান দোকানীও অনেক বিশিষ্ট জনেরা। পরীক্ষা হলো। প্রশ্ন ভাল মন্দ সবরকমই। ইতিহাস 3rd paper এর দিনে বিরাট দুর্যোগ। ইলেক্ট্রিসিটি অফ হয়ে গেল।

* কলেজ প্রতিষ্ঠার পর প্রথম ব্যাচের গ্রাজুয়েট।

এক ঘন্টা চুপচাপ বসে -তারপর লেখা শুরু করলাম। এ এক নূতন অজ্ঞিতা।

সব পরীক্ষা শেষ হলো। বিদায় নিলাম এই মাতৃমন্দির থেকে বন্ধুদের ঠিকানা দেওয়া নেওয়া হলো। ১৬ জনের মধ্যে ৪ জন কৃতকার্য হলাম। ঠিক হল প্রথম বছর আমরা Convocation Attend করবো। অধ্যাপক রঘুনাথ ধর আমাদের নিয়ে গেলেন। সে এক নূতন অভিজ্ঞতা। হাতে হাতে Degree Certificate টি নিলাম। মনটা আনন্দে ভরে গেল। জীবনে আর কোন দিন এই সুযোগ হয়নি। বিদায়ের আগে অর্থাৎ চতুর্থ বর্ষে কলেজ পত্রিকা প্রকাশিত হলো, তাতে আমি "গড় বেতা কলেজ এর আত্মকাহিনী" প্রবন্ধ লিখেছিলাম। সবাই এটাকে খুব সানন্দে গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু পরে তার অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি।

তার পর এই কলেজেই স্পেশাল অনার্স পরীক্ষা দিয়েছি। কর্মজীবন শুরু হয়ে গেছে। দীর্ঘ ৩৭ বৎসর কলেজ থেকে ১০ কিমি দূরে গ্রামের এক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছি।

এই কলেজ আজ মহীরুহের আকার ধারণ করেছে। সেই দিনের অবহেলিত "বন" কলেজ আজ পরিপূর্ণ। ছাত্রছাত্রী, হোস্টেল, অধ্যাপক অধ্যাপিকা, শিক্ষাকর্মী প্রভৃতিতে গমগম করছে। Infrastructure যা আছে তাতে University গড়ে উঠতে পারে। হয়তো উঠবেও একদিন। বিভিন্ন বিষয়ে অনার্স খুলেছে। কয়েকটি বিষয়ে Post graduate class ও চলছে। তা ছাড়া কয়েকটি Professional course চালু হয়েছে। শুনেছি অনেক বিষয়ে কলেজ High Rank এ আছে। Research Scholar এসেছেন অনেক। B.P.Ed খুলেছে। দুঃখ হয় আজও B.Ed খোলা হয়নি। অনেক Co-curricular Program চলছে। Open University চলছে। অনেক মানুষের উপকার হচ্ছে।

ভবিষ্যতে আরও বড় হবে এই কলেজটি। নূতন অধ্যক্ষ ড. হরিপ্রসাদ সরকার মহাশয় এসেছেন। শুনেছি উনি স্থানীয় এবং এই কলেজেরই প্রাক্তন ছাত্র। উনার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এবং সুদক্ষ পরিচালনায় সেই দিনের ছোট্ট চারাগাছ আজকের পরিণত বটবৃক্ষ কে আরও আরও এগিয়ে নিয়ে যাবেন এই মহা মন্দির কে -সেই আশা নিয়ে ৭৫ বৎসর পূর্তি উৎসবের সাফল্য কামনা করছি।

= = o = =

"জাতিটা ব্যক্তির সমষ্টিমাত্র। এক-একটি ব্যক্তিকে শিক্ষা দিয়ে গড়ে তোলা ছাড়া আমার অন্য কোন উচ্চাকাঙ্খা নেই।"
– স্বামী বিবেকানন্দ

স্মৃতির সরণি বেয়ে

অসীম ওঝা
প্রাক্তন ছাত্র, গড়বেতা কলেজ
(বর্তমান গড়বেতা কলেজ পরিচালন সমিতির সরকার মনোনীত সদস্য)

আমাদের প্রিয় জন্মভূমির স্বাধীনতা লাভের ৭৫ বর্ষ পূর্তি এবং প্রিয় গড় বেতা কলেজের হীরক জয়ন্তী পূর্তি -দুটি ঘটনাই মনের বীণার তন্ত্রীতে এক অনাস্বাদিত ঝংকার তোলে। সে অনুরণন আরো দীর্ঘ হয় নিজেকে আজও কলেজের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকতে দেখে। এ এক অনন্য অনুভূতি।

গড় বেতা কলেজের সঙ্গে প্রথম পরিচয় খুব অল্প বয়সে। তখন সর্বমঙ্গলা মন্দিরে যোগাসন শেখাতেন যোগগুরু কালীকৃষ্ণ পান্ডে মহাশয়। আমিও যেতাম আসন শিখতে। একদিন উনি বললেন যে কলেজের একটি অনুষ্ঠানে আমাদের যোগাসন প্রদর্শন করতে হবে। সেই প্রথমবার কলেজে আসা। আজও যা স্মৃতির মণিকোঠায় সমুজ্জ্বল।

ছাত্র হিসেবে কলেজে ভর্তি হই দ্বাদশ শ্রেণীতে সেই বছরই আমাকে ছাত্র ছাত্রীরা ক্লাসের প্রতিনিধি নির্বাচিত করেছিল। তারপর ভর্তি হলাম স্নাতক পাঠক্রমে। সেখানেও প্রথম বর্ষেই প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার পর দায়িত্ব পেলাম ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদকের। দ্বিতীয় বর্ষেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটল তখন কলেজের বিভিন্ন বামপন্থী ছাত্র সংগঠন থাকলেও ছাত্র পরিষদ ছিল অপ্রতিরোধ্য। এই সময় আমরা শান্তিপূর্ণ আন্দোলন করে সাইকেল স্ট্যান্ড, বাস-যাত্রী প্রতিক্ষালয় তৈরির দাবি আদায় করেছিলাম। এছাড়াও Bio Science বিভাগ, লাইব্রেরী থেকে দুটি করে পাঠ্যপুস্তক দেওয়ার ব্যবস্থা, দুঃস্থ ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের Half-Full Freeship এর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ছাত্র-ছাত্রীদের সর্বাঙ্গীন মানোন্নয়নে ইনডোর এবং আউটডোর Sports, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় গান, আবৃত্তি, বিতর্ক, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা ও কলেজের পত্রিকা প্রকাশ ও বাইরের শিল্পীদের নিয়ে একটি অনুষ্ঠান করা হোত।

কলেজ জীবনের বহু স্মৃতি আজও মনে পড়ে, তার কিছু যেমন আনন্দদায়ক আবার কিছু মনে করিয়ে দেয় দুঃসহ বেদনা। সেই সময় S.F.I এর ইউনিট সেক্রেটারি ছিল লক্ষ্মণ। আমারই সহপাঠী ওর B.A. পরীক্ষায় অ্যাডমিট কার্ড আসেনি তখন ওর সাথে আমরাও গিয়ে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি থেকে অ্যাডমিট কার্ড নিয়ে আসার ব্যবস্থা করেছিলাম। মতাদর্শের বিরোধীতা এখানে কোন অন্তরায় হয়নি। একবার নির্বাচনে S.F.I হেরে যাওয়ায় বহিরাগত লোক এনে আমাদের উপরে ওরা লাঠি, বল্লম, টাঙ্গী, প্রভৃতি নিয়ে আক্রমণ করেছিল। কলেজের মাটি আমাদের রক্তে রাঙা হয়ে গিয়েছিল। তখন অধ্যাপক সত্য পাল, শরৎ রায়, তারাপদ ঘোষ, দেবরঞ্জন চক্রবর্তী মহাশয়রা ও অন্য কয়েক জন আমাদের উদ্ধার করেন ও হাসপাতালে পাঠান। এছাড়াও চঞ্চলবাবু, প্রনবদা, শিবুদা সেই সময় আমাদের পাশে ছিলেন। তখন কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ছিলেন শ্রী পঞ্চানন পাঞ্জা মহাশয়, তিনি অভিভাবকের মতো আমাদের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তার এই নিরপেক্ষ ও শিক্ষকোচিত আচরণ আমাদের খুব ভালো লেগেছিল।

আরো মনে আছে একবার S.F.I সমর্থক কিছু প্রাক্তন ছাত্র অনৈতিকভাবে পুনরায় কলেজে ভর্তি হয়। উদ্দেশ্য একটাই, ছাত্র সংসদ দখল করা। তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ডঃ গৌরীপদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কেও তারা চূড়ান্ত অপমান ও হেনস্থা করেছিল আমি তখন আনুড় কলেজে বি.এড পড়ছি, খবর পাওয়া মাত্র আমি গড়বেতায় আসি ও নির্বাচন শেষ না হওয়া পর্যন্ত এখানেই থাকি। বলা বাহুল্য, ছাত্রপরিষদ সবকটি আসনে জয়ী

হয়েছিল। সেবার ছাত্র পরিষদ জয়ী হওয়ার থেকেও বেশি আনন্দ পেয়েছিলাম গৌরী বাবুর অপমানের যোগ্য জবাব দেওয়া গেছে বলে।

২০১১ সালে বাংলার রাজনৈতিক পালাবদল হল, মুখ্যমন্ত্রী হলেন জননেত্রী মমতা ব্যানার্জী, উন্নয়নের অংশ হিসাবে সর্বত্রই স্কুল কলেজ গুলি নব রূপে সজ্জিত হতে লাগলো। আমাদের কলেজেও উন্নতির ছোঁয়া লাগলো। এই সময় কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে যোগদান করলেন এই কলেজেরই প্রাক্তন ছাত্র ও এখানকার ভূমিপুত্র ডক্টর হরিপ্রসাদ সরকার মহাশয়। একই সময়ে আমি নির্বাচিত হলাম পরিচালন সমিতির সরকার মনোনীত সদস্য হিসাবে। নবনিযুক্ত অধ্যক্ষ মহাশয় অক্লান্তভাবে চেষ্টা করে বিভিন্ন সরকারি সাহায্য এনে নতুন নতুন শ্রেণিকক্ষ তৈরির কাজে ব্রতী হলেন। সহযোগী হিসাবে পেলেন অন্যান্য অধ্যাপক ও অধ্যাপিকাবৃন্দ, শিক্ষাকর্মী, ছাত্র-ছাত্রী ও পরিচালন সমিতির সদস্যদের। কলেজের রূপ বদল হতে লাগল দ্রুত হারে। শুধু বহিরঙ্গেই নয়, নতুন পাঠক্রম চালু করা ও শিক্ষার মান উন্নয়নে অধ্যক্ষ মহাশয় সকলকে নিয়ে সক্রিয় হলেন। যার ফলশ্রুতি আজকের গড়বেতা কলেজ। অসংখ্য বিষয়ে অনার্স পড়ানো তো হয়ই, এখন স্নাতকোত্তর স্তরেও পড়াশুনা হয়। শারীর শিক্ষার পাঠক্রম সাফল্যের সঙ্গে চলছে, এটা আমাদের অত্যন্ত গর্বের বিষয়।

আজ থেকে ৭৫ বছর আগে গোবিন্দ কুমার সিংহের নেতৃত্বে বঙ্কিম বিহারী মন্ডল, সন্তোষ কুমার রায়, অরবিন্দ সরকার, অমর ভট্টাচার্য, মঙ্গলাপ্রসাদ পান্ডে, বসন্ত কুমার সরকার এবং আরো অনেক শিক্ষাব্রতী এই অঞ্চলে উচ্চ শিক্ষার বিস্তারের জন্য যে চারা গাছটি রোপন করেছিলেন আজ তা পরিণত হয়েছে পত্র পুষ্পে শোভিত এক মহীরুহে। এইসব ঈশ্বরসদৃশ মহাত্মাদের চরণে আমার শত কোটি প্রণাম জানাই।

জন্মদাত্রী মা আমাদের জন্ম দিয়েছেন, আহার বস্ত্র দিয়ে আমাদের বড় করে তুলেছেন, তাঁর ঋণ অপরিশোধ্য। ঠিক তেমনই যে প্রতিষ্ঠান আমাদের শিক্ষা দিয়ে, বোধ বুদ্ধি দিয়ে, সমাজে মাথা উঁচু করে সসম্মানে বাঁচতে শেখার মন্ত্র দিয়েছে, তার ঋণও কোনদিন শোধ করা যায় না। আমার এই মাতৃসম গড়বেতা কলেজের প্রতি রইল অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা, বিনম্র প্রণাম ও হৃদয় নিঃসৃত কৃতজ্ঞতা।

= = o = =

> "এমন জীবনের ধারনা করো যেখানে সকলে, সমস্বার্থে, সমপ্রয়োজনে এবং পারস্পরিক সহায়তার কর্তব্যবোধে উদ্বুদ্ধ।"
>
> – ভগিনী নিবেদিতা

গড়বেতা কলেজের ৭৫ তম বর্ষ উদ্‌যাপনে বিনম্র শ্রদ্ধার্ঘ্য

অসীম সিংহ রায়
প্রাক্তন ছাত্র, গড়বেতা কলেজ
(বর্তমান গড়বেতা কলেজ পরিচালন সমিতির সরকার মনোনীত সদস্য)

দেখতে দেখতে সুদীর্ঘ ৭৫ বছরে পদার্পন করে এক ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে আজও স্বগর্বে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে হাজার হাজার যৌবনের স্বপ্ন কে বাস্তবায়িত করে চলেছে ঐতিহ্যমন্ডিত গড়বেতা কলেজ। অখন্ড মেদিনীপুর জেলার প্রত্যন্ত একটি ক্ষুদ্রজনপদে যে সময় এই মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল সেই সময়টা ছিল ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক মহালগ্ন। একাধারে প্রায় দুইশত বছরের পরাধীনতার শৃঙ্খলমোচন করে স্বাধীনতার আকাঙ্খিত আলোয় উদ্ভাসিত হচ্ছে ভারতবর্ষ। মুক্তি সূর্যের আলোক ছটায় নবপ্রানের স্পন্দনে স্পন্দিত হচ্ছে আসমুদ্র হিমালয়, জেগে উঠেছে নুতন শৃঙ্খলমুক্ত ভারতবর্ষ। সেই সন্ধিক্ষনে গড়বেতার অন্যতম প্রাণপুরুষ স্বাধীনতা সংগ্রামী গোবিন্দ সিংহ-র দুচোখ জুড়ে অন্য এক স্বপ্ন। সেই স্বপ্ন শিক্ষার স্বপ্ন, সেই স্বপ্ন বৈভবের স্বপ্ন, সেই স্বপ্ন চেতনার আলোয় উদ্ভাসিত করার বেদমন্ত্র। মূলত ওই কর্মপ্রাণ সুদূরপ্রসারী চিন্তাশীল বাস্তবিক সমাজ সচেতন মহাপুরুষটির প্রচেষ্টায় তৈরী হয় গড়বেতা কলেজ। ভূমি দান করেন আর এক স্বাধীনতা সংগ্রামী বসন্ত সরকার। শোনা যায় গড়বেতা কলেজ প্রতিষ্ঠার সময় অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন গড়বেতার মত জায়গায় কলেজ করা এবং তা চালানো সম্ভব হবে তো ? কিন্তু অফুরন্ত উৎসাহ ও কর্মশক্তি এবং অদম্য ইচ্ছাশক্তি নিয়ে গোবিন্দবাবুর সৃষ্টি গড়বেতা কলেজ আজ জেলার অন্যতম প্রাচীন উচ্চ শিক্ষার মন্দির। এই কলেজের প্রবলতম আর্থিক দুর্গতির দিনে পারিবারিক অলঙ্কার বিক্রয় করে এক সময় তিনি কলেজের অস্তিত্ব রক্ষা করেন। আজ যেখানে প্রায় প্রতি গ্রামে একাধিক গ্র্যাজুয়েটের অস্তিত্ব সম্ভব হয়েছে।

এই ঐতিহ্যময় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আমি এক সময় ছাত্র ছিলাম। সেই সময় গড়বেতা কলেজে উচ্চমাধ্যমিক পঠন পাঠন চালু ছিলো, আজ আর তার প্রয়োজন হয়না। কারণ বর্তমান রাজ্য সরকার বহু মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উচ্চমাধ্যমিক পঠন পাঠন চালু করেছেন। চার বছর ধরে আমি শিক্ষা মন্দিরে ছাত্র জীবন অতিবাহিত করেছি। আজ আমি গড়বেতা কলেজ পরিচালন সমিতির একজন সরকার মনোনীত সদস্য। এই সম্মান আমার কাছে পরম প্রাপ্তি। বিগত কয়েক বছর ধরে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একদিকে পরিকাঠামোর উন্নয়ন যেমন প্রশাসনিকভবন, ছাত্রদের জন্য নতুন হস্টেল, পানীয় জলের সুব্যবস্থা, গ্রন্থাগার সম্প্রসারণ এবং পুরানো বিল্ডিং -এর সংস্কার হয়েছে। অন্য দিকে বর্তমান মা মাটি মানুষের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় মমতা ব্যানার্জীর উদ্যোগে গড়বেতা কলেজে এখন গণিত, বাংলা, ইতিহাস, প্রানীবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে স্নাতকোত্তর (মাস্টার ডিগ্রী) কোর্স চালু হয়েছে। আদিবাসী ছাত্র ছাত্রীদের সুবিধার্থে সাঁওতালী ভাষায় অনার্স, বি.সি.এ. কোর্স চালু, শারীরবিদ্যা অনার্স পুনর্বার চালু হয়েছে।

২০১৪ সাল ছিল গড়বেতা কলেজের গৌরবময় বছর। তৎকালীন কলেজ পরিচালন সমিতির সভাপতি ডাঃ গোলোক বিহারী মাজী মহাশয়ের সুযোগ্য নেতৃত্বে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ডঃ মন্টু কুমার দাস, NAAC কমিটির কো-অর্ডিনেটর অধ্যাপক আল আরিফ মোল্লা, IQAC র কো-অর্ডিনেটর অধ্যাপক সুশীল কুমার বেরা মহাশয় এবং কলেজের সমস্ত অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, সকল শিক্ষাকর্মী এবং সকল ছাত্র ছাত্রীদের সহযোগিতায় গড়বেতা কলেজ প্রথমবার NAAC র মূল্যায়নের স্বীকৃতি (B.Grade) পেয়েছিল।

গড়বেতা কলেজের কলেজ পরিচালন সমিতির বর্তমান সভাপতি শ্রীমতি উত্তরা সিংহ হাজরা (গড়বেতার বিধায়ক, সভাধিপতি, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা পরিষদ) -এর সুযোগ্য নেতৃত্বে গড়বেতা কলেজে

নানাবিধ উন্নয়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে, যেমন ৭৫ বছরের স্মারক বিল্ডিং, পুরানো বেশ কিছু বিল্ডিং এর সংস্কার, টয়লেট ব্লক, রাস্তা সহ বহুমুখী পরিকাঠামো উন্নয়ন। এছাড়া ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার্থে বিভিন্ন ফিজ্ কমানো হয়েছে।

মহাবিদ্যালয়ের ৭৫ তম বর্ষে পদার্পন এবং একই সাথে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার প্লাটিনাম জয়ন্তীতে শুধু একটুকই প্রার্থনা-আজ সমাজ জুড়ে যে অবক্ষয়, ধর্ম বিভেদের যে বিষাক্ত বাতাস বইছে আগামী তরুণ প্রজন্মকে এ বিষয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।

আমাদের ভারতবর্ষের মাটিতে দাঁড়িয়েই তো কবি নজরুল ইসলাম উদাত্ত কণ্ঠে বলতে পেরেছিলেন -

"হিন্দু না ওরা মুসলিম ওই জিজ্ঞাসে কোন জন ?
কান্ডারী বলো ডুবিছে মানুষ
সন্তান মোর মা-র"

না কোন বিভেদ নয়। ভারতের মূল মন্ত্র ঐক্য, বিশ্বাস, অন্যের ধর্মের প্রতি সম্মান এবং সর্বধর্ম সহাবস্থান। এই বিশ্বাসে অবিচল থাকুক আমাদের কলেজের প্রিয় ছাত্রছাত্রী বৃন্দ। তাদের কণ্ঠেও সমস্বরে উচ্চারিত হোক -

"অন্ন চাই, প্রাণ চাই
চাই মুক্ত বায়ু
চাই স্বাস্থ্য, চাই বল
আনন্দ উজ্জ্বল পরমায়ূ
সাহস বিস্তৃত বক্ষপট"

৭৫ বছর উদ্‌যাপনে আমাদের চিন্তাভাবনা আরও প্রসারিত হোক। কলেজের শিক্ষা, পরিকাঠামো পরিষেবা, পরিবেশ নীতি-আদর্শ যেন হয়ে ওঠে শিক্ষা ও সংস্কৃতির উপযোগী। পরিশেষে কবির ভাষায় বলি -

"হেথায় আর্য্য, হেথা অনার্য্য, হেথায় দ্রাবিড় চিন
শক হূনদল পাঠান মোঘল
এক দেহে হলো লীন"

এই সহনশীল মিশ্র সংস্কৃতির মেলবন্ধনই হোক আমাদের পথের পাথেয়, জীবনের আলোকবর্তিকা। কলেজের ছাত্র ছাত্রী, অধ্যাপক অধ্যাপিকা, পরিচালন সমিতির সদস্য এবং শুভাকাঙ্ক্ষী সবাইকে যথাযোগ্য স্থানে জানাই শ্রদ্ধা, শুভেচ্ছা ও ভালবাসা।

= = o = =

"মন যত পবিত্র হবে তার নিয়ন্ত্রন তত সহজ হবে। যদি তুমি মনকে নিয়ন্ত্রনে আনতে চাও, তবে তোমার মনকে অবশ্যই পবিত্র করতে হবে।"

– স্বামী বিবেকানন্দ

আমার কলেজ কথা

ললিতমোহন সামন্ত
অবসরপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক, গড়বেতা কলেজ

আমার বর্তমান শারীরিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ভগবান পরমেশ্বরের কৃপায় আজ এই স্মৃতিচারণ করতে পারছি। প্রথমেই প্রণাম জানাই গড়বেতার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সর্বমঙ্গলা মাতাকে। কলেজের হীরক-জয়ন্তী বর্ষ উদ্‌যাপনের শুভ লগ্নে প্রণাম জানাই প্রতিষ্ঠাতা স্বাধীনতা সংগ্রামী প্রয়াতঃ গোবিন্দ কুমার সিংহ এবং তাঁর তৎকালীন সহকর্মীদের, যাঁদের প্রচেষ্টায় তৎকালীন অত্যন্ত পশ্চাৎপদ রাঢ় -বঙ্গ সংলগ্ন এই এলাকায় উচ্চশিক্ষার সিংহদুয়ারটি খুলে গিয়েছিল। কাছাকাছি বলতে ছিল অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার মেদিনীপুর কলেজ আর বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরে সদ্য-প্রতিষ্ঠিত রামানন্দ কলেজ।

১৯৪২ সালের ২১ শে এপ্রিল সকাল সাড়ে এগারটা নাগাদ একটি ছোট বিছানা ও একটি ব্যাগ নিয়ে কলেজে পৌঁছাই। তখন ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ পদে কলেজে ছিলেন অর্থনীতির অধ্যাপক পঞ্চানন পাঞ্জা। সেই আমার দ্বিতীয় বার আগমন গড়বেতায়, প্রথমবার অবশ্যই ইন্টারভিউ দিতে, সেদিন ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ পদে ছিলেন গনিত বিভাগের অধ্যাপক হরেকৃষ্ণ ভক্তা। তার আগে গড়বেতা নামটাই কেবল শুনেছিলাম। অধ্যক্ষ মহাশয়ের কাছে কলেজের প্রথম গ্রন্থাগারিক হিসাবে যোগ দেওয়ার পর গেলাম এখনকার নজরুল ভবনের ১০ নং ঘরে। ওই ঘরেই তখন অবস্থিত ছিল গ্রন্থাগার। আলাপ হল সুকুমার বাগচী (সহকারী গ্রন্থাগারিক), প্রদীপ আচার্য্য (লাইব্রেরী ক্লার্ক), জগন্নাথ মহন্ত (লাইব্রেরী এ্যাটেনডেন্ট) -র সঙ্গে। পরে যোগ দেন বংশীবদন সাহা (লাইব্রেরী এ্যাটেনডেন্ট) এবং সীতারাম রায় (লাইব্রেরী এ্যাটেনডেন্ট) যাকে অবশ্য কিছুদিন পরেই কলেজ ছেড়ে দিতে হয়। তখন উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা চলছিল, তাই বিশেষ আর কারোর সাথে আলাপ হয়নি। আমার থাকার ব্যবস্থা হল কলেজ ছাত্রাবাসের গেস্ট হাউসের একটি ঘরে। বলতে দ্বিধা নেই, কয়েকদিনের মধ্যেই সবাই আমাকে আপন করে নিয়েছিলেন। তবে গড়বেতা আর আমলাগোড়ার ঠিক মাঝখানে ধূ-ধূ ডাঙায় অবস্থিত কলেজের বিল্ডিং, অফিস ইত্যাদি দেখে মন যে খারাপ হয় নি তা নয়, কারণ আমার দেখা স্কুল বা কলেজের তুলনায় যা ছিল অনেক ছোট। আজকের তুলনায় বলতে গেলে কিছুই ছিল না, থাকার মধ্যে ছিল এখনকার নজরুল ভবনের লম্বা একতলা বাড়ী, রসায়ন ও জীববিদ্যা বিভাগের ঘর, পদার্থবিদ্যা বিভাগের পুরনো ঘর, যার উত্তর অংশে পদার্থ বিদ্যা বিভাগ, দক্ষিণ অংশে ছোট স্টাফ রুম, অধ্যক্ষ মহাশয়ের ছোট ঘর বা চেম্বার আর ততোধিক ছোট অফিস ঘর। রসায়ন এবং পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের মাঝে বড় হল ঘর যার মাথায় লেখা কলেজের লোগো সমেত গড়বেতা কলেজ (এখন সম্ভবতঃ গোবিন্দ প্রসাদ মঞ্চ) আর ছিল বিলাসদার (বিলাসচন্দ্র পাল) একচিলতে ক্যানটিন। মাঠ একটা ছিল বটে, তবে তা ছিল একেবারেই ন্যাড়া। প্রবেশ পথ আর মাঠের মাঝে বিনোবা ভাবে মঞ্চ সহ এখনকার মহীরুহগুলি তখন সবে ডালপালা মেলতে শুরু করেছে। ছাত্রাবসের পূর্বে সেগুন বাগানের গাছগুলি সবে বড় হচ্ছে এবং অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন নেতাজী ও বিদ্যাসাগর মশাই।

তবে এই নেই রাজ্যের মাঝখানে ছিল কর্ম্মীদের মধ্যে একনিষ্ঠতা, আন্তরিকতা এবং সহমর্মিতা। কলেজ চলত প্রায় স্কুলের মতোই। সকাল দশটায় শুরু হয়ে সাড়ে চারটা পর্য্যন্ত ক্লাস হত রমরমিয়ে, ছাত্রছাত্রীদের প্রায় কেউই ক্লাস ফাঁকি দিত না। ছাত্রছাত্রীরা পাঠকক্ষের (যেটুকু ছিল) ব্যবহার এবং বাড়ীতে বই লেনদেন করত অনেকেই। আমার যোগ দেওয়ার পরও বেশ কয়েক বছর গ্রীষ্মকালে মর্নিং কলেজ হতেও দেখেছি। যোগ দেওয়ার বছর খানেক পরে পাশের ৯ নং রুমটি নিয়ে কিছুটা অংশে আমার বসার ব্যবস্থা আর বাকী অংশে প্রথম পাঠকক্ষ চালু করলাম। তার আগে সবাই এক টেবিলেই বসতাম। তখন স্নাতক স্তরে বারোটি বিষয় পড়ানো হত, তন্মধ্যে

সাম্মানিক বিভাগ ছিল কেবল অঙ্ক আর ইতিহাস বিষয়ে। আর বিষয়গুলিতে কেবল পাশ কোর্সই পড়ানো হত, ছিল উচ্চ মাধ্যমিক বিভাগ কয়েক বছর পরে সরকারী নীতি অনুসারেই তা উঠে যায়। বইএর সংখ্যা ছিল দশ হাজারের কিছু বেশী। প্রায় বত্রিশ বছর পর অবসরকালে বেড়ে হয়েছিল পঁয়ত্রিশ হাজারেরও বেশী। ইতিহাস ও গনিত বিষয়ে ছিল ঈর্ষনীয় সংগ্রহ। ইংরাজী এবং বাংলাতেও বইয়ের সংখ্যা ছিল ভালই, গুণগত মানেও। এটি সম্ভবতঃ হয়েছিল প্রথম দিকের অধ্যক্ষ ইংরাজীর অধ্যাপক বিপুল দেব চৌধুরীর কারণে। সময়ের সাথে বইয়ের সংখ্যা বাড়তে থাকার কারনে ১৯৮৭ সালে গ্রন্থাগার স্থানান্তরিত হল নজরুল ভবনের একেবারে পূর্বে সতের নম্বর ঘরে। কিছুটা জায়গা বাড়ায় আলমারীগুলিকে সাজিয়ে গুছিয়ে নেওয়া হল। এই ঘরেরই একেবারে পশ্চিম অংশে আলমারী ঘিরে ছাত্রছাত্রীদের জন্য তৈরী হল পাঠকক্ষ। দৈনন্দিন এবং বাড়ীতে বই লেনদেনের জন্য করা হল আলাদা কাউন্টার। ঐ ঘরেরই একেবারে পূর্বদিকে একটি অংশে আমরা বসতাম। কলেজ বিল্ডিং এর সম্প্রসারণের কাজ প্রথম শুরু হয় এখনকার পাঠকক্ষ দিয়ে, তখন অবশ্য তা ছিল ছাত্রদের কমনরুম। পরে রবীন্দ্র ভবনের একতলা তৈরী হলে দক্ষিণাংশে জীববিদ্যা বিভাগ চলে আসে। উত্তরাংশের অর্ধেক নিয়ে আবার স্থানান্তরিত হয় গ্রন্থাগার। পরে রবীন্দ্র ভবন দোতলা হলে জীববিদ্যা বিভাগ চলে যায় দোতলায় আর পুরো একতলা নিয়ে সম্প্রসারিত হল গ্রন্থাগার। ২০১৪ সালে ন্যাক টিমের পরিদর্শনের আগে গ্রন্থাগারের সঙ্গে এখনকার পাঠকক্ষ যোগ হয়।

ততদিনে অর্থাৎ ১৯৯৭ সালে রায়গঞ্জ ইউনিভার্সিটি কলেজ থেকে আমাদের কলেজে অধ্যক্ষ হয়ে এলেন উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক রঞ্জিত কুমার চৌধুরী। আমিও জীবনে প্রথম ঐ কলেজেই এফআইপি স্কীমে তিন বছরের জন্য রসায়নের অধ্যাপক হিসাবে ১৯৭৮ সালে যোগ দিয়েছিলাম। এর অনেক আগে সম্ভবতঃ ১৯৮৩ সালের শেষের দিকে অধ্যক্ষ হয়ে এসেছিলেন ঐ কলেজেরই অগ্রজ এবং বন্ধুস্থানীয় দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক ড.সুনীল সরকার। কিন্তু তিনি তিন মাস পরেই কলেজ ছেড়ে চলে যান পুরনো জায়গায়। ১৯৮৪ সালে অধ্যক্ষ হয়ে এলেন ছোটখাটো চেহারার চন্দ্রকোনা রোড নিবাসী কলকাতার চারুচন্দ্র কলেজের উদ্ভিদবিদ্যার অধ্যাপক ড. জীতেন্দ্রনাথ দে। কিন্তু তিনিও দু বছরের মধ্যে কলেজ ত্যাগ করেন। কিছু দিন পর অধ্যক্ষ হলেন গড়বেতাবাসী, কলেজরেই ইতিহাসের অধ্যাপক স্বপন বাগচী। বেশ কয়েক বছর সফল ভাবে কলেজ চালালেও আমার অজানা কোনও কারনে খড়গপুর কলেজের অধ্যক্ষ হয়ে সেই যে গেলেন আর গড়বেতাতেই ফেরেন নি। এর পরে মোটামুটি দু বছরের জন্য ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হয়েছিলেন কলেজের ইংরাজীর অধ্যাপক শৈলজাপ্রসন্ন মজুমদার। তারপরই রঞ্জিত বাবু অধ্যক্ষ হয়ে এসে ২০১৩ সালের অক্টোবর মাসে অবসর নেন। আমি মনে করি এই সময় তাঁর এবং শৈলজাবাবুর যুগলবন্দীতে কলেজের প্রভূত উন্নতি হয়। কলেজ ছাত্রদের ইউনিফর্ম, যা এখানে পশ্চিমবঙ্গের খুব কম কলেজেই আছে, তাঁর আমলেই চালু হয়। কলেজে ছাত্র-ছাত্রীদের মোবাইল ফোন ব্যবহারের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন তিনি। বিভিন্ন ভবনের নামকরণ তাঁর সময়ই হয়েছিল। তাঁর অবসরের পর ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হলেন পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক ড. মন্টুকুমার দাস,যিনি পরে গোয়ালতোড় সাঁওতাল বিদ্রোহ সার্ধশত মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ হয়ে এখন ঘাটাল রবীন্দ্র শতবার্ষিকী মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ পদে আসীন। তাই আমার কার্যকালে অনেক ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ও অধ্যক্ষের অধীনেই কাজ করেছি, এবং প্রত্যেকেরই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেছি।

শিক্ষাকর্মীগণের মধ্যে নাম করি প্রথম নৈশপ্রহরী জ্ঞান বাহদুর, একাই এই পান্ডববর্জিত একেবারে ফাঁকা জায়গায় আক্ষরিক অর্থেই সারারাত ধরে কলেজের অফিস থেকে নজরুল ভবনের শেষ পূর্ব প্রান্ত অবধি টহল দিতেন। হস্টেলে থাকার সময় আমি নিজে একদিন রাত বারোটায় তাঁর সঙ্গে কথা বলেছি। মনের মুকুরে উজ্জ্বল প্রধান করনিক দশাসই চেহারার যুগলকিশোর সিংহ (এর থেকে অনুমান করা যায় তাঁর বাবা গোবিন্দবাবুর

চেহারার)। আসতেন একটু দেরী করে এগারটা নাগাদ কিন্তু ফেরার কোন ঠিক থাকত না, প্রায়ই রাত আটটা নটা বা তারও বেশী। সে সময় তাঁর হাত থেকেই নগদে মাইনে নিতে হত সবাইকে, অনুযোগ ছিল, বেছে বেছে আগে অধ্যাপকদের ভাল ভাল নোট দিতেন। ব্যাঙ্কে মাইনে দেওয়ার ব্যবস্থা চালু হল অনেক পর, ১৯৯৫ সাল নাগাদ। সঙ্গে থাকতেন অদ্ভুত স্বভাবের হরিপদ কামিল্যা, অধুনা পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নন্দীগ্রামের হরিপুর গ্রামের বাসিন্দা, কারণ বাড়ি গেলে আর আসেতন না, এলে আর যেতেন না। অনেক সময় লোক পাঠিয়ে ডেকে আনতে হত, আমি নিজেও গিয়েছি একবার। ছিলেন এক মেব্যাদ্বিতীয়ম তারিণীপ্রসাদ সাহা (জীববিদ্যা বিভাগের শ্যামল সাহা তাঁরই ছোট ছেলে), যাঁকে আমি কোনওদিন চেয়ারে বসতে দেখিনি, মেঝেতেই বসতে অভ্যস্ত ছিলেন। কিন্তু সবাই তাঁকে ভাইস প্রিন্সিপাল বলে জানতেন কারণ তখনকার কলেজের সব খবরই থাকত তাঁর নখদর্পণে। পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের নন্দনলাল মল্লিক, অনিল মন্ডল, পরবর্তীকালের রামরঞ্জন দাস, প্রথম মহিলা কর্ম্মী মঞ্জু জানা (কলেজেরই অর্থনীতির অধ্যাপক আশ্বিনী জানা, যাঁর প্রয়াণের ফলে তিনি যোগ দেন), পরেশদা, পরেশনাথ সিংহ। ছিলেন সর্বদাই হাসিখুশি স্বভাবের বলাইদা, রসায়ন বিভাগের বলাইচরণ চক্রবর্তী, বন্ধুবর সুলেখক, খবরের কাগজ এবং রেডিওতে নিয়মিত পত্রলেখক দিলীপ কুমার চন্দ্র, একমাত্র যাঁর সঙ্গে এখনো নিয়মিত যোগাযোগ আছে। মনে পড়ে চন্দ্রশেখর সিংহ মহাশয়কেও। ভুলতে পারি না জীববিদ্যা বিভাগে প্রথমে যোগ দেওয়া অসম্ভব বিনয়ী, মিতভাষী বৈদ্যনাথ সরেনকে, যনি পরে গড়বেতা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিও হয়েছিলেন। ভুলব না এই বিভাগেরই চন্দ্রকোনা রোড নিবাসী নিপাট ভদ্রলোক সমরেশ চন্দ্র সিংহকে। অফিস কর্ম্মী হিসাবে যোগ দিলেও বন্ধুবর, স্নেহভাজন স্বপন রজক পরে গ্রন্থাগারেই কাজ করেছেন শেষ দিন পর্যন্ত। ছিলেন আমলাগোড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানও। যুগলবাবুর পরে ক্যাজুয়েল কর্ম্মী থেকে প্রধান করণিক হয়ে ওঠা শ্যামাপদ ঘোষের মত চৌকস কর্ম্মী খুব কম কলেজেই পাওয়া যাবে, যে প্রথমে টাইপ রাইটারের কাজ করতে অভ্যস্ত ছিল, আমারই উৎসাহে পরবর্তীকালে কম্পিউটারের কাজে বেশ দক্ষ হয়ে উঠে। ছিলেন গুনধর নন্দীবাবুও। আসলে লিখতে গিয়ে সবাই এর কথা একে একে মনের আয়নায় প্রতিফলিত হচ্ছে।

সময়ের নিয়মেই বড় থেকে আরো বড় হচ্ছে কলেজ। ১৯৭২ সালে রজত-জয়ন্তী বর্ষের অনুষ্ঠান দেখেছি। সেবারও কিন্তু খুব বড় অনুষ্ঠান হয় নি। এবার হীরক-জয়ন্ত বর্ষে সূচনা লগ্নের অনুষ্ঠান সেই ইঙ্গিতবাহী এবং সারা বছর ধরে আরো নানান অনুষ্ঠান সে অভাব পূরণ করবে আশা করি। আগামী দিনে আমরা কেউই থাকব না, কিন্তু বেড়েই চলবে আমাদের কলেজ, কলেজের লোগোতে দেওয়া প্রদীপটির মতো জ্ঞানরূপ শিখা, জ্বলতে থাকবে অনাগত বহু বহু দিন।

অবসরের দিন প্রতিষ্ঠাতা গোবিন্দকুমার সিংহের আবক্ষ মূর্তিতে সপরিবারে মালা দিয়ে তাঁকে প্রণাম জানাতে পেরেছি, কলেজ কর্তৃপক্ষের বদান্যতায় অবসরের পর এক মাস কাজ করে ২০১৪ সালের মার্চ মাসে ন্যাক পরিদর্শনের কাজে সাহায্য করতে পেরেছি, এটি আমার কাছে উপরি পাওনা। একবার কলেজ সহ গ্রন্থাগার পরিদর্শন কালে তদানীন্তন উপাচার্য অধ্যাপক আনন্দদেব মুখোপাধ্যায়ের সৌজন্যে অভিভুত হয়েছি। আমার কার্যকালে এই প্রতিষ্ঠানকে কতটুকু সেবা দিতে পেরেছি তা তো নিজে বলতে পারব না, সহকর্মী এবং প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীরা সে বিচার করবেন, তবে কলেজ আমার রুটি রুজি দিয়েছে, এমন কি আজ পর্যন্তও আমার এই ভয়ঙ্কর মারণ ব্যাধির চিকিৎসা চলছে প্রধানতঃ পেনশনেরই টাকায়। কিছু কিছু প্রাক্তন ছাত্রের গ্রন্থাগার ভালোলাগার কথা জেনেছি, অনেকের সাথে এখনও যোগাযোগ আছে। আমার সমবয়সী এক প্রাক্তনী চন্দ্রকোনা রোডের দিল্লী প্রবাসী সুলেখক, প্রকাশক ও একটি পত্রিকা সম্পাদক গোপালচন্দ্র পালের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছিল, আমন্ত্রণ পেয়ে তার দ্বারকার বাড়ীতে থেকেছিও কয়েকবার। ছাত্রছাত্রীদের গ্রন্থাগার ব্যবহার ও বাড়ীতে বই নেওয়ার আগ্রহ আমাকে অবাক করেছে। সুখের কথা, মোবাইল-পূর্ব আর টিউশন অনভ্যস্ততার সেই সময়ে বই

পড়াই ছিল একমাত্র পথ আর সেজন্য কলেজে অন্যান্যদের মত আমিও গ্রন্থাগার থেকে ব্যক্তিগতভাবে বই পড়তে দিয়ে সাহায্য করেছি অনেককেই। আর একটি কথা, প্রধানতঃ আমার ব্যবস্থাপনায় এবং বন্ধুবর তমলুকবাসী লেখক ও প্রাবন্ধিক ড.কমলকুমার কুণ্ডুর উদ্যোগে দূরদর্শনে ১৯৮৭ সালে তৎকালীন 'নিকট দূর' অনুষ্ঠানে প্রনবেশ সেন-এর প্রয়োজনায় গনগনি, কৃষ্ণরায় মন্দির, কলেজ সহ প্রথমবার গড়বেতাকে দেখানো হয় যেখানে গৌরীবাবু ভাষ্যপাঠ করেছিলেন, কলেজের কথা বলেছিলেন যুগলবাবু।

দীর্ঘ কার্যকালে দুঃখজনক ঘটনাও যে নেই তা নয়। ১৯৮৪ সালে, তখন তো গড়বেতায় প্রায় নতুন, দু-দল ছাত্রের মধ্যে মারামারির ফলে কিছুদিনের জন্য কলেজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার ঘটনা মনে বেশ দাগ কেটেছিল। আমার কার্যকালের শেষ দিকে একদিন ছাত্ররা কলেজের অধ্যক্ষ সহ সকলকেই রাত্রি নয়টা পর্যন্ত আটকে রাখে, সেদিন বাড়ী ফিরেছিলাম রাত্রি দেড়টায়, অবশ্য পরদিন যথাসময়ে কলেজে এসেছিলাম।

বিভিন্ন কারনে গ্রন্থাগারকে ঠিকমত কম্পিউটার-ব্যবহার সমৃদ্ধ না করে অবসর নিয়েছি। এই ব্যর্থতার দায়ও অনেকটাই আমার। কলেজ থেকে বন্ধুস্থানীয়, অগ্রজ, দর্শনের খ্যাতিমান অধ্যাপক সত্য পালের বরখাস্ত হওয়ার ঘটনা এখনো মনকে নাড়া দেয়।

তবে কথায় আছে, সব ভাল তার শেষ ভাল যার, তাই তো বলতে পারি কলেজের সকল কর্মচারী, অধ্যক্ষ থেকে নৈশপ্রহরী, সর্বোপরি গড়বেতাবাসী বন্ধুগণের অফুরন্ত ভালোবাসা, স্নেহ, আশ্রয়, প্রশ্রয়, সান্নিধ্য সহযোগিতা পেয়েছি যা আমার জীবনে অমূল্য স্মৃতির ভান্ডার হয়ে আছে। কারও প্রতি খারাপ ব্যবহার করে থাকলে এই অন্তিম সুযোগে আরো একবার মার্জনা চেয়ে নিচ্ছি। আমার কথাটা ফুরোলো, নটে গাছটি মুড়োলো।

== o = =

"ওঠো, জাগো এবং লক্ষ্যে না পৌঁছানো পর্যন্ত থেমো না।"
– স্বামী বিবেকানন্দ

গড়বেতা কলেজ- কিছু আবেগ ও কিছু আশা

শ্যামল কুমার মহাপাত্র
প্রাক্তন ছাত্র, ভাইস প্রেসিডেন্ট, অ্যালুম্নি অ্যাসোসিয়েশন, গড়বেতা কলেজ ও প্রবীন আইনজীবী

গড়বেতা কলেজের ৭৫ তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে স্মৃতি রোমন্থন করার সুযোগ পেয়ে কলেজ কর্তৃপক্ষ তথা অধ্যক্ষ মহাশয়ের নিকট আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

গড়বেতা কলেজের আমি একজন প্রাক্তন ছাত্র। এই পরিচয় আমাকে অনেক মর্যাদা দিয়েছে। আমার অত্যন্ত সৌভাগ্য যে কলেজ থেকে পাশ করে বেরিয়ে যাওয়ার পরেও কলেজের সঙ্গে সম্পর্ক আমার শেষ হয়নি। গড়বেতা কলেজ থেকে পাশ করে বিশ্ববিদ্যালয় ও ল'কলেজের পাট শেষ করে ৪৩-৪৪ বৎসর যাবত আমি আমার প্রিয় শহর গড়বেতায় অবস্থিত দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতে আইনজীবী স্বরূপে কর্মরত আছি।

কলেজে পড়ার সময় অনেক স্মৃতি মনে পড়ছে। আবার স্মৃতি রোমন্থন করতে যেয়ে ইতিমধ্যে অনেক অধ্যাপক, বন্ধু ও ভ্রাতৃ প্রতিম শিক্ষাকর্মীদের আমরা হারিয়েছি। তাঁদের প্রত্যেকের আত্মার শান্তি কামনা করি।

২০০৪ সাল থেকে আমার গড়বেতা কলেজের সঙ্গে পুনরায় যোগাযোগ হয়। অবশ্য তার আগে শ্রদ্ধেয় স্বপন কুমর বাগচী মহাশয় অধ্যক্ষ থাকা কালে বিশেষ প্রয়োজনে আমাকে আংশিক সময়ের শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ করা হয়। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ আদালতের কাজের সঙ্গে সময় Adjust করতে না পারার কারনে আমি যোগদান করতে পারিনি। সেকারনেই ২০০৪ সাল থেকে আজ পর্যন্ত গড়বেতা কলেজের যে কোন প্রয়োজনে আমি সাধ্যমত আন্তরিক ভাবে সময় দেওয়ার চেষ্টা করেছি।

গড়বেতা কলেজ এখন অনেক সমৃদ্ধ। অনেকগুলি বিষয়ে অনার্স কোর্স চালু আছে। ২০০৪-২০০৫ সালে B.P.Ed Course চালু হয়। তৎকালীণ Young Generation প্রচণ্ড খুশি হয়ে ঐ কোর্সে অংশগ্রহণ করে। কিন্তু সমস্ত নিয়ম কানুন জানা না থাকায় ২০০৪-২০০৫ এবং ২০০৫-২০০৬ সালের দুইটি Batch এর ছাত্র ছাত্রীরা পাশ করার পর আমরা প্রচন্ড অসুবিধার সম্মুখীন হই। N.C.T.E. -এর নিকট অনুমোদন না নেওয়ার কারনে কলেজে B.P.Ed Course বন্ধ করে দেওয়া হয়। সেই সময় তৎকালীন অধ্যক্ষ মাননীয় শ্রী রঞ্জিত কুমার চৌধুরী মহাশয়ের অনুরোধে N.C.T.E. কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন চাহিদা মেটানোর ক্ষেত্রে আইনসংগত কাজগুলি আমি দ্রুত করার চেষ্টা করেছি। সেই সময় দুশ্চিন্তা ছিল যে দুটি ব্যাচ এর ছাত্রছাত্রীরা N.C.T.E. কর্তৃপক্ষের অনুমোদন পাবে কি না। এই ব্যাপারে তৎকালীন B.P.Ed ও Physical Education Department এর বিভাগীয় প্রধান ড. কৃষ্ণেন্দু প্রধান মহাশয়ের এবং সর্বোপরি তৎকালীন অধ্যক্ষ মাননীয় রঞ্জিত কুমর চৌধুরী মহাশয়ের ভূমিকা, প্রচেষ্টা ও Activity অত্যন্ত প্রশংসনীয়। ঐ ধরনের দুর্দান্ত চেষ্টার জন্য আমাদের কলেজের অনুমোদন N.C.T.E Retrospective effect দেওয়ায় আমাদের সবার চেষ্টা ব্যর্থ হয়নি, আমরা সাফল্য পেয়েছি।

শ্রী রঞ্জিত কুমর চৌধুরী মহাশয় অধ্যক্ষ থাকা কালীন প্রাক্তনীদের একটি কমিটি গঠন করা হয়। আমিও ঐ কমিটির সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। কিন্তু স্বীকার করতে কোন দ্বিধা নেই যে, আমরা সেভাবে সকলের কাছে পৌঁছাতে পারিনি।

আমরা সবাই মিলে একটি শক্তিশালী "প্রাক্তনী" কমিটি গড়ে তুলে গড়বেতা কলেজের উন্নয়নের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা যাতে গ্রহণ করতে পারি, তার জন্য সকলকে সচেষ্ট হওয়ার জন্য অনুরোধ জানাই।

শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি গড়বেতা কলেজের প্রতিষ্টাতা প্রয়াত গোবিন্দ কুমার সিংহ মহাশয়ের অসাধারণ প্রচেষ্টার কথা। ভুমিদাতা প্রয়াত বসন্ত কুমার সরকার মহাশয় তৎকালীন ১২ একরের বেশী জমি কলেজ কে দান

করেন। গোবিন্দ কুমার সিংহ মহাশয়ের সঙ্গে গড়বেতা এলাকার ও পাশাপাশি এলাকার বেশ কয়েকজন প্রভাবশালী ব্যক্তি গড়বেতা কলেজ নির্মাণের জন্য একযোগে প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন, তাঁদের কথা প্রণত চিত্তে স্মরণ করি।

এই বৎসর আমাদের কলেজের ৭৫ বৎসর প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন শুরু হচ্ছে। সেই সঙ্গে আমাদের ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ৭৫ বৎসর পূর্তি উদ্‌যাপন সারা দেশে সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

ভারত বর্ষের স্বাধীনতার জন্য যারা শহীদ হয়েছেন তাঁদেরকে প্রণাম জানাই। গড়বেতা এলাকাতে তৎকালীন কিছু সাহসী দামাল ছেলে স্বাধীনতা আন্দোলনে সক্রিয় ভাবে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা নিজের পরিবারে কথা না ভেবে সমস্ত রকম ঝুঁকি নিয়ে স্বাধীনতা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। কারাবাস সহ বিভিন্ন অত্যাচারের মুখে তাঁরা সহাস্যে নিজ কর্তব্য পালন করেন। তাঁদেরকে প্রণাম জানাই এবং তাঁদের ভূমিকা সব সময় অনুকরণযোগ্য বলে আমি মনে করি।

গড়বেতা কলেজের নিকটেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক স্থান অবস্থিত যাহা মহকুমার ডাঙ্গা স্বরূপে খ্যাত। ইংরাজি ১৮৭৬ সাল পর্যন্ত গড়বেতা মহকুমার শহর ছিল এবং ঘাটাল গড়বেতা মহকুমার অধীন ছিল। পরবর্তী কালে ঘাটাল পৃথক মহকুমার হয় এবং আশ্চর্যজনক ভাবে গড়বেতা মহকুমার অবলুপ্তি ঘটে। তারপর বহু সময় বছর কেটে গেছে। সমস্ত রকম পরিকাঠামো থাকা সত্ত্বেও গড়বেতা চিরদিন অবহেলিত থেকে গেল। পৃথক Sub-division হওয়ার পূর্ণ যোগ্যতা থাকা স্বত্ত্বেও এবং গড়বেতা শহর Sub-divisional Head Quarter এর উপযোগী হওয়া স্বত্ত্বেও ৭৫ বৎসর স্বাধীনতা পূর্তি কালে গড়বেতার মানুষের "গড়বেতা মহকুমা গঠনের" দাবী আমরা যেন আমাদের রাজ্যের প্রিয় মুখ্যমন্ত্রীর নিকট পৌঁছে দিতে পারি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যিনি "Justice at the Door" এবং Administration Facility at the Door" নীতিতে বিশ্বাসী এবং রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের জেলায় প্রশাসনিক বৈঠক, যিনি নিজে উপস্থিত থেকে রাজ্যের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করেন, তাঁর কাছে গড়বেতার মানুষ সুবিচার পাবেন।

পরিশেষে বর্তমান অধ্যক্ষ ড. হরিপ্রসাদ সরকার মহাশয়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ও কলেজের পরিচালন সমিতির উদ্যোগে এবং প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্র ছাত্রীদের সহযোগিতায় ও কলেজের শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক অধ্যাপিকা ও শিক্ষা কর্মীদের নিরলস প্রচেষ্টায় আমাদের "গড়বেতা কলেজ" এর আরও শ্রীবৃদ্ধি হোক ও সময়োপযোগী আরও নূতন Course চালু হোক এবং শিক্ষা সংস্কৃতি ক্রীড়া ও নিয়মানুবর্তিতায় "গড়বেতা কলেজ" পথ প্রদর্শক হয়ে উঠুক এই কামনা করে এবং প্রত্যেক কে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা, শুভেচ্ছা ও নমস্কার জানিয়ে সর্বোতভাবে ৭৫ বৎসর প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানের সার্বিক সাফল্য কামনা করি। জয়হিন্দ ....

(সূত্রঃ West Bengal District Gazetteers, Govt. of West Bengal, 1955 - Midnapore portion এবং সংসদ পরিচিত, পঃবঃ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ-২০[illegible], সেপ্টেম্বর)

= = o = =

অনন্তের বাণী তুমি, বসন্তের মাধুরী উৎসব

দিলীপ কুমার চন্দ্র
প্রাক্তন ছাত্র (১৯৭২-১৯৭৬) ও প্রাক্তন শিক্ষাকর্মী (১৯৮২-২০১৫), গড়বেতা কলেজ

দিন আসে দিন যায়। জীবনের প্রতি ছন্দে ছন্দে আমার প্রিয় কলেজ কে মনে পড়ে। মনে পড়ে ছাত্র অবস্থায় ১৯৭২-১৯৭৬ সাল পর্যন্ত কলেজে ছিলাম। কত সুখ দুঃখের স্মৃতি বিজড়িত ছিল সেই দিনগুলি। সেই সময় কলেজের রজত জয়ন্তী উৎসব পালিত হয়েছিল। বিচিত্র সব অনুষ্ঠান, নান্দনিকতায় ভরে উঠেছিল তৎকালীন কলেজ। কলেজের পূর্ব দিকে ছিল পুকুর, তার পাড়ে ছিল বৈঁচি গাছ, কুল গাছ, আরও ছোট ছোট গাছের সমারোহ। কলেজ চলাকালীন ছাত্রছাত্রীদের সুমিষ্ট স্বরের রবীন্দ্র সঙ্গীত, কারও বা হাতে রমণীয় বাঁশি। বাঁশির উদাস সুর মনকে অন্য কোথাও বা অন্য কোনখানে বয়ে নিয়ে যেত। এখনকার মতো মোবাইল ফোন ছিল না। ফলে পরস্পরের সান্নিধ্যই ছিল রমনীয় ও প্রাণের উৎকর্ষতা। রজত জয়ন্তী বর্ষে কলেজ পত্রিকাতে 'ইতিহাস' নামক আমার একটি কবিতা স্থান পেয়েছিল। তখন এ যেন অনন্ত পাওয়া। এই পাওয়াতে মন ময়ূরের মতো নেচেছিল।

তখন কলেজের বিল্ডিং খুবই কম ছিল, তবে শিক্ষকদের মনে প্রাচুর্য ও উৎকর্ষতা ছিল অত্যন্ত গভীর। ছাত্রদের প্রতি ছিল প্রগাঢ় ভালোবাসা ও মহান শিক্ষাদানে ব্রত। তাঁদের কর্মচঞ্চলতা মনকে নাড়িয়ে দেয়। সে এক অলৌকিক পাওয়া। কবিগুরু গানে বলতে ইচ্ছে করে সেই দিনগুলি সম্বন্ধে "আমার প্রাণের পরে চলে গেল কে, বসন্তের বাতাস টুকুর মতো।"

তারপর ১৯৮২ সালে কলেজের শিক্ষা কর্মী হিসেবে রসায়ন বিভাগের বীক্ষনাগারে যোগদান করলাম। সেই সময়েরও এবং পরবর্তীকালে আমার কলেজ পঠন পাঠনে, খেলাতে ও সাংস্কৃতিক ভাবে উৎকর্ষ বহন করেই চলেছে। কলেজের মধ্যে বহু যশস্বী অধ্যাপক, অধ্যাপিকা, বহু শিক্ষাকর্মীর উজ্জ্বল উপস্থিতিতে কলেজ শিক্ষার আঙ্গনে শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠতর হয়ে উঠেছে। কলেজ প্রাণ চাঞ্চল্যে ভরপুর। কলেজে শিক্ষা দেওয়া হয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির। শিক্ষা দেওয়া হয় খেলাধূলার কৃৎকৌশল, সামাজিক বিন্যাস ও দেশপ্রেমের আধার স্বরূপ কলেজে এন.এস.এস এবং এন.সি.সি আছে। কঠোর নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে অনুশাসনের পাঠ দেওয়া হয়। এখানে পরিস্ফুরণ হয় মানবিক গুণগুলি। আর নিয়মানুবর্তিতার নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলার স্বভাব। শিক্ষক ও শিক্ষিকাদের মানবিক দৃষ্টিতে একজন সাধারণ মানের ছাত্রও অসাধারণ হয়ে উঠতে পারে। এখানে ধ্বনিত হয় কবি নজরুল ইসলামের সেই অমোঘ ছন্দ, যেখানে ছাত্রদল এগিয়ে যায় সমাজের বন্ধন মোচনের জন্য, দুঃখ লাঞ্ছনা অত্যাচারের অবসান ঘটানোর জন্য "আমরা ধরি মৃত্যু রাজার যজ্ঞ ঘোড়ার রাশ, মোদের মৃত্যু লেখে মোদের জীবন ইতিহাস।"

ছাত্রদের অনুপ্রেরণা দেন, আশীর্বাদ দেন, দেন জীবন গঠনের মহাছবি আমাদের শিক্ষকগণ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় তাঁদেরকে বৈশাখের ঝড় বলে নন্দিত করেছেন। বহু প্রতীক্ষা, বহু আশা, বহু প্রেরণা নিয়ে বসে আছি কলেজের দিকে চেয়ে, কবে আসবে নূতন ভোর। উদ্দীপনা ও উন্মাদনায় ঘুচে যাবে কুসংস্কারের বেড়াজাল।

আমাদের কলেজে বি.পি.এড এবং ফিজিক্যাল এডুকেশন কোর্স চালু আছে। এ দুই সিলেবাস শরীরকে সামগ্রিক ভাবে সুস্থ রাখার জন্য আমাদের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক / শিক্ষিকাগণ দারুণ ভাবে শিক্ষা দেন এবং খালি হাতে ব্যায়াম শিক্ষা দেন। এখানে সহনশীলতা শেখানো হয়। সহনশীল না হলে সৌজন্য ও শিষ্টাচার আসে না। অপরকে সম্মান দেওয়ার জন্য অনুশীলিত করা হয়। ছাত্ররা আলস্য ও শ্রমবিমুখ না হয় তার জন্য জীবনমুখী পরিকল্পনা করা

হয়। আমার কলেজে ছাত্রছাত্রীগণ সুজন ও সদাচারী হয়ে সম্মান প্রদর্শন করে এবং জীবন মধুর থেকে মধুরতমের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায় "ভুবন হবে নিত্য মধুর, জীবন হবে ভালো, মনের মধ্যে জ্বালাই যদি ভালোবাসার আলো।"

কলেজের পরিবেশের সামান্য আলোচনা করেই আমার কর্ম জীবনের দুই একটি ঘটনা না বললেই নয়। রসায়ন বিভাগের পরীক্ষাগারে কাজ করার সময় কলা বিভাগের একটি মেয়ে চুপি চুপি এসে বলল, 'দাদা একটু পটাশিয়াম সায়ানাইড দেবেন ?' আমি জানি ঐ দ্রব্য প্রচন্ড রকমের বিষ। প্রথমে হতচকিত হলেও মাননীয় অধ্যাপক ধ্রুবকিশোর চট্টোপাধ্যায়কে বলতে উনি বললেন দিয়ে দাও। তবে দাম স্বরূপ কুড়ি টাকা দিতে হবে। মেয়েটিকে বলতে সে কুড়ি টাকা দিয়ে বলল পরে আসছি। স্যার বললেন একটু গ্লুকোজ গুঁড়ো করে কাগজের মধ্যে মুড়ে মেয়েটিকে দিয়ে দেবো। আর কুড়ি টাকার রসগোল্লা এনে ওখানে যারা যারা ছিলেন সবাই খেয়ে নিল। যথারীতি মেয়েটি মোড়কটি নিয়ে গেলেও আর কোন কৈফিয়ত বা খোঁজ করতে আসে নি। সেই মেয়েটি মনে হয় লজ্জাতে আর কিছু বলতে পারেনি। জানিনা সে কোথায় হারিয়ে গেছে!

আমাদের কলেজের কর্মী বানেশ্বর গরাই, সাইকেল স্ট্যান্ডে কর্মরত, আর এক কর্মী গৌর ঘোষাল টিফিনের জন্য মুড়ি এনেছিলেন, অনেক খোঁজাখুঁজির পর না পাওয়াতে বানেশ্বরদা কে সন্দেহ করে। কিছু বলতে না পেরে হঠাৎ মূর্ছা বা ফিট হয়ে গেলেন। বানেশ্বরদা, টিচার ইন চার্জ মাননীয় শৈলজা বাবু কে বললেন স্যার একমাত্র গৌর বাবুই ফিট, আমরা সকলে আনফিট। মুড়ির ব্যাগ তখন পাওয়া গেছে। গৌর বাবু রাগান্বিত অবস্থায় কিছু মুড়ি ছড়িয়ে সামান্য খেয়ে সুস্থ হলেন।

কলেজে ইন্টার কলেজ ফুটবল টুর্নামেন্ট চলছে, ভেনু বা স্থান হয়েছে গড়বেতা কলেজ মাঠ। তখন গড়বেতা কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন শ্রদ্ধেয় রঞ্জিত কুমার চৌধুরী মহাশয়। ফাইন্যাল খেলাতে আছে মেদিনীপুর কলেজ ও গড়বেতা কলেজ। মেদিনীপুর কলেজের দক্ষতা সত্যিই দেখার মতো। তবে গড়বেতা কলেজও ডিফেন্স খেলে গোল হতে দেয় নি। গোলশূন্য অবস্থায় বিরতি হল। মেদিনীপুর কলেজের খেলার অধ্যাপিকা হিসাবে এসেছিলেন মুনমুন দিদিমণি। তিনি খেলোয়াড় দেরকে বিভিন্ন কৃতকৌশলে বল নিয়ে যাওয়ার জন্য উৎসাহ দিচ্ছিলেন। আমাদের গড়বেতা কলেজের রসায়ণ বিভাগের কর্মী বলাই চক্রবর্তী খেলাতে গড়বেতা কলেজের ছাত্র দেরকে বেশ উৎসাহ দিচ্ছিলেন। হঠাৎই একটা সময় বল নিয়ে গড়বেতা কলেজের এক ফরোয়ার্ড সোজা আক্রমণে গিয়ে মেদিনীপুর কলেজের গোল বক্সের সামনে এমন ভাবে পাশ করলেন, তখন সেই পাস বাঁ পায়ে ঠেকিয়ে গোল বক্সে ঢুকে গেল। গড়বেতা কলেজ ১-০ গেল এগিয়ে গেল, তার পর প্রায় আউট করেই বল খেলে সময় অতিবাহিত করে গড়বেতা কলেজ ১-০ গোলে জয়লাভ করলো। এই প্রসঙ্গে বলে রাখি গোল হওয়ার সাথে সাথেই বলাই দা ছাতা ফুটিয়ে মাঠে চার পাঁচবার ডিগবাজী খেয়ে এবং চেঁচামেচি করে নেচে এক অনবদ্য আনন্দের হিল্লোল তৈরী করেছিলেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় পরের দিন বলাই দাকে অভিনন্দন এবং কলেজের সকলকে এবং খেলোয়াড় দেরকে মিষ্টিমুখ করিয়েছিলেন। সেই আনন্দের স্মৃতি এখনও মনে স্মৃতির অন্তরে সমুজ্জ্বল।

গড়বেতা কলেজ অনেক চড়াই উৎরাই পেরিয়ে এখন এক বটবৃক্ষ। এই গাছের তলায় প্রশান্তিতে বিচরণ করছে এলাকার ছাত্রছাত্রী এবং গ্রামবাসীগণ। এখন কলেজের দায়িত্ব ব্যাটন হাতে এগিয়ে নিযে যাচ্ছেন এলাকারই সুযোগ্য সন্তান সম্মানীয় ড. হরিপ্রসাদ সরকার মহাশয়। আমরা প্রতীক্ষায় রইলাম, যোগ্য নেতৃত্বে কলেজ শিক্ষায়, খেলায়, সংস্কৃতিতে ও সর্বোপরি মানবিক বোধে ক্রমান্বয়ে উন্নীত হয়ে উঠবে। এই আশা নিয়ে প্রতীক্ষায় রইলাম। কলেজের ৭৫ বছর পূর্তি অনুষ্ঠান সাফল্যমন্ডিত হোক।

= = o = =

কলেজে প্রথম দিনের অভিজ্ঞতা

অধ্যাপক সঞ্জীব কুমার মুখার্জী
বানিজ্য বিভাগ, গড়বেতা কলেজ

এখন আমি একজন ষাটোত্তীর্ণ পৌঢ়। এতদিনে আমার অবসর হয়ে যাওয়ার কথা। তবে সরকারী বদান্যতায় এখনও আমাকে অধ্যাপনা করে যেতে হবে। যদিও বর্তমান প্রজন্মের সাথে ঠিকমতো খাপ খাওয়াতে পারছি না তবুও চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। আগামী ১৩ই আগস্ট গড়বেতা কলেজ ৭৪ বছর পার হয়ে ৭৫ বছরে পা দেবে। তারজন্য তিন দিনের বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। সেই উপলক্ষে একটি স্মরণিকা প্রকাশিত হবে। তার জন্য আমাকে কিছু লেখা দিতে হবে। আমি বাণিজ্য বিভাগের অধ্যাপক, লেখালেখিতে আমার সেরকম অভ্যাস নেই। তবুও সবার পীড়াপীড়িতে আমার কলেজে প্রথম দিনের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে জানাবো।

সে দিনটা ছিলো ফেব্রুয়ারি মাসের দশ তারিখ, বছরটা ছিল ১৯৮৬ সাল। তখন আমার বয়স ছিল ২৫, তখনও আমার বিয়ে হয় নি। পুরুলিয়া জেলার পুঞ্চা থানার লাখরা নামক একটি প্রত্যন্ত গ্রামে বাবা-মার সাথে থাকতাম। কলেজের অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার নিয়ে বাক্স-বেডিং সহ পুরুলিয়া থেকে এসে পৌঁছালাম গড়বেতা কলেজে। তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ অধ্যাপক পঞ্চানন পাঁজা মহাশয়ের সঙ্গে আগে থেকেই কথা হয়েছিল যে, আমি প্রথমে কিছুদিন হোস্টেলে থাকবো। সেইমতো বাক্স -বেডিং হোস্টেলে রেখে কলেজে গিয়ে পাঁজাবাবুর সাথে দেখা করলাম। উনি বললেন ঠিক আছে, আপনি স্নান ও খাওয়া-দাওয়া সেরে আসুন, তারপর আপনাকে জয়েন করাবো। যথারীতি হোস্টেলে স্নান ও খাওয়া-দাওয়া সেরে আমি কলেজে গেলাম। জয়েন করার পর পাঁজাবাবু আমাকে স্টাফরুমে নিয়ে গিয়ে বাণিজ্য বিভাগের তৎকালীন প্রধান অধ্যাপক শরৎ রায়ের সাথে পরিচয় করালেন। শরৎবাবু আমাকে বললেন- "আজ তোমার প্রথম দিন, তাই আজ কেবলমাত্র বারো ক্লাসের ইকোনমিক জিওগ্রাফির ক্লাসটা নাও"। যথারীতি দুপুর একটায় ছাত্রদের হাজিরা খাতা নিয়ে ক্লাস নিতে গেলাম। বিরাট এক হলঘরে আর্টস ও কমার্সের সম্মিলিত ক্লাস। প্রায় ৩০০ জনের মতো ছাত্র-ছাত্রী উপস্থিত ছিলো। আমাকে নূতন দেখে পিছনের বেঞ্চ থেকে চিৎকার চেঁচামেচি শুরু হলো। আমি তখন জোরে জোরে ছাত্র ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বললাম যে আমি আজ প্রথম তোমাদের ক্লাসে এসে এরকম অভ্যর্থনা পেয়ে খুব দুঃখ পেলাম। তোমরা যদি আমার ক্লাস করতে না চাও, তাহলে সরাসরি বলো। তখন কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রী এসে দুঃখ প্রকাশ করলো। আমি তখন কিছু ছাত্র-ছাত্রীদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করে সেদিনের মতো ক্লাস শেষ করলাম। যারা সেদিন চিৎকার চেঁচামেচি করেছিল তারা পরবর্তীকালে যে আমার কত আপন হয়েছিল তা বলে বোঝানোর নয়। যাইহোক, দীর্ঘ ৩৭ বছরের অভিজ্ঞতায় কলেজের অনেক ভালো-মন্দ কর্মকাণ্ডের সাক্ষী ছিলাম। তবে বিগত বছর ২১ সেপ্টেম্বরের তিক্ত অভিজ্ঞতা আমি কোনদিনও ভুলবো না।

= = o = =

"যদি তুমি সঠিক হও, তাহলে তোমার রাগ করার কোন কারণ নেই।
আর যদি তুমি ভুল হও, তাহলে তোমার রাগ করার কোন অধিকার নেই।"
– স্বামী বিবেকানন্দ

কলেজ-স্মৃতির পাঁচকাহন

অধ্যাপক চন্দন নাগ
বাংলা বিভাগ, গড়বেতা কলেজ

ছিলাম একটা শান্ত পুকুরের মত ছোট্ট স্কুলে। ডাক পেলুম সাগরে। গড়বেতা কলেজের। কি আনন্দ! কি আনন্দ! সারারাত জেগে কাটালুম। সঙ্গী হলো বিসমিল্লার সানাই।

ডিসেম্বরের এক সকালে একহাতে ছোট বিছানার বান্ডিল, অন্য হাতে স্কুলের বিদায় সম্বর্ধনায় পাওয়া একটি সুটকেস নিয়ে চেপে পড়লুম ডিএমইউ লোকালে। গড়বেতা স্টেশনে পা দিয়েই আক্কেল গুড়ুম! বলে কিনা এটা গড়বেতা নয়, রাধানগর। গড়বেতা এখান থেকে বেশ খানিকটা দূর। অগত্যা তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে তিনটে রিকশার মধ্যে একটিকে পাকড়াও করলুম। ভাড়া মাত্র চল্লিশ টাকা। পাঠক, মনে রাখবেন এটা ১৯৯৯ সালের এর কথা। কিন্তু গরজ বড় বালাই। সুতরাং -" চালাও পানসি বেলঘরিয়া" -র ঢঙে মনে মনে বললুম- "চালাও রিকশা গড়বেতা কলেজ"। গড়বেতা সম্পর্কে রিকশাওয়ালার কাছে বিলক্ষণ জ্ঞান সঞ্চয় করতে করতে একটা জঙ্গুলে জায়গায় পৌঁছালুম। রিকশাওয়ালা এক গাল হেসে এক হাত বাড়িয়ে বললো- এটাই গড়বেতা কলেজ। ৪০ টাকার উপর আরো দশটাকা অতিরিক্ত বখশিস লাগলো। হেঁ হেঁ, কলেজের স্যার হতে যাচ্ছি যে!

একটা মামুলি গেট (তখনো আজকের গোল্ডেন জুবিলি গেটটা তৈরি হয়নি) দিয়ে কলেজে ঢুকলুম। একটা ছোট্ট ক্যান্টিন, তার পাশ দিয়ে আকাশমণি-ইউক্যালিপ্টাসের জঙ্গল দিয়ে খানিকটা গিয়ে টিচার্সরুম। আজকের টিচার্সরুমের পাশে দৃষ্টিনন্দন বাগানের আভাসমাত্র তখন ছিলোনা। শুনলুম মাননীয় অধ্যক্ষমশাই ছুটিতে। কলেজের ভার নিয়েছেন শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শৈলজাপ্রসন্ন মজুমদার মশাই। কলেজে যোগ দিতে এসেছি শুনে তিনি শ্যামাপদবাবুকে ডাকলেন। তারপর শ্যামাবাবুসহ আমাকে ক্যান্টিনে পাঠিয়ে দিলেন। কেননা সকালে বেরিয়েছি, কিছু খাওয়া হয়নি। সুতরাং আগে খেতে হবে। আমি তো হতভম্ব। এ যে জামাই আদর দেখছি! পরে অবশ্য অনুভব করেছি এটাই গড়বেতা কলেজের স্বাভাবিক প্রথা। যাইহোক, ডিমটোস্ট খেলাম এবং মূল্য চোকাতে গিয়ে শ্যামবাবুর সঙ্গে প্রায় একপ্রস্থ ধস্তাধস্তি হয়ে গেল। কিন্তু শ্যামবাবুর অমলিন হাসির কাছে হার মানলুম। আমার আর দাম দেওয়া হলো না।

ক্যান্টিন থেকে ফিরে কলেজে যোগ দিলুম। শৈলজাবাবু জলদমন্দ্র স্বরে আদেশ করলেন হোস্টেলে ডেরা গাড়তে। তখন সম্ভবত টেস্ট পরীক্ষা চলছিল। ডিউটি দিতে হলো না। সোজা হোস্টেলে গিয়ে ডেরা সাজাতে বসে গেলুম।

পরদিন বিভাগীয় প্রধান অরুণবাবুর সঙ্গে পরিচয় হলো। বিলক্ষণ ভদ্রলোক। আমাকে বিভাগ সম্পর্কে অবহিত করলেন। তারপর শেখাতে শুরু করলেন বিভাগীয় কাজকর্ম। ওনার শিক্ষার গুণেই প্রায় ১৬ বছর ধরে নিরুপদ্রবে বিভাগীয় প্রধান হিসেবে কাজ চালিয়েছি। অরুনবাবুর অবসরগ্রহনে প্রচন্ড খারাপ লেগেছিলো। মনে হয়েছিলো যেন একা হয়ে গেলুম।

আমার পরপরই কলেজে এলো সেবক, শান্তিময়, শংকর আর সঙ্গীতা। আর ছিলো আমাদের থেকে কিছুদিন আগে জয়েন করা মন্টুবাবু আর আলারিফ মোল্লা। মোটামুটি এই কজন আমরা প্রায় সমবয়সী ছিলাম। একসঙ্গে আড্ডা দিতাম। এখন যেটা প্রাণীবিদ্যা বিভাগ তখন সেটা ছিলো 'ডিপার্টমেন্ট অফ বায়োলোজিক্যাল সায়েন্সেস'। বিভাগীয় প্রধান ছিলেন ভোলাদা, সঙ্গে ছিলেন সব্যসাচীদা। দুজনেই মজলিসি মানুষ। শিক্ষাকর্মী

সমরদা ক্যান্টিন থেকে চা আনতেন। আড্ডা জমে ক্ষীর হয়ে উঠতো। মাঝে মাঝে এই আড্ডায় সুশীলদা আর সঞ্জীবদাও পদধূলি দিতেন। আর আসতেন গ্রন্থাগারিক ললিতদা। সিনিয়ররা এখন আর কেউ নেই। সকলেই চুটিয়ে পেনসন ভোগ করছেন।

যেহেতু সেবক পিংলা থেকে এসেছিলো সেহেতু সে-ও হোস্টেলে আমার রুমে উঠে এলো। তখন গড়বেতার পরিস্থিতি ছিলো প্রচন্ড অশান্ত। সন্ধ্যার পর বেরোতে ভয় লাগতো। আমি আর সেবক সকালে উঠে বিলাসদার ক্যান্টিনে চা খেয়ে একটু হাঁটাহাঁটি করতাম। তারপর হোস্টেলে এসে কিছু খেয়ে আরেকপ্রস্থ চা খেতাম। তখন হোস্টেলে চায়ের বন্দোবস্ত ছিলো। এখন আছে কিনা জানি না। ১০ টায় ভাত খেয়ে কলেজ। ৫টায় কলেজ থেকে ফিরে আবার গড়বেতার ষষ্ঠীদার দোকানে চা খেয়ে তাড়াতাড়ি হোস্টেলে ফিরতাম। হোস্টেলে তখন টিভি ছিলো না। আমরা হোস্টেলের কর্মচারী কানাইদা, মথুরদা, প্রকাশদা আর বাসুর সঙ্গে গল্প করে সময় কাটাতাম। প্রায় একমাস আমরা হোস্টেলে ছিলম। পরে আমি গড়বেতায় আর সেবক মেদিনীপুরে বাসা ভাড়া করে থাকতে লাগলাম। কিছুদিন পর সেবক কলেজ ত্যাগ করে বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেয়। সে এখন সেখানকার নন্দিত অধ্যাপক। সেবক আর আমার হোস্টেলে কাটানো দিনগুলি ছিলো আমাদের সোনালী দিন।

দিন কারোর জন্য দাঁড়িয়ে থাকে না। আমাদের দিনগুলোরও নিমেষে উধাও হতে ধাকলো। ইতিমধ্যে মহাদেব, কাঞ্চন ও সুশীল ঘোষ কলেজে জয়েন করেছেন। তখন এই নবিনদের কাঁধেই অস্তে আস্তে কলেজের কাজের দায়িত্বগুলো এসে পড়ছে। কিছুদিন পরে আমাদের দল ভারী করলো পৃথীশ, অপর্ণীতা, অমিত, রীতা এবং সোমা সামন্ত। এখন তো একঝাঁক তরুণ তুর্কি কলেজময় দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। আমাদের সোনালী দিনগুলো আমরা ওদেরকেই নিঃশেষে দিয়ে দিয়েছি। আমরা এখন জীবন সন্ধ্যার যাত্রী। নতুনরাই কলেজের ভবিষ্যৎ।

আমরা যখন কলেজে আসি তখন কলেজের এত বাড় বাড়ন্ত ছিলো না। এত এত শ্রেণিকক্ষ, ল্যাবরেটরি, পানীয়জল এবং শৌচাগারের ছড়াছড়ি- আমরা কল্পনাতেও আনতে পারতাম না। ছিলো একখানা রোঁয়া ওঠা খেলার মাঠ, কলেজের পেছনে একটি বেশ বড় কিন্তু অগভীর পুকুর আর দেদার জঙ্গল। মাননীয় অধ্যক্ষ রঞ্জিত কুমার চৌধুরী, ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. মন্টু কুমার দাস, অধ্যাপক সুশীল কুমার বেরা এবং বর্তমান মাননীয় অধ্যক্ষ ড. হরিপ্রসাদ সরকার মশাইয়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় আজ ছোট্ট কলেজটি বিশাল ব্যাপ্তি লাভ করে বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম বৃহত্তম কলেজে পরিণত হয়েছে।

চাকরিজীবনের শেষলগ্নে পেছনে তাকালে দেখতে পাই কয়েকজন অধ্যাপকের অনন্য উপস্থিতি। তাঁরা সকলেই আজ অবসরপ্রাপ্ত। কেউ কেউ পৃথিবীর এই ঐহিকজীবনকে গুডবাই করে অন্যজীবনের সন্ধানে বেরিয়ে পড়েছেন। প্রথমেই মনে পড়ে ফিজিক্সের অধ্যাপক জ্যোর্তিময়বাবুকে। ছোটোখাটো ধুতিপরা মানুষটি। কিন্তু দুর্দান্ত তেজোদৃপ্ত। সাদাকে সাদা এবং কালোকে কালো বলতে কোনোদিন দ্বিধা করেননি। ছিলেন সিংহ-হৃদয়। শৈলজাবাবু ছিলেন সকলের মুশকিল আসান। কলেজের হেন কাজ নেই – যা তিনি পারতেন না। শত্রুকেও বুকে টেনে নেবার বিরল ক্ষমতা ছিলো তার। বরিষ্ঠ অধ্যাপক তারাপদবাবু ছিলেন কাজপাগল লোক। আজকের গড়বেতা কলেজের সৌন্দর্যায়ন তারই পরিকল্পনার ফসল। ব্যারিটোনসমৃদ্ধ গলার অধিকারী এই সাধাসিধে মানুষটি সকলের একান্ত আপন ছিলেন। এই তিনজনই পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে এখন অনন্তলোকের যাত্রী।

কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ মাননীয় শ্রী রঞ্জিত কুমার চৌধুরী ছিলেন সম্ভ্রম উদ্রেককারী রাশভারী ব্যক্তিত্ব। কলেজ-ডিসিপ্লিনের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন কঠোর। শিক্ষার্থীদের মোবাইলফোন ব্যবহার বা কলেজ ক্যাম্পাসে তাদের উদ্দেশ্যহীন ঘোরাফেরাকে তিনি মোটেই পছন্দ করতেন না। তার কঠোরতার আঁচ মাঝে মাঝে আমাদেরও স্পর্শ করতো। মনে বিক্ষোভের সঞ্চার হলেও আমরা সেটাকে আমল দিতাম না। কারণ আমরা

জানতাম বিপদে পড়লে আমাদের একটি বটগাছের ছায়ার নিশ্চিন্ত আশ্রয় আছে। আর সেই বটগাছটি আর কেউ নন- মননীয় অধ্যক্ষ শ্রী রঞ্জিত কুমার চৌধুরীমশাই। আমাদের ওয়েল ডিসিপ্লিনড করে গেছেন তিনিই।

ডঃ সমিত দত্তরায় ছিলেন অজাতশত্রু। তার কাজের সমালোচনাকে তিনি কখনোই বিরূপভাবে গ্রহন করতেন না। আমাদের যত ঝগড়া, যত গালাগালি- সব ছিলো তার সাথে। তার কাছে যা কিছু প্রাণের কথা আমরা উজাড় করে দিতে পারতাম।

কলেজের বর্তমান মাননীয় অধ্যক্ষ ডঃ হরিপ্রসাদ সরকার মশাই নিপাট ভদ্রলোক। তার সহযোগিতার মনোভাব, শান্ত ব্যবহার এবং পান্ডিত্যের তুলনা হয় না। তিনি কলেজে নতুন প্রাণের সঞ্চার করেছেন। আমরা সকলেই তার কাছে গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। কলেজে তিনি বদ্ধ বাতাসকে দূর করে সতেজ বাতাসকে বহমান করেছেন।

আমাদের দিন প্রায় শেষ হতে চললো। ব্যাটন এখন নতুনদের হাতে। আশা রাখি ভাবীকালে এরাই আমাদের কলেজকে নতুন উচ্চতায় তুলে নিয়ে যাবে। আমাদের অভিজ্ঞতা এবং শুভেচ্ছা তাদের দিলাম।

= = o = =

"যদি সত্যিই মন থেকে কিছু করতে চাও তাহলে পথ পাবে,
আর যদি না চাও তাহলে অজুহাত পাবে।"
– স্বামী বিবেকানন্দ

প্রণমি তোমারে

অধ্যাপক শঙ্কর আদক
দর্শন বিভাগ, গড়বেতা কলেজ

আজ থেকে ৭৫ বছর আগের কথা। দেশ সবে এক বছর স্বাধীন হয়েছে। তার আনন্দে মাতোয়ারা সমগ্র দেশ। হবে নাই বা কেন ? দীর্ঘ ২০০ বছরের পরাধীনতার নাগপাশ থেকে সদ্য মুক্ত হয়েছে দেশ, তা আবার দীর্ঘ আন্দোলন, সংগ্রাম, কারাবরণ, শত শত শহীদের আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে। তাই তো একদিকে স্বাধীনতা পাওয়ার আনন্দ, অন্যদিকে শত শত শহীদের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার সুদৃঢ় প্রত্যয়; তার সঙ্গে দেশের দারিদ্র, অশিক্ষা, এবং কুসংস্কারের অন্ধকারকে দূর করার অদম্য ইচ্ছা- এই দুয়ের সমন্বয়ে দেশব্যাপী কিছু কর্মযোগী মানুষ তৎপর হয়ে ওঠেন দেশকে নতুন করে গড়ার তাগিদে।

সেইসব আত্মত্যাগী, কর্মযোগীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন গড়বেতা অঞ্চলের প্রাণপুরুষ স্বাধীনতা সংগ্রামী মাননীয় গোবিন্দ কুমার সিংহ মহোদয়। তিনি অনুভব করতেন পৃথিবীতে সমস্ত কিছুর উন্নতির মূলে রয়েছে শিক্ষা, আর সেই শিক্ষা অর্জনের একমাত্র স্থান হল বিদ্যা প্রতিষ্ঠান।

সমাজ-পরিবেশ-পরিস্থিতি সবক্ষেত্রে অনুকূল ছিল তা নয়। তা সত্ত্বেও তাঁর আন্তরিক প্রচেষ্টায় ও সহযোগী ব্যক্তি বর্গের সমবেত উদ্যোগে এবং মাননীয় বসন্ত কুমার সরকার মহাশয়ের দান করা ভূমির উপর ১৩ই আগষ্ট, ১৯৪৮ সালে গড়বেতা কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়।

কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন অধ্যাপক রাসেন্দু সরকার মহোদয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে গড়বেতা কলেজের যাত্রা শুরু Arts & Commerce Stream in Intermediate Standard (I.A. & I.Com) মধ্য দিয়ে ১৯৫৭ সালে বি.এ. জেনারেল কোর্স দিয়ে পঠন-পাঠন শুরু হয়। ১৯৬০ সালে বি.কম্ জেনারেল। তারপর ১৯৮৩ সালে জুলজি ও বটানীতে জেনারেল কোর্স। ১৯৮৫ সালে বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে চলে আসে এই কলেজ। তারপর থেকে পরপর বাংলা ইংরেজীসহ মোট ১৪টি বিষয়ে অনার্স, ২০টি বিষয়ে জেনারেল কোর্স, ২টি Professional Course (B.P.Ed & B.C.A), ১টি Vocational Course (OMSP) পঠন-পাঠনের মধ্য দিয়ে কলেজের ক্রমশ শ্রীবৃদ্ধি ঘটে চলেছে। বিশেষ করে বর্তমান অধ্যক্ষ ডঃ হরিপ্রসাদ সরকার মহোদয় পূর্বের অধ্যক্ষদের যোগ্য উত্তরসুরী হিসেবে পদে আসীন। তাঁর সম্পর্কে যাই বলি না কেন তা যথেষ্ট হবে না। কেননা তিনি যেমনই শিক্ষানুরাগী তেমনই সুদক্ষ প্রশাসক। তাঁর সুপরিচালনায় কলেজের অগ্রগতির ধারা অব্যাহত। তাঁরই উদ্যোগে এক বছরে তিনটি বিষয় (বাংলা, ইতিহাস ও গণিত শাস্ত্র) এবং পরে আরও একটি বিষয়ে (জুলজি) Post Graduate কোর্স চালু হয়। বর্তমানে কলেজের ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা চার হাজার অতিক্রান্ত। অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের (Fulltime ও SACT) সংখ্যাও প্রায় শতাধিক। সুদক্ষ শিক্ষাকর্মী, অত্যাধুনিক ক্লাসরুম, উন্নতমানের গ্রন্থাগার, তিনটি হস্টেল (২টি ছেলেদের ও ১টি মেয়েদের), দুটি খেলার মাঠ, শরীর চর্চার আধুনিক উপকরণ, সংস্কৃতি চর্চার অবাধ সুযোগ এবং সুদৃশ্য উদ্যান ও মনোরম পরিবেশ কলেজকে সমৃদ্ধ করেছে। প্রত্যেক বছর কলেজের ষান্মাষিক পরীক্ষার ফল প্রশংসার দাবি রাখে। কলেজের সুনামও আজ দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছে। তাই আমরা আরও স্বপ্ন দেখি ছাত্র-ছাত্রীরা সব দিক দিয়ে পারদর্শী হয়ে উঠবে, শরীরে-মনে-জ্ঞানে-গুণে।

গড়বেতা কলেজ তার কর্তব্য পালনে অবিচল। তাই আজকের দিনে দাঁড়িয়ে গোবিন্দ কুমার সিংহ জীর গড়বেতা কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগকে কবির ভাষায় প্রকাশ করে বলি-

"সময় আসন্ন হলে
আমি যাব চলে
হৃদয় রইল আমার এই চারাগাছে।
এর ফুল, ফলে, কচি পল্লবের নাচে-
অনাগত বসন্তের আশা আমি রাখিলাম
হেথা আমি নাহি রহিলাম"।

এই যাঁর উদ্দেশ্য তাঁর সৃষ্টি কখনো ব্যর্থ হতে পারে না। আজ প্রতিদিন হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীদের কল-কাকলীতে ভরে উঠে কলেজের সুবিশাল প্রাঙ্গন এবং তাদের এই আসা-যাওয়া চলবে নিরন্তর। তাই তো কবি কালিদাস রায় বলেছেন—

"বর্ষে বর্ষে দলে দলে
আসে বিদ্যা মঠ তলে—
চলে যায় তারা কলরবে"।

বর্তমানে গড়বেতা কলেজের শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী, ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে একটি বৃহৎ সমৃদ্ধ পরিবার। এই সমৃদ্ধ পরিবার সম্ভবই হতো না যদি না কর্মযোগী গোবিন্দ কুমার সিংহ মহাশয় এই কলেজ প্রতিষ্ঠা করতেন।

তাই প্রণমি তোমারে বীর—

পরম পুরুষ হে গোবিন্দ জী লহ গো মোদের প্রণতি
তোমার কৃপায় হেথায় বয়ে যায় বিদ্যা নদীর প্রবল গতি,
যখন হেথায় জ্বলেনি প্রদীপ হয়েও মানুষ বিত্তবান,
তখন হেথায় জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালিলে দিব্য হে মহান,

তোমারে প্রণাম......

কলেজের এই ৭৫ তম বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানের সার্বিক সাফল্য কামনা করি। আগামী দিনগুলি আরো সুন্দর ও সুবাসিত হোক, কলেরব বৃদ্ধি পাক এই বাসনায়—

সবারে করি আহ্বান .....

= = ০ = =

"একটি লক্ষ্য গ্রহন কর এবং সেই লক্ষ্যের উপর নিজের ধ্যান-জ্ঞান চিন্তাধারাকে উৎসর্গ কর।"
— স্বামী বিবেকানন্দ

অনুভবে

অধ্যাপক (ড.) মহাদেব মাইতি
রসায়ন বিভাগ, গড়বেতা কলেজ

সালটা ছিল ২০০০, তারিখটা ১৯শে জানুয়ারী। হাতে কলেজে যোগ দেওয়ার যোগদান পত্র নিয়ে প্রথম আমি সরকারী চাকুরীর অনুভূতি নিয়ে গড়বেতা কলেজ ক্যাম্পাসে আসি। তখন আমি সদ্য খড়গপুর আই.আই.টি থেকে গবেষণার কাজ শেষ করেছি এবং মনের মধ্যে তখন আরও উচ্চতর গবেষণার জন্য বিদেশে পাড়ি দেওয়ার ইচ্ছা। কলেজের সেই ছোট্ট ক্যাম্পাস, তথাকথিত কোন বিল্ডিং নেই, দেখে মনে খুব কষ্ঠ হয়েছিল। ভাবছিলাম এই কলেজে যোগদান করবো কি না। তখন আমার বয়স এবং চেহারা ছিল ছাত্র সুলভ, তাই কেউ সহজে বুঝতে পারেনি যে, আমি কলেজে অধ্যাপকের পদে যোগদান করতে এসেছি। কিন্তু একজন কলেজের শিক্ষাকর্মী শ্রী দিলীপ চন্দ্র, আমার নাম জানার পর প্রায় জোর করে ভালোবাসার সঙ্গে অধ্যক্ষ মহাশয়ের কক্ষে নিয়ে যান। আমি সেদিন অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় শ্রী রঞ্জিত কুমার চৌধুরী মহাশয়ের আন্তরিকতায় মুগ্ধ হয়ে কথা দিয়েছিলাম যে, আমি এক সপ্তাহ বাদে আই.আই.টি খড়গপুরে সমস্ত কাজ শেষ করে এবং ছাড়পত্র নিয়ে এই কলেজে যোগদান করবো। কলেজের প্রথম দিনটার কথা আমার খুব বেশী করে মনে পড়ে। তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা চলছিল, তাই আমাকে ঐ দিন কলেজে যোগদান করার পর পরীক্ষার ডিউটি করতে NB-7 রুমে যেতে বলা হয়। সেখানে আমার সিনিয়র সহকর্মীরা আগে থেকেই ডিউটি করছিলেন। তারা আমাকে পরীক্ষার্থী ভেবে বকাবকি করেছিলেন, কারন আমি দেরীতে রুমে এসেছি। পরে আমি বোঝাতে পেরেছিলাম যে আমি আজকে রসায়ন বিভাগে নতুন অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করেছি। পরে আমার সিনিয়র সহকর্মীরা বুকে জড়িয়ে ধরে আদর করেছিলেন। সেই মুহূর্তের কথা আজও স্মৃতিতে আঁচড় কাটে। কলেজে যোগদানের পর আমার পরিচয় হয় রসায়ন বিভাগের প্রধান ডঃ হিমাদ্রী বিশ্বাসের সাথে। রসায়ন বিষয়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল ল্যাবরেটরি। যেখানে সমস্ত ছাত্রছাত্রীকে হাতে নাতে কিছু শেখাতে হয়। তৎকালীন ল্যাবরেটরি খুব ভালো অবস্থায় ছিল না। আমার যোগদানের কিছু দিন পরে আর এক আমার সহকর্মী ডঃ কাঞ্চন বাগ আমার রসায়ন বিভাগে যোগদান করেছিলেন। আমাদের দুইজনের প্রচেষ্টায়, সর্বোপরি তৎকালীন অধ্যক্ষ মহাশয়ের ইচ্ছাতে আমরা আধুনিক মানের ল্যাবরেটরি তৈরী করতে পেরেছিলাম এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষার সেন্টার আমাদের কলেজে হয়েছিল। আমার এই কলেজে যোগদানের কিছুদিন বাদেই আমি আমেরিকাতে উচ্চ গবেষণার সুযোগও পেয়ে যাই। তখন আমি স্থির করতে পারছিলাম না, যে আমি দুই বৎসরের ছুটি নিয়ে চলে যাব, না যে দশটি অনার্সের ছাত্র ছাত্রী অনেক আশা নিয়ে এই কলেজে তাদের ভবিষ্যৎ গড়ার জন্য প্রথম বর্ষে ভর্তি হয়েছিল তাদের ত্যাগ করব। অবশেষে আমি আমার প্রান প্রিয় গড়বেতা কলেজেই থেকে যাওয়ার মনস্থির করে ফেলি এবং এই গ্রামীন কলেজের অর্থনৈতিক ভাবে পিছিয়ে পড়া সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের একটা ভালো ভবিষ্যৎ গড়ার জন্য শপথ নিই। কাজের প্রতি নিষ্ঠা, নিয়মানুবর্তিতা এবং ছাত্র ছাত্রীদের প্রতি সহনশীলতাই কিছুদিনের মধ্যে তৎকালীন পরিচালন সমিতিতে আমাকে নির্বাচিত করা হয় এবং কলেজের সার্বিক উন্নয়নের কর্মযজ্ঞে নিজেকে নিয়োজিত করে ফেলি। আমার কর্মজীবনের প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন মাননীয় শ্রী রঞ্জিত কুমার চৌধুরী মহাশয়। উনার সন্তান সুলভ স্নেহ কখনও ভোলার নয়। উনার কোন কথা আমি না বলিনি এবং বলতেও পারিনি। কারন আমি জানতাম, উনি কলেজ নিয়ে সর্বদা ভাবতেন এবং কলেজের ভালো চাইতেন। উনি আমাকে ২০১২ সালে কলেজের বারসার হওয়ার প্রস্তাব দেন, আমি না বলতে পারি নি। পরে ২০১৩ সালে উঁনি কলেজ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। কিন্তু এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব আমাকে দিয়ে যান, সেই পদের সম্মান আমি আজও ধরে রাখার চেষ্টা করে চলেছি।

অধ্যক্ষ মহাশয়ের বিদায়ের পর আমাদের কলেজে নতুন টিচার-ইন-চার্জ হোন ডঃ মন্টু কুমার দাস। উনার সময় কালেই কলেজের সর্বোচ্চ স্বীকৃতি NAAC মূল্যায়ন হয়। এই মূল্যায়নের ফলে শুধু কলেজের গৌরব বাড়েনি, সঙ্গে সঙ্গে সরকারী অনুদান অনেক বেশী করে আমাদের কলেজ পেয়েছিল।

বর্তমান সময়ের অধ্যক্ষ মহাশয় ডঃ হরিপ্রসাদ সরকার, যিনি শুধু স্থানীয়ই নন, এই কলেজের প্রাক্তনীও। এবং উচ্চ মাধ্যমিক এর ছাত্র ছিলেন। তাই ওনার এই কলেজের উন্নয়নের প্রতি একটা বিশেষ টান প্রতিটি মুহূর্তে সর্বক্ষেত্রে আমাদের কাছে পরিলক্ষিত হয়। উঁনি একদিকে ছাত্র দরদী যেমন ছাত্রছাত্রীদের প্রত্যহ ক্লাস নেন আবার অপর দিকে কলেজের সমস্ত প্রশাসনিক কর্মকান্ড দক্ষতার সাথে পরিচালনা করেন। অধ্যক্ষ মহাশয় বর্তমান বৎসরে আমাদের কলেজের ৭৫ বৎসর পূর্তি উদ্‌যাপনে নানান মনোরম অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন, যা আমাদের সকল শিক্ষক, শিক্ষিকা, শিক্ষাকর্মী ও ছাত্রছাত্রীদের এক সূত্রে বেঁধে রাখবেন। কলেজের এই ৭৫ বৎসরের সমগ্র অনুষ্ঠানের সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

= = ০ = =

"যারা তোমায় সাহায্য করেছে, তাদের কখনো ভুলে যেও না।
যারা তোমাকে ভালোবাসে, তাদের কোনদিন ঘৃণা করো না।
আর যারা তোমাকে বিশ্বাস করে, তাদের কখনো ঠকিয়ো না।"
– স্বামী বিবেকানন্দ

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে প্রান্তিক এলাকাঃ প্রসঙ্গ গড়বেতা

অধ্যাপক (ড.) সাজেদ বিশ্বাস
ইতিহাস বিভাগ, গড়বেতা কলেজ

ভারতের স্বাধীনতার ৭৫ বছরের দ্বারপ্রান্তে আমরা যখন স্বাধীনতা আন্দোলনকে স্মরণ করছি তখন ভারতের বিভিন্ন প্রান্তিক অঞ্চলে স্বাধীনতা আন্দোলনের যে বিপুল অস্তিত্ব ছিল তা অবশ্যই স্মরণযোগ্য। যদিও মূল ধারার ইতিহাসের পাতায় তা সেভাবে স্থান পায়নি। বিস্মৃতপ্রায় সেই আত্মত্যাগের ইতিহাস অবশ্যই ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে উন্মোচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। প্রসঙ্গত ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের সময় থেকে ১৯৪২ এর ভারত ছাড়ো আন্দোলন পর্যন্ত স্বাধীনতা আন্দোলনের যে বিভিন্ন ধারা ছিল তাতে বাংলার অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন অংশের ন্যায় গড়বেতার একটা বড় ভূমিকা ছিল। স্বাধীনতা লাভের এক বছর (১৯৪৮) পরেই প্রতিষ্ঠিত গড়বেতা কলেজের ৭৫ বছর পূর্তি পূর্বে স্বাধীনতা আন্দোলনে গড়বেতার ভূমিকা সম্পর্কিত আলোচনা তাই ভীষনই প্রাসঙ্গিক মনে হয়।

বস্তুত, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিভিন্ন পর্বে অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলা তার কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছে। যেমন ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সময় মেদিনীপুরের বিভিন্ন জায়গায় আন্দোলন সংগঠিত হয়। এই সময় গড়বেতা থানার রামসুন্দর সিংহ, ঘাটাল মহকুমার কেচকাপুরের নাগেশ্বর প্রসাদ সিংহ কলকাতার নেতৃবৃন্দের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলতেন। গড়বেতাতে এই আন্দোলনকে বেগবান করার উদ্দেশ্যে স্থানীয় ফকির চন্দ্র কুন্ডু ও রাধানাথ কুন্ডু প্রমুখ যুবকেরা বিদেশি দ্রব্য বয়কট ও দোকানে দোকানে প্রচার কার্য চালিয়েছিলেন। এই থানা অঞ্চলে কর্মীদের প্রচার কার্যের দ্বারা আন্দোলনকে জনপ্রিয় করে তুলতে সহায়তা করেছিলেন পন্ডিত মোক্ষদা চরণ সমাধ্যায়ী। গড়বেতা থানার পার্শ্ববর্তী শালবনি ও কেশপুর থানার অন্তর্গত বিভিন্ন এলাকাতেও বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন বিশেষ প্রভাব সৃষ্টি করে। কেশপুর থানার কোয়াই ও আনন্দপুর সহ অন্যান্য স্থানে আন্দোলনের গতিবিধি লক্ষ্য করা যায়। এই সমস্ত অঞ্চলে হাটে বাজারে বিলাতি বস্ত্রের ব্যবসা তাই বন্ধ হওয়ার মুখে এসে দাঁড়িয়েছিল।

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশী আন্দোলনে গড়বেতার যুবকরা যথেষ্ট উদ্যোগী ছিলেন, যার মধ্যে অন্যতম ছিলেন রামসুন্দর সিংহ। তবে স্বদেশী তথা বিভিন্ন সময়ের বিপ্লবী আন্দোলনে যার ভূমিকা সব থেকে বেশি তিনি হলেন গড়বেতা থানার অধিবাসী বসন্ত কুমর সরকার। তিনি ১৯০৫-০৬ সালে বর্ধমানে কলেজে পড়ার সময় স্বদেশী নেতাগনের বক্তৃতাদি শুনে ইংরেজ শাসনের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ হন। গড়বেতার মুনু ভট্টাচার্য ও সতীশ অগাস্তির সঙ্গে পরামর্শ করে তিনি কোম্পানির সদর কাছারি ধ্বংস করার পরিকল্পনা করেন। বর্ধমানের আর্য মেসে এনারা পূর্ণ মোদক ও ব্রজ মাহাতোকে সাথে নিয়ে একটি লাঠি খেলার আখড়া খুলেছিলেন। সতীশ অগাস্তি, হাবু অগাস্তি, মনু ভট্টাচার্য, অবোধ দে, ফণী সিংহ, বিপিন, সরোজ, নিলু হাজরা, প্রভাকর চৌধুরী, চণ্ডী পাল প্রমুখ গড়বেতাতে আখড়া স্থাপন করেন। এই সময় সন্ধিপুরের এক সভাতে বিপ্লবের দ্যোতক একটি লাল পতাকা উড়ানো হয়েছিল। সেখানে কেউ সভাপতি হতে সম্মত না হওয়ায় বসন্ত কুমার সরকারের মাতামহ রামধন নিয়োগী সভাপতি হন। এবং তিনি তেজস্বীতার সঙ্গে বলেছিলেন ফাঁসি হলে যেন তারই হয়। বসন্ত কুমার সরকার বহু গ্রামে পরপর আখড়া স্থাপন করেন। বসন্ত বাবু অনুশীলন দলের সম্পাদক সতীশ সেনগুপ্তের দ্বারা পরিচালিত আখড়ায় যোগ দিয়েছিলেন। বিপিন গাঙ্গুলির আখড়াতে তিনি তরোয়াল খেলা শিখতেন।

বোমা তৈরি, রাজনৈতিক ডাকাতি, বিপ্লবীদের আশ্রয়দান প্রভৃতি অপরাধে বসন্ত কুমার সরকারকে ব্রিটিশ সরকার বহুবার জেলে পাঠিয়েছে। ১৯১০ সালে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে লিপ্ত থাকার কারণে তাঁকে প্রেসিডেন্সি জেলে পাঠানো হয়। খুলনা যশোর গ্যাং কেসে জড়িত থাকার কারণে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। এই সময় ভারতীয় বিপ্লবীগণ জার্মানি থেকে ম্যাভেরিক জাহাজে অস্ত্র আমদানির যে ব্যবস্থা করেছিলেন তাতে

বসন্ত বাবুর উপর চাঁদবালি থেকে অস্ত্রশস্ত্র রাখবার ভার পড়েছিল। তিনি সেখানে ঘর ভাড়া নিয়ে প্রস্তুতও ছিলেন।

অন্যদিকে ১৯১৫ সালে একটি নির্দিষ্ট দিনে যে বিদ্রোহ সৃষ্টির ব্যবস্থা হয়েছিল তাতে বসন্ত কুমার সরকার এবং তারাপদ মুখার্জি, বিপিন হাজরা, মনু ভট্টাচার্য, পঞ্চানন, রাখাল প্রভৃতি ৮ জনের উপর মেদিনীপুর জেলার ভার ছিল। তারা সেন্ট্রাল জেল দখল করে কয়েদিদের মুক্ত করবেন, অস্ত্রাগার ও ট্রেজারি দখল করবেন এই ব্যবস্থা হয়েছিল এবং ওদের হাতে কতগুলো অস্ত্রও দেওয়া হয়েছিল। যদিও এই প্রচেষ্টা কার্যকর হয়নি। ১৯১৫ সালে ভারতরক্ষা আইনে বসন্ত কুমার সরকারের বাড়ি খানা তল্লাশি হয় ও তিনি গ্রেপ্তার হন। মেদিনীপুর জেলে একমাস থাকার পর তিনি বাগেরহাটে এবং তারপর কাকদ্বীপে নজরবন্দী ছিলেন এবং পুনরায় তাকে বাগেরহাটে পাঠানো হয়, যেখানে তিনি চার বছর অন্তরীণ ছিলেন। প্রসঙ্গত বসন্ত কুমার সরকার দেশাত্ববোধক কার্যকলাপের পাশাপাশি বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত ছিলেন। যেমন গড়বেতা কলেজের প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি ২.৫৮ একর জমি দান করেছিলেন।

যাইহোক ১৯৩০ সালে স্বাধীনতা লাভের নবচেতনায় সাড়া জাগিয়ে সমগ্র মেদিনীপুর জেলার সঙ্গে গড়বেতা থানার কর্মীগণ কংগ্রেস কমিটি গঠন, সালিশি নিষ্পত্তি, স্বদেশী ও খদ্দর প্রচার, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বিস্তার প্রভৃতি বিভিন্ন কর্মধারার মধ্য দিয়ে গড়বেতা থানাতে নবজাগরণ সৃষ্টির জন্য যত্নবান হয়ে ওঠেন। ১৯৩০ সালের ১৯শে জানুয়ারি মেদিনীপুর শহরে জেলা কর্মী সম্মেলন হয় এবং ২৬শে জানুয়ারি যে পতাকা উত্তোলন ও স্বাধীনতার সংকল্প বাক্য পাঠের বিরাট সভার অধিবেশন হয়, সেখানে গড়বেতা থানার কর্মীগণ সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন।

গড়বেতা শহরে ৩০শে এপ্রিল একটি কর্মী সম্মেলন হয়।প্রায় ৫০০ জন কর্মী থানার ৩০টি ইউনিয়ন থেকে সম্মেলনে যোগদান করেন। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন পন্ডিত রামেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য এবং বক্তৃতা করেন উকিল শিবপ্রসাদ চৌধুরী, রাধানাথ কুন্ডু ও মহেন্দ্রনাথ রায়। সভায় সত্যাগ্রহীদের উপর কাঁথি ও কলকাতাতে যে অত্যাচার চলেছিল তার নিন্দা করে প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং অর্থ সংগ্রহ করে কাঁথির সত্যাগ্রহ শিবিরে পাঠাবার সিদ্ধান্ত হয়।

এই সময়ে মেদিনীপুর জেলার গড়বেতা থেকে কংগ্রেস কর্মী নরেন্দ্রনাথ এবং রাধাপদ ঘোষ সিমলাপাল অঞ্চলে ঘোরাঘুরি করে কয়েকটি স্থানে বক্তৃতা দেন যদিও তাদের গ্রেপ্তার করে মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আসলে মেদিনীপুরের গড়বেতা বিপ্লবী কার্যকলাপ থেকে কখনই বিরত থাকেনি। বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার্স এর একটি শাখাও গড়বেতাতে খোলা হয়েছিল। বীরেন্দ্রনাথ শাসমল গড়বেতাতে এসেছিলেন সাংগঠনিক কাজ কর্ম দৃঢ় করার উদ্দেশ্যে। পেডি হত্যার সঙ্গে যুক্ত বিমল দাশগুপ্তর অন্যতম সহযোগী ছিলেন গড়বেতা থানার গোয়ালতোড়ের সত্যপদর পুত্র সুশীল।

ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময়েও গড়বেতা পিছিয়ে থাকেনি। গড়বেতা থানার নানা স্থানে মিটিং, মিছিল, পিকেটিং-এর মাধ্যমে ভারত ছাড়ো আন্দোলনের কর্মসূচি প্রচার ও প্রসারের ব্যাবস্থা গ্রহণ করেন স্থানীয় কংগ্রেস নেতা ও স্বেচ্ছাসেবক বৃন্দ। ভারত ছাড়ো আন্দোলন চলাকালীন ৯ই অক্টোবর পুলিশ প্রভাকর সিংহ এবং ১০ই অক্টোবর ৮২ বছর বয়স্ক ফকির চন্দ্র কুণ্ডু কে গ্রেপ্তার করেন।

এই ভাবে দেখা যায় যে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার গড়বেতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। তবে এই নিয়ে অল্পবিস্তর আলোচনা হলেও তা স্বাধীনতা আন্দোলনের মূল ধারার ইতিহাসে আলোচনার আলোকবৃত্তের বাইরে থেকে গেছে। এই রকম প্রান্তিক অঞ্চলের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস পুনঃমূল্যায়নের প্রয়োজন রয়েছে। বিশেষ করে গড়বেতার কৃতি সন্তান বসন্ত কুমার সরকারের স্বাধীনতার জন্য সারাজীবনের লড়াই নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরা দরকার।

== ০ = =

My Journey from an NCC Cadet to an ANO in Garhbeta College

Major Tamal De
Associate GLI, Dept. of Botany & Associate NCC Officer
53 Bengal BN NCC, Bishnupur
Coy-4, Garhbeta College

Today I will talk about how I became an NCC ANO (Associate NCC Officer) from an NCC cadet. I have had a penchant for uniforms since childhood. I loved NCC cadets since I was a child, especially when NCC used to celebrate Republic Day and Independence Day. Especially when NCC cadets play drum and take out procession from College to Garhbeta town. I took NCC when I was in Higher Secondary class XI in Garhbeta Colege. I was very inspired by NCC during my student life. The motto of NCC is unity and discipline. NCC is one of the largest youth organization in India. At that time different classes of NCC like parade, weapon training and map reading classes were very attractive. I got my first chance to do rifle firing at NCC. It was great when we all paraded together. I understood the importance of unity and discipline while parading. Pl staff from the battalion would come and take our NCC classes nicely. The two companies in our college are Coy-4 and Coy-5. During parada classes, ANO from two companies stayed with us and took our classes. I would like to see ANOs in uniform. At that time I wanted to be a ANO. I completed my graduation from Midnapore College. There was no NCC in that college. I completed post graduate from Vidyasagar University.

I joined Garhbeta College in 1985. I was involved in teaching students. After several years in my life, I had the opportunity be become an ANO in NCC. One day suddenly the principal of our college called me to his chamber. He told me that I had to take the charge of NCC of our college. At that time in our college there was no ANO in both two companies. Before I took charge, there was an ANO in NCC and he was transferred to another college. Besides, the CO of the battalion at that time motivated me to take NCC charge. I took charge of the NCC considering the condition of college and the cadets. I first took charge as a caretaker. At that time our CO took me to Panagarh with the NCC cadets for motivation to do rifle firing practice.

At that time our 53 Bengal BN NCC's CO inspired me to become an ANO. He elaborated the benefits of NCC's ANO. At that time many teachers went ahead to take charge of NCC and went to training to become ANO. I went to the Officer Training Academy, Kamptee in 2005 to do the PRCN Course. At that time there was 90 days training at Officer Training Academy, Kamptee. After completing the training I was ranked Lieutenant. I was very happy to get this army rank of Lt. in NCC. I have learned a lot during the training of PRCN course. When I came back to the college at the end of the training, there was an NCC Camp in th college. At that time CO asked me to attend the college camp for experience. After becoming Lieutenant I made my NCC Identity Card and Canteen Smart Card. This Identity Card is very important. It is useful in all parts of India. The canteen smart card also has the advantage of buying things from canteen like army. The NCC officers are given some remuneration as honorarium every month. ANOs are given rank pay during camp. The NCC

Officers have the opoortunity to visit NCC camps in different states. ANOs have the opportunity to watch various cultural programs of India on the same stage. I did National Integration camps at various places in Warangle (A.P.), Gulbarga (Karnataka), Ahmednagar (Maharashtra), Rohtak (Hariana), Nasik (Maharashtra), Mannampandal (Tamil Nadu), Tazpur (Assam). I did Advanced Leadership Camp in Ahmedabad, Gujrat. I did All India Trekking Camp in Malayattoor, Ernakulam, Kerala. I did Thal Sainik Camp (TSC) in Delhi Cantt, Delhi. Also I did some other camps like Army Attachment Camp, CATC, ATC etc. I participated in various social work and awareness programs with NCC cadets like Blood Donation Camp, Pulse Polio Vaccination Campaign, AIDS awareness, environment awareness, Health and Hygiene awareness etc. I participated in a Bicycle Expedition from Bishnupur to Digha with NCC cadets. I went to Officers Training Academy (OTA), Kamptee in March 2009 for a 30 day Refresher Course for promotion from Lieutenant to Captain. Captain rank was awarded to me from 11.10.2013. I went to OTA, Kamptee in March 2018 for a 30 day Referesher Course for promotion from Camptain to Major. Major rank was then awarded to me from 11.10.2020. I consider myself blessed to be working as an ANO at NCC. I have learned a lot from the NCC under the strong guidance of Army personnel. I was overwhelmed by their personality, patriotism, courage and knowledge on various fields. During my NCC, many NCC cadets joined the Army and various Defence Services. NCC enhances the quality of character, courage, discipline, leadership, sportsmanship, spirit of adventure, comradeship and secular outlook of a youth. I think every student needs to take NCC training in their student life.

I am finishing my write up with a greeting to everyone.

==0==

"Dream is not that you see in sleep, dream is something that does not let you sleep."

-- *A.P.J. Abdul Kalam*

স্মৃতির আঙ্গিনায়

অসীম কুমার দে
প্রাক্তন ছাত্র ও কোষাধ্যক্ষ, গড়বেতা কলেজ

সালটা ১৯৮২। গ্রামের বিদ্যালয় থেকে কাদামাখা মেঠো পথ পেরিয়ে শিলাবতীর কোমর সমান জল পার হয়ে এই মহাবিদ্যালয়ে আসা। নতুন পরিবেশ, শহরের কালচার সবকিছু মানিয়ে নেওয়া এক অদ্ভুত অনুভূতি। সকাল ১০ টার সময় ক্লাস শুরু হয়ে বিকাল ৫টায় শেষ হতো। মাঝে কিছু অফ পিরিয়ড থাকতো। সেই সময় আমরা রসায়ন বিভাগের পাশে স্টুডেন্ট কমন রুমে টেবিল টেনিস খেলতাম। বাংলা বিভাগের অধ্যাপক কিশোরী বাবু, অধ্যাপক অসীম সান্যাল বাবুর বাংলা গদ্য এবং কবিতার লেকচার আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনতাম। শ্রদ্ধা জানাই আমার সময়ের সেই সকল শিক্ষক দের যাদের পাঠদান শুনে কোনোদিন বই এর পাতা ওলটানোর প্রয়োজন হতো না। পরীক্ষার হলে শিক্ষক মহাশয়দের সেই মুখটা মনে পড়তো এবং সঠিক উত্তর গড়গড় করে লিখতাম। পরবর্তী কালে এই কলেজের কোষাধ্যক্ষ পদে যোগদান করি। সেটা এক আলাদা অনুভূতি। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করি আমার পক্ষে যতটা সম্ভব নিজেকে উজাড় করে দেওয়ার। আমার ছাত্রজীবন সময়ের অধ্যাপক মহাশয়গণ অবসর গ্রহণের পর যখন তাঁদের অফিসিয়াল কাজে আমার কাছে আসতেন তখন তাঁদের চোখে মুখে এক অনাবিল আনন্দ প্রকাশ পেতো। কোনও কোনও শিক্ষক মহাশয় তো আমাকে জড়িয়ে ধরে তাদের আনন্দ এমন ভাবে প্রকাশ করতেন যে এর চেয়ে বড় প্রাপ্তি বোধহয় জীবনে পাওয়া সম্ভব নয়। আমার নিয়োগকর্তা অধ্যক্ষ শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রী রঞ্জিত কুমার চৌধুরী মহাশয়ের ভালোবাসা এবং স্নেহ কোনোদিনও ভোলার মতো নয়। প্রথম অফিসে যোগদান করার পর কীভাবে অফিস ডেকোরাম মেন্টেন করতে হয়, জটিল কাজ কীভাবে সহজ করে করতে হয় তা উনি হাতে ধরে শিখিয়ে দিয়ে গেছেন। একটা ঘটনার কথা না বললেই নয়, একবার কলকাতা ডি.পি.আই অফিসে অফিসিয়াল কাজে অধ্যক্ষ মহাশয় এবং আমি পুরুলিয়া এক্সপ্রেসে গিয়ে হাওড়া স্টেশনে নামি। উনি ছিলেন সংরক্ষিত কামরায় এবং আমি সাধারণ কামরায়। স্বভাবতই ট্রেন থেকে নামার পর আমাদের দেখা। স্টেশনে ট্যাক্সি নিলাম। স্যার পিছনের সিটে বসলেন এবং আমি সামনের দরজা খুলে বসতে যাবো, উনি আমাকে ডাকলেন পাশে বসার জন্য, যাতে আমরা অফিসিয়াল কাজের বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করে নিতে পারি। তখন উনি বললেন তুমি যে সামনের গেট খুলে বসতে যাচ্ছিলে ওটাই হচ্ছে অফিসিয়াল ডেকোরাম। এছাড়াও আরও একজনকে চোখ বন্ধ করলেই আমার চোখের সমানে ভেসে ওঠে শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রী শৈলজাপ্রসন্ন মজুমদার, ছাত্র দরদী কাজপাগল এহেন ব্যক্তিত্ব আমার ছাত্র এবং কর্মজীবনে দেখতে পাইনি। দিবারাত্রি এক করে কলেজের পরিকাঠামোর অভূত উন্নয়ন ঘটিয়েছেন। সেই সময় যাঁরা উনার সঙ্গে থেকেছেন তাঁরাই জানেন। রাত্রি ১২ টার ট্রেনে ভাইব্রেটর মেশিন নিয়ে এসে মুড়ি সিঙ্গাড়া খেয়ে কলেজের ছাদ ঢালাই এর কাজ করিয়েছেন। একবার একটা ঘটনার কথা না বললেই নয়, একবার ওনার সঙ্গে ডি.পি.আই.অফিসে কলেজের কাজে গিয়েছি, উনি একজন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী কে বললেন,'স্যার আমাদের এই কাজটা হয়েছে ?' আমি শুনেই স্যারকে বললাম- আপনি একজন অধ্যাপক হয়ে উনাকে স্যার বলার কারণ কী ? উঁনি বললেন এটা বলার ফলে উনি খুশি হয়ে আমাদের কাজটি তাড়াতাড়ি করে দেবেন। হলোও তাই। পরবর্তী পর্যায়ে উনি কলেজের টিচার-ইন-চার্জ এরও দায়িত্ব পালন করেছিলেন। অবসর গ্রহণের পর নেতাজী সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের এফিলিয়েশন নিয়ে গড়বেতা কলেজে পাঠকেন্দ্র শুরু করেছিলেন এবং মুখ্য-সঞ্চালকের দায়িত্বও নিয়েছিলেন এবং ৬৫ বৎসর পর্যন্ত এই দায়িত্ব পালন করে গেছেন। এভাবেই উনারা আমাদের তৈরী করে দিয়ে গেছেন। দেখতে দেখতে ছাত্রজীবনের ও কর্মজীবনের দিনগুলি এই কলেজেই স্মৃতি হিসাবে থেকে যাবে। কালের নিয়মে একদিন আমিও অবসর গ্রহণ করবো এবং নূতন প্রজন্ম কলেজটিকে আরও সুন্দরভাবে এগিয়ে নিয়ে যাবে এই শুভকামনা করে আমার এই ক্ষুদ্র স্মৃতিচারনা শেষ করলাম।

প্রিয়তমা

শাহজাহান মল্লিক
প্রাক্তন ছাত্র ও করণিক, গড়বেতা কলেজ

তোমার সাথে ঘর বেঁধেছি বছর কুড়ি আগে,
আজও তোমার কাছে গেলে প্রেমের জোয়ার জাগে ॥
পৃথিবীটা দেখি আমি, তোমার ভালোবাসার চোখে,
তোমার হাতের পরশ পেয়ে ধন্য ইহলোকে ॥
তোমার বুকেই মাথা রেখে শিক্ষা পেয়েছি কত,
ধন্য আমি তোমার প্রেমে মুগ্ধ আবিরত ॥
তুমি আমার নয়ন মণি তুমি আমার প্রাণ,
ধন দিয়েছো, মান দিয়েছো তুমিই পরিত্রাণ ॥
তোমার কাছেই মান অভিমান, তোমারই সৃজনে,
চিত্ত নিত্য পাথর সাজে ভাষা হীন ক্রন্দনে।
যেথা যাই মম মনে হয় তব, ঠিক আছি তোমারই পাশে,
যেমন করে বৃষ্টির ফোঁটা জড়িয়ে থাকে ঘাসে।
নিত্য দিনের সঙ্গী তুমি, নিত্য পথের সাথী,
তোমার বুকেই মগ্ন ধ্যানে প্রত্যহ দিবারাতি ॥
দেখতে দেখতে পঁচাত্তরে করেছো পদার্পণ,
তবুও নবীনা চিরযৌবনা সকলের প্রিয়জন ॥
ও যে আমার মহামন্দির চরণে ঠেকাই মাথা,
টুকরো টুকরো না বলা কথা স্মৃতিতে আছে গাঁথা ॥
কাছে আমায় পাবেই তুমি হাত বাড়াবে যেই,
যদি না পাও জানবে সেদিন, এই ভুবনে নেই ॥

= = O ==

গড়বেতা মহাবিদ্যালয় ও গোবিন্দ কুমার

শাশ্বত সিংহ
প্রাক্তন ছাত্র ও কম্পিউটার ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্ট, গড়বেতা কলেজ

আজ থেকে প্রায় ৭৫ বছর পূর্বে গড়বেতা এলাকার ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার, মুক্ত চিন্তার উন্মেষ ও বিকাশ এবং সৃজনশীল কর্মকান্ডের মাধ্যমে নতুন মৌলিক জ্ঞান সৃষ্টির লক্ষ্যে এই মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। দীর্ঘ ঔপনিবেশিক শাসনে সমস্তদিক থেকে অবহেলিত, পিছিয়ে পড়া এই গ্রামীণ জনপদ গড়বেতাতে ১৯৪৮ সনে মহাবিদ্যালয় স্থাপিত হতে পারে তা অনেক মানুষের কাছেই ছিলো কল্পনাতীত। কিন্তু দেশমাতৃকার শৃঙ্খল চূর্ণ করার অগ্রণী সেনাপতি গোবিন্দ কুমার ছিলেন ভিন্ন ধাতুতে গড়া। আমৃত্যু শিড়দাঁড়া সোজা রাখা মানুষটির জীবনের আপ্তবাক্যই ছিল " Impossible is a word to be found only in the dictionary of fools." ব্যক্তিগত জীবনের নিতান্তই সংক্ষিপ্ত পরিচয়ে গড়বেতার গৌরব গোবিন্দ কুমার সিংহ কে প্রকৃত বিশ্লেষণ করা সম্ভবপর নয়। বহু ত্যাগ স্বীকার করে, দ্বারে দ্বারে ভিক্ষে করে প্রয়োজনে পারিবারিক জমি, স্ত্রীর গহনা বিক্রয় করে ১৯৪৮ সালে মাত্র জনাকয়েক ছাত্র ছাত্রী নিয়ে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন আমাদের এই প্রাণপ্রিয় মহাবিদ্যালয়।

আজকের দিনে গড়বেতা মহাবিদ্যালয়ের কলেবর পূর্ণাঙ্গ রূপ পেয়েছে। মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, শিক্ষাকর্মী, সহস্রাধিক ছাত্রছাত্রীদের ভালোবাসা, নিষ্ঠা; সরকারি আনুকূল্য, সর্বোপরি স্থানীয় জনগনের সহযোগীতায় প্রতিষ্ঠানটি আজ বিপুল মহীরুহের মত দাঁড়িয়ে রয়েছে। গড়বেতার মত একদা শিক্ষায় সম্পূর্ণ অনগ্রসর এলাকায় আজ প্রতি পাড়াতেই ১০-১৫ জন স্নাতকের অস্তিত্ব সম্ভব করে তুলেছে এই প্রতিষ্ঠান।

স্বর্গীয় গোবিন্দবাবুর বর্ণময় কর্মজীবনকে আমরা দুইভাবে বিশ্লেষণ করতে পারি, ১৯৪৭ সনের পূর্বে দেশকে পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্ত করবার জন্য একজন অকুতোভয়, আদ্যপ্রান্ত সুভাষপন্থী স্বাধীনতা সংগ্রামী যাঁকে ১৯৩০, ১৯৩১, ১৯৩৩, ১৯৪২ এ বিভিন্ন ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাগারে বন্দী থাকতে হয়েছিলো। ১৯৪৭-এর পরবর্তী স্বাধীন ভারতবর্ষে আমরা গোবিন্দ কুমারকে পেয়েছি বহুমুখী জনকল্যাণ, সমাজকল্যাণকর কার্যকলাপে। এরই ফলশ্রুতিতে ১৯৬২-৬৭ পর্বে মেদিনীপুর লোকসভা কেন্দ্র থেকে সাংসদ হিসেবে নির্বাচিত হন। এই সময়পর্বে গড়বেতা মহাবিদ্যালয়ের বেশ কিছু উন্নতিসাধন হয়েছিলো।

সৃষ্টির সেই উষালগ্নে গড়বেতা মহাবিদ্যালয়কে নিয়ে যুবক গোবিন্দকুমার যে স্বপ্ন দেখেছিলেন তা আজ অনেকাংশেই সফল। গড়বেতা মহাবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠালগ্নে এলাকার বেশকিছু গুণীজন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই মহৎ নির্মাণকল্পে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন, যাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন তাঁরই অভিন্ন হৃদয় বন্ধু ভারতমায়ের দামালছেলে স্বাধীনতা সংগ্রামী বসন্ত কুমার সরকার মহাশয়।

অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার অন্যতম প্রাচীন শিক্ষার এই মন্দির জ্ঞান আহরণ ও বিতরণের গৌরবগাঁথা নিয়ে ৭৫ তম বর্ষ অতিক্রম করছে, এই পবিত্রক্ষণে দাঁড়িয়ে কবিগুরুর ভাষায় স্মরণ করি সেই মহাত্মাকে-

"আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ-ধূলার তলে"

= = ০ = =

গোবিন্দ কুমার সিংহ ও গড়বেতা কলেজ

মুকুল সিংহ*
প্রাক্তন ছাত্র, গড়বেতা কলেজ

আমার প্রিয় গড়বেতা কলেজ যে কলেজ আমার মননে, চিন্তনে, হৃদয়ে চিরকালীন। এই কলেজের সঙ্গে সেই কোন বাল্যকাল থেকে আজ অবধি তিনপুরুষের যোগাযোগ, ছোটবেলায় আমার দাদু স্বর্গীয় গোবিন্দ কুমার সিংহ যিনি এই কলেজের প্রতিষ্ঠাতা, সম্পাদক ছিলেন, আমার বাবা স্বর্গীয় যুগলকিশোর সিংহ, যিনি এই কলেজে হেড ক্লার্ক হিসেবে কর্মজীবন অতিবাহিত করেছেন। তাঁদের হাত ধরেই আমার এখানে আসা যাওয়া শুরু আর বড় হয়ে আমি একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণী থেকে স্নাতক অবধি এই গড়বেতা কলেজেই পড়েছি।

আজ আমার এই প্রতিবেদনে আমার দাদুর সম্পর্কে আলোকপাত করবো যিনি এলাকার সবার প্রিয় "বাবুজি" নামেই পরিচিত ছিলেন, স্বগীয় গোবিন্দ কুমার সিংহ জন্ম গ্রহণ করেছিলেন ১৯০০ সালে, অধুনা চন্দ্রকোনা থানার কেঁচকাপুর গ্রামে। তিনি ছিলেন অখন্ড মেদিনীপুর জেলার এক জন অন্যতম স্বাধীনতা সংগ্রামী, ইংরেজ শাষকের বিরুদ্ধে এক আপস হীন সৈনিক, কর্মবীর, গঠন মূলক কাজের উদ্যোগী পুরুষ এবং শিক্ষাব্রতী। এই স্বল্প পরিসরে তার মতো সংগ্রামী মানুষের জীবনের চড়াই-উতরাইয়ের বর্ণনা দেওয়ার ক্ষমতা আমার নেই। তবুও অগোছালোভাবে হলেও লেখার চেষ্টা করছি।

পনের বছর বয়সে বিখ্যাত স্বাধীনতা সংগ্রামী, কংগ্রেস নেতা রামসুন্দর সিংহ এবং সতীশ নারায়ণ অগস্তির সংস্পর্শে এসে গোবিন্দ কুমার স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেন। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই সাংগঠনিক দক্ষতা ও সাহসিকতার জন্য জেলা নেতৃত্বের নজরে পড়েন তিনি। কংগ্রেস দল তাকে বিভিন্ন গুরুদায়িত্ব দিয়ে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে অগ্রণী সৈনিক এর ভূমিকায় কাজে লাগালো। যুবক গোবিন্দ কুমারের এক মাত্র স্বপ্ন কি ভাবে ব্রিটিশদের হাত থেকে দেশের স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনা যায়। মূলত তিনি নেতাজী পন্থী ছিলেন কিন্তু নেতাজির অন্তর্ধানের পর গান্ধী পন্থীদের সাথে মিলেই আন্দোলন সংগঠিত করেছিলেন। আর এই জন্য তাকে প্রথমবার জেলে যেতে হয় ১৯৩০ সালে, দ্বিতীয়বার ১৯৩১ সালে, ১৯৩৩ সালে তৃতীয় বার, এরপর ১৯৪২ সালে বিখ্যাত ভারত ছাড়ো আন্দোলনে যোগ দিয়ে তিনি চতুর্থবারের জন্য ব্রিটিশ কারাগারে বন্দি হন।

বছরের পর বছর ধরে তিনি দমদম সেন্ট্রাল জেল, হিজলি জেল ও মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেলে কঠোর পরিশ্রম সহ কারাবাস করেন। ১৯৬২ সালে তিনি মেদিনীপুর কেন্দ্র থেকে সাংসদ নির্বাচিত হন। তার বাগ্মীতার জন্য সাংসদ হিসেবেও বিশেষ অবদান রেখেছিলেন তিনি। এই দেশ ভক্ত, সমাজসেবী, জনদরদী, স্বদেশ প্রেমী মানুষটি স্কুলে পড়তে পড়তেই স্বাধীনতা আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। তার বাংলা সহ হিন্দি, ইংরাজি ও সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষার উপর অগাধ দখল ছিল, এই সব ভাষায় অনর্গল কথা বলতে এবং বক্তৃতা দিতে পারতেন তিনি। সেই সময়ে গড়বেতার মত এক অনুন্নত, পিছিয়ে পড়া গ্রামীণ এলাকায় শিক্ষাপ্রসারের জন্য কলেজ তৈরীর ভাবনা আসে তার মাথায়, সেই ভাবনা ঐ সময়কালে দাঁড়িয়ে ছিল অত্যন্ত আধুনিক এবং সাহসের, উনি তা সফল করে দেখিয়েছিলেন। আর তারই ফলস্বরূপ আজকের এই বিশাল গড়বেতা কলেজ। যা আজ জেলার মধ্যে অন্যতম সেরা কলেজ হিসেবে পরিচিত।

দেশ স্বাধীনতার আগে গড়বেতা এলাকার কলেজ স্তরের শিক্ষার কোনো সুযোগই ছিল না, হয়তো এই কারণেই এইবিস্তীর্ণ এলাকার মেধাবী ও গরীব ছাত্র ছাত্রীদের কথা ভেবে গড়বেতা তে একটি কলেজ স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা বেশী করে অনুভব করেন তিনি, সঙ্গী হিসেবে পান এলাকার আইনজীবী বঙ্কিম বিহারী মন্ডল ও

* স্বর্গীয় গোবিন্দ সিংহ এর জৈষ্ঠ পুত্র, এই কলেজের প্রাক্তন প্রধান করণিক স্বর্গীয় যুগলকিশোর সিংহের প্রথম সন্তান।

স্বাধীনতা সংগ্রামী রাসেন্দু সরকারকে। পরবর্তীতে এই ত্রয়ীর সাথে যোগ দেন আমলাগোড়া অঞ্চলের বাসিন্দা, বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী বসন্ত কুমার সরকার, তিনি কলেজ তৈরির জন্য ১২.৮৮ একর জমি দান করেন, এছাড়াও তৎকালীন মেদিনীপুর জমিদারি কোম্পানি কলেজের জন্য ৯.৫৬ একর জমি দেন। গোবিন্দ কুমার সিংহ সেই সময় কলেজ তৈরির জন্য নিজের স্ত্রীর গহনা বিক্রি করে অর্থ সংগ্রহ অভিযান শুরু করেন এবং সাথে সাথে এলাকার মানুষের কাছ থেকে ব্যাপক সাড়া পান। সাড়া পড়ে যায় এখানকার সমস্ত মানুষের মধ্যে। যে ভাবেই হোক গড়বেতাতে কলেজ করতেই হবে। কিছু দিনের মধ্যেই এখনকার ব্যানার্জীডাঙা হাইস্কুলে প্রথম শুরু হয় কলেজ। সব বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে তৈরি হয় জঙ্গলের ভেতর গড়বেতা কলেজ। এই কলেজের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক গোবিন্দ বাবু আমৃত্যু সম্পাদক ছিলেন। কলেজটি তার ব্যক্তিগত নামে করার জন্য বারবার সেই সময়কার কলেজ পরিচালন সমিতি অনুরোধ করা সত্ত্বেও তিনি কখনই তাতে রাজি হননি। "গড়বেতা কলেজ" নামেই এই কলেজটি অমরত্ব পাক তাই তিনি মনেপ্রাণে চাইতেন। তবুও আমার ধারণা এই কলেজ যতদিন থাকবে স্বর্গীয় গোবিন্দ কুমার সিংহের নামও ততদিন এর সাথে ওতপ্রতভাবে জড়িয়ে থাকবে। গোবিন্দ কুমার সিংহ ছিলেন জেলার তৎকালীন সমবায় আন্দোলনের অগ্রনী সৈনিক, ১৯৩১ থেকে ১৯৪২ সাল অবধি গড়বেতা থানা কংগ্রেসের সম্পাদক ছিলেন। লাহোর কংগ্রেস অধিবেশন থেকে শুরু করে যতদিন কংগ্রেস দলে ছিলেন তিনি এআইসিসির সদস্য হিসেবে প্রতিটি কংগ্রেস অধিবেশনে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। পরে কংগ্রেস বিভক্ত হওয়ার পরে "সংগঠন কংগ্রেসে" যোগদান করেন, এক সময় "সংগঠন কংগ্রেস" মিশে যায় "জনতা দলে" তিনিও যুক্ত হোন জনতা দলের সাথে। শেষ জীবনে তীব্র ইন্দিরা কংগ্রেস বিরোধী মানসিকতা নিয়েই জয়প্রকাশজীর আন্দোলন থেকে ভূমিষ্ঠ জনতা দলে তিনি সক্রিয় ছিলেন। এইভাবেই তাঁর রাজনীতির ময়দানে বিচরণ ছিল।

এই জন দরদী, নির্লোভি, অসম্প্রদায়িক, জননেতা খুব সাধারণ ভাবেই জীবন নির্বাহ করতেন তিনি। রাজনীতিতে ডঃ বিধান রায়, সতীশ সামন্ত, রাম সুন্দর সিংহ, অতুল্য ঘোষ, প্রফুল্ল সেন, অজয় মুখার্জি, নিকুঞ্জ মাইতিদের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন তিনি। তাঁর সাথে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের। জরুরী অবস্থার সময়ে তৎকালীন শাষকের রোষানলে পড়তে হয় তাঁকে। অবাক করা ঘটনা হলো তার মতো স্বাধীনতা সংগ্রামীকেও স্বাধীন ভারতে শাষকের দ্বারা নির্যাতিত হতে হয়েছিল সে সময়। গড়বেতার হাসপাতাল তৈরীর পেছনে তার অবদান আজও এলাকার মানুষ শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন।

১৯৮০ সালের ২১ শে ডিসেম্বর তাঁর প্রয়ান ঘটে, কিন্তু মৃত্যুর এতোগুলো বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও আজও তিনি গড়বেতার মানুষের মনের মণিকোঠায় উজ্জ্বল হয়ে আছেন। এলাকার সর্বসাধারন আজও তাকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন। তার স্বপ্নের কলেজ আজ ৭৫ বছর বয়সে পদার্পণ করল এই কলেজের কলেবর আরো বৃদ্ধি পাক, হাজার হাজার বছর ধরে চলুক এই কলেজ, গোবিন্দ কুমার সিংহের পৌত্র এবং এই কলেজের প্রাক্তন ছাত্র হিসেবে এই কামনা করি আমি।

= = ০ = =

আমার কলেজ, আমার গর্ব

রূপশঙ্কর ভট্টাচার্য *
প্রাক্তন ছাত্র, গড়বেতা কলেজ

কাল একটা দারুণ খবর দেবো... চমকে যাবেন ! বলেই ফোনটা কেটে দিলেন অধ্যক্ষ হরিপ্রসাদ সরকার। ঘুরিয়ে বার তিনেক রিংব্যাক করতে গিয়ে শুনতে হল 'ব্যস্ত হ্যায়'। কী খবর, যা চমকে দেওয়ার মতো ? খবর সন্ধানী উৎসুক মনে তখন হরেক প্রশ্নের উদ্রেক। রাতেই স্যার ফোন করে কৌতুহল মেটালেন- কাল থেকে আমাদের কলেজে সচিত্র পরিচয়পত্র চালু হচ্ছে, ছাত্রছাত্রীদের ইউনিফর্মের সাথে -সচিত্র পরিচয়পত্র নিয়ে কলেজে আসা বাধ্যাতামুলক করা হচ্ছে।

প্রথমে স্বাভাবিকই মনে হচ্ছিল। এ এমন কী- প্রত্যেক স্কুলেই তো ইউনিফর্ম আছে ! অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিচয়পত্রও আছে ! ভুল ভাঙল অধ্যক্ষের কথায়। ফোনের ওপ্রান্ত থেকে স্যার বললেন, "কলেজের ছাত্র ছাত্রীদের ইউনিফর্ম আমি আসার আগের থেকেই চালু ছিল। কিন্তু তাঁদের পরিচয়পত্র ছিল না। সচিত্র পরিচয়পত্র করে দিয়েছি। ইউনিফর্মের সাথে যা গলায় ঝুলিয়ে মূল প্রবেশপথের রক্ষীকে দেখিয়েই কলেজে ঢুকতে হবে, নচেৎ নয়। বাইরের কেউ এলেও কলেজ গেটে সই-সাবুদ করে ঢুকতে হবে।"

কলেজেও এত কড়াকড়ি ! কলেজ মানে তো স্বাধীন। বাঁধন ছাড়া উচ্ছাস। রোমান্টিসিজম্। স্কুলের অনুশাসন ডিঙিয়ে স্বাধীন চিন্তার বৃত্তে প্রবেশ। সেই কলেজেই নাকি 'নো আইডেন্টিটি কার্ড, নো এন্ট্রি'। হ্যাঁ, কয়েকবছর আগে সেটাই করে দেখানোর স্পর্ধা দেখিয়েছিল গড়বেতা কলেজ। আমার কলেজ। স্পর্ধা, হ্যাঁ স্পর্ধা – কারণ সেই সময় কলেজে কলেজে বহিরাগতদের প্রবেশে বিশৃঙ্খলার খবর সামনে আসছে। এই জেলার কলেজ গুলিতেও ঘটে গিয়েছে একাধিক ঘটনা। বহিরাগতদের আটকাতে উচ্চ শিক্ষা দফতর কড়া পদক্ষেপ করছে। এই সময়ে মফস্বলের এই কলেজে ছাত্রছাত্রীদের সচিত্র পরিচয়পত্র করে অন্যদের প্রবেশে নিয়ন্ত্রণ জারি করা কম মুন্সিয়ানা নয়। পরের দিন আনন্দবাজারে প্রকাশ হয়েছিল গড়বেতা কলেজের এই পদক্ষেপের কথা !

সাম্প্রতিক কালে গড়বেতা কলেজের এরকম বেশ কয়েকটি পদক্ষেপ সাড়া ফেলে উচ্চ শিক্ষামহলে। যেমন, বিভাগীয় প্রধানদের মেয়াদ ২ বছর করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত। কয়েকমাস আগেই যা কার্যকর হয়েছে কলেজে। ১০টি বিভাগের ১০ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা বিভাগীয় প্রধান নির্বাচিত হবেন রোটেশনের ভিত্তিতে, তাঁরা এই পদে থাকতে পারবেন সর্বোচ্চি ২ বছর। এর আগে যিনি বিভাগীয় প্রধান হতেন তিনি বছরের পর বছর অবসর নেওয়া অবধি একই পদেই থেকে যেতেন, অন্যদের ইচ্ছে থাকলেও উপায় থাকত না। নতুন সিদ্ধান্ত গড়বেতা কলেজের এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ। এছাড়া করোনা কালে ঘরবন্দী ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক -শিক্ষিকা সহ কলেজের সবার জন্য মানসিক অবসাদ কাটাতে বিশেষজ্ঞদের রেখে অনলাইন কাউন্সেলিংয়ের ব্যবস্থা গড়বেতা কলেজের আরও একটি কার্যকরী পদক্ষেপ। শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ সপ্তাহ পালন থেকে, মহিলা শাখা 'সহেলি'র সচেতনামূলক কর্মসূচি, কিংবা শারীরিক প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও উচ্চ শিক্ষার স্বপ্ন দেখা শ্রীপর্ণাদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া - গড়বেতা কলেজ স্বতন্ত্র সামাজিকতায়, মানবিকতায়। যে কলেজে চালু হয়েছে পোস্ট গ্রাজুয়েট কোর্স এখানেই এখন পড়া যাচ্ছে এমএ, এমএসসি। পঁচাত্তরের মুকুটে এটাও এক নজির।

নিজের কলেজের এই দৃষ্টান্তে কার না ভালো লাগে ! পেশাগত কাজের সূত্রে আমার কলেজ গড়বেতা কলেজের নানাবিধ খবর পাই। অনেক খবর তৃপ্তি দেয়, বেদনাও বাড়ায়। পাশ দিয়ে পেরিয়ে গেলে এখনও ভেসে উঠে গড়বেতা কলেজে সেই পড়ার দিনগুলি। বাংলার অসীমবাবু, কিশোরীবাবু, ইতিহাসের অলোকবাবু,

* সাংবাদিক, আনন্দবাজার পত্রিকা।

মৃণালবাবুদের ক্লাস ভোলার নয়। সেইসময়ের অধ্যক্ষ স্বপনবাবু (বাগচি) ছিলেন রাশভারি মানুষ। সামনে যেতে ভয় লাগত। বিলাসদার ক্যান্টিনে বসে অল্প খাওয়া, বেশি আড্ডার দিনগুলো ভুলি কি করে! এখনও কলেজে কোনও অনুষ্ঠানে গেলে নষ্টালজিক হয়ে পড়ি। এই অনুভূতি সুদূর দিল্লিতে বসেও অনুভব করেন প্রখ্যাত বিজ্ঞানী দেবীপ্রসাদ সরকার। গড়বেতা কলেজের এই প্রাক্তনী ১৯৯৮ সালে 'শান্তিস্বরূপ ভাটনগর' পরস্কার পেয়েছিলেন। গতবছর শিক্ষকতার অসামান্য অবদানের জন্য দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ড' পেয়েছিলেন। এই মহান বিজ্ঞানীর সাক্ষাৎকার নেওয়ার সময় তাঁর কথায় ঘুরেফিরে এসেছে গড়বেতা কলেজের কথা। এখনও আনন্দবাজারে আমর কোনও লেখা ভালো লাগলে মোবাইলে মেসেজ করে প্রশংসা করেন তিনি, যা প্রেরণা যোগায়।

আমার সেই কলেজের কলেবরের শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে অনেকটাই। পরিচালন কমিটির সভাপতি বিধায়ক উত্তরা সিংহ ও বর্তমান অধ্যক্ষ হরিপ্রসাদ সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় গড়বেতা কলেজ জেলার শিক্ষা মানচিত্রে উল্লেখযোগ্য স্থান করে নিয়েছে। শুধু পঠনপাঠনই নয়, খেলাধুলো, সাংস্কৃতিক চর্চা, এমনকি সামাজিক সচেতনতার কাজেও এই কলেজের ছাত্রছাত্রীরা অগ্রণি ভূমিকা নিচ্ছেন। তাঁদের পাশে সর্বদা থাকেন শিক্ষক, শিক্ষিকা, শিক্ষাকর্মী সহ পুরো কলেজ কর্তৃপক্ষ। এই সাফল্যের রসায়নটাই হল টিম ওয়ার্ক। যার কাঁধে ভর করেই পঁচাত্তরের মাইলফলক পেরোবে আমার গর্ব আমার কলেজ।

= = ০ = =

"বিবাদ নয়, সহায়তা; বিনাশ নয়, পরস্পরের ভাব গ্রহন;
মতবিরোধ নয়, সমন্বয় ও শান্তি।"

– স্বামী বিবেকানন্দ

প্রাক্তনের কলমে

সৌমিত্র পাল
প্রাক্তন ছাত্র, দর্শন বিভাগ, গড়বেতা কলেজ
ও স্টেট এইডেড্ কলেজ টিচার, বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী মহাবিদ্যালয়, ঝাড়গ্রাম

Past never be removed from our heart, but it is most beautiful to us while we remember - এই স্বরচিত লাইনটির তাৎপর্য হল এই যে, অতীতের ঘটনাগুলি আমাদের হৃদয়ে সঞ্চিত হয়ে থাকে; এগুলিকে কখনোই মুছে ফেলা যায় না, কিন্তু অতীতের ঘটনাগুলি তখনই সুন্দর হয়ে উঠে যখন সেই গুলি আমাদের স্মৃতি পটে সময় সময় জাগ্রত হয়। এই সুবৃহৎ মানব জীবনে নানা ঘটনার সমাহারের মধ্যে কলেজের জীবনের কিছু কথা স্মৃতি পটে প্রতিবিম্বিত হয়। তারই কিছু কথা নিজের মতো করে লেখলাম।

নমস্কার! জীবনের ঘোড়া দৌড়ে ব্যস্ত ক্লান্ত দিন যাপনে হারিয়ে যাওয়া কিছু স্মৃতি হঠাৎ লেখার মাধ্যামে প্রকাশ করার সুযোগ পেয়ে নিজেকে আপ্লুত মনে হল। এক্ষণে বারে বারে মনে হয় কবির সে কথন। কবির ভাষায় বলতে পারি–

"সেই সমধুর স্তব্ধ দুপুর, পাঠশালা পলায়ন–
ভাবিলাম হায় আর কি কোথায় ফিরে পাব সে জীবন"

প্রত্যেক মানুষকেই অভিজ্ঞতাকে পাথেয় করে জীবনের প্রতিটা বাঁক চলতে হয়। সবসময় যে অভিজ্ঞতা আর অনুভূতি গুলোর স্বাদ সুখকর হয় তা বলা বোধহয় সংগত হবে না। তবে সদ্য স্কুলের সীমারেখা পার করে যখন কলেজে প্রবেশ করি তখন ধারণা গুলো কিছুটা এলোমেলো ছিল; আবার কিছুটা সাজিয়ে নিতে হয়েছে নিজের মতো করে। বোধহয় সকলের ক্ষেত্রেই তাই হয়। ঋতুরাজ বসন্ত বৎসরে একবার যেমন সারা পৃথিবীকে সাজিয়ে দিয়ে যায়, তেমনি আমাদের এই সংক্ষিপ্ত জীবনে কলেজ লাইফ তারই মতো করে আসে। স্কুল জীবনের পরেই এই বসন্ত ঋতুর আগমন। সব ক্ষেত্রেই যেমন কিছু প্রথাগত নিয়ম থাকে; এইখানেও সেই নিয়মের ব্যতিক্রম ছিল না, তবে কিছুটা শিথিলতা ছিল তা বলতেই হয়। আমাদের সময় প্রথম দিকে কলেজের কোন ইউনিফর্ম চালু হয় নি, তবে কয়েকমাস পর পরই ইউনিফর্ম চালু হয়েছিল। এখনো সেই নিয়ম চালু রয়েছে। এই বিষয়ে স্কুলের সাথে মিল খুঁজে পেয়েছিলাম। কিছুটা বিরক্ত যে হইনি তা না বললে বাতুলতা হবে। তবে এর প্রাসঙ্গিকতা অনস্বীকার্য।

স্কুল জীবন থেকেই দর্শন নিয়ে পড়ায় আগ্রহ জন্মেছিল। ভর্তি হলাম স্নাতকে, দর্শনে সান্মানিক নিয়ে, শুরু হলো পথ চলা। মনে হয়েছিল 'এই তো আমার হারিয়ে যাওয়া বন্ধু, যে আমার হাত কোন দিন ছাড়বে না।' এই ভাবনাটা আমাকে সফল হতে সাহায্য করেছে। বিষয় নিয়ে আমার কোন আফসোস্ সেইদিনও ছিল না; আজ তো নেই ই। যদিও এই নিয়ে অনেক বাঁকা কথা শুনতে হয়েছিল। তবে আমার কাছে কেউ সুবিধে করতে পারেনি। এরপর ধীরে ধীরে বিভাগের সমস্ত অধ্যাপক স্যারদের সাথে পরিচিতি গড়ে উঠল। ক্লাসে কিছু জনের সাথে বন্ধুত্ব গড়ে উঠল। তাঁদের সকলের স্নেহের আর্শীবাদ পেয়ে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে হতে লাগল। আমার সকল শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ও অধ্যাপিকাদের চরণ কমলে শ্রদ্ধার্ঘ্য। কবির ভাষায়–

"দেবী অনেক ভক্ত এসেছে তোমার চরণতলে
অনেক অর্ঘ্য আনি;
আমি অভাগ্য এনেছি বহিয়া নয়ন জলে
ব্যর্থ সাধনখানি"

আমি যে সমস্ত অধ্যাপক মহাশয়-মহাশয়াদের পেয়েছিলাম তাঁদের মধ্যে কয়েকজন হলেন মাননীয় অধ্যাপক তারাপদ ঘোষ (ফুল টাইম অধ্যাপক) মহাশয়, মাননীয় অধ্যাপক শঙ্কর আদক (ফুল টাইম অধ্যাপক) মহাশয়, মাননীয় অধ্যাপক শঙ্কর প্রসাদ দত্ত (আংশিক সময়ের শিক্ষক) মহাশয় ও মাননীয় অধ্যাপক অজয় সামন্ত (আংশিক সময়ের শিক্ষক) মহাশয়। এছাড়াও কিছু সময়ের জন্য পেয়েছিলাম অপর এক শিক্ষিকা মাননীয়া রুশা ধর (আংশিক সময়ের শিক্ষিকা) মহাশয়া। যদিও এনাদের মধ্যে একজনকেই হারিয়ে ফেলেছি – আমাদের সকলের প্রিয় অধ্যাপক তারাপদ ঘোষ মহাশয়। উনাদের কাছে বিষয় সংক্রান্ত কোন সমস্যা নিয়ে গিয়ে কখনো কোন প্রকার আশাহত হতে হয়নি। সকলের আন্তরিক সহৃদয় ব্যবহার সকল বাধাকে জয় করতে সর্বদা অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। এখন একটি কলেজে অধ্যাপনার কাজে নিয়োজিত থাকার পাশাপাশি একটি স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানে গবেষণা করছি। নিজের এই সাফল্য বিভাগকে তথা কলেজকে উৎসর্গ করলাম।

গড়বেতা কলেজের অবস্থান গড়বেতা রেল স্টেশন থেকে মাত্র কয়েক কিলোমিটারের ব্যবধান ঘুচিয়ে দিতে পারলেই কলেজের দ্বারপ্রান্তে চলে আসা যাবে। এখন অবশ্য যোগাযোগ ব্যবস্থা নিয়ে অভিযোগ করার কোন জায়গা নেই। বিগত ১৪ বছর আগের কলেজে আমাদের সময়কালে যে পরিবেশ ও পরিকাঠামো ছিল তাও কিন্তু এখনকার অন্যান্য কলেজকে টেক্কা দিতে বিশেষ ভাবে সক্ষম ছিল। কলেজের সুবৃহৎ বাগানটি সহজেই সকলের মনে জায়গা করে নেবে। এর সাথে পরিকাঠামোগত উন্নয়নও লক্ষ্যনীয়। এখন তো বিলাস বহুল প্রাসাদসম পরিকাঠামো, উন্নত মানের গ্রন্থাগার, কি নেই; খেলার মাঠ, উন্নতমানের শরীর চর্চা করার জন্য যন্ত্র সামগ্রী আরও অনেক কিছু। অনেক কিছু হয়তো বাদ থেকে গেল। স্বাভাবিক নিয়মে স্মৃতির বেড়াজালে কিছু বিস্মরণও ঘটে। বিগত কয়েক বছরে কলেজের সার্বিক উন্নতি চোখে পড়ার মতো। আজ আমাদের গড়বেতা কলেজের মুকুটে ৭৫ বৎসরের একটি নতুন পালক যুক্ত হচ্ছে। সত্যিই স্বাধীনতা পরবর্তী আমাদের সবার প্রিয় কলেজটি প্রবহমান নদীর স্রোতের মত জ্ঞানের বারিধারা যে ভাবে বর্ষিত করছে / করবে ও আমাদের জ্ঞানের ভূমিকে সিক্ত করছে / করবে তার জন্য কৃতজ্ঞতার অবকাশ থাকার চেয়ে ঋণ স্বীকার করলে আমার মনে হয় না অত্যুক্তি হবে। স্বাধীনতা লগ্নে প্রতিষ্ঠিত আমাদের কলেজটি সমৃদ্ধশালী হয়ে আরো গৌরবান্বিত হতে থাকবে এই আশা আমাদের কাঙ্খিত ফল দিবে।

সর্বোপরি, আমি কৃতজ্ঞচিত্তে ঋণ স্বীকার করি গড়বেতা কলেজের মাননীয় অধ্যক্ষ অধ্যাপক ডঃ হরিপ্রসাদ সরকার মহাশয়ের তথা কর্তৃপক্ষের তথা অধ্যাপক-অধ্যাপিকা সহ এই পরিবারের অন্তর্ভুক্ত সকল সদস্য-সদস্যাদের নিকট; যাদের নিরলস প্রচেষ্টা ও আন্তরিকতা কলেজকে উচ্চতর স্থানে থেকে উচ্চতম স্থানে পৌঁছতে সহায়তা করছে / করবে। সবশেষে, ধন্যবাদ সহযোগে ৭৫ বছর পূর্তি অনুষ্টানের সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি।

= = ০ = =

গড়বেতা মহাবিদ্যালয় - অনুভবে, অনুধ্যানে

হরেন্দ্রনাথ সাহা
প্রাক্তন ছাত্র, বাংলা বিভাগ, গড়বেতা কলেজ

মহাবিদ্যালয়ের ইতিহাস -

বগড়ী পরগনার অন্তর্গত গড়বেতা ছিল একটি ছোট্ট গ্রাম। বর্তমান পশ্চিম মেদিনীপুরের উত্তর সীমান্ত লগ্ন প্রান্তীয় শেষ জনপদ হলো গড়বেতা। বকদ্বীপ অঞ্চলের নগরী বেত্রবতী থেকেই এর নামকরণের কথা মানা হয়। পরে বকদ্বীপ 'বগড়ি' নামে পরিচিত হতে থাকে। ১৮১৮ সালে প্রকাশতি এশিয়াটিক রিসার্চের একটি খণ্ডে এখানের কয়েকটি স্থান নামের সঙ্গে "বেতাগড়" এর উল্লেখ আছে দেখা যায়। অপেক্ষাকৃত অবচীন গ্রন্থ গোরাচাঁদ গিরি রচিত "মেদিনীমঙ্গল" কাব্যে উল্লিখিত নামটি হল গড়বেতা।

গড়বেতার ইতিহাস খুঁজলে পাওয়া যায়, এই স্থান ষোড়শ শতাব্দীতে শিল্পকলা ও সংস্কৃতির দিক থেকে খুবই জনপ্রিয় ছিল। গড়বেতাতে ঘটে যাওয়া অনেক উত্থান-পতনময় ঘটনার সাক্ষী থেকেছে বয়ে যাওয়া শিলাবতী নদী। ব্রিটিশ অপশাসনের অনেক ঘটনার সাক্ষী থেকেছে গড়বেতা এবং তীব্রভাবে তার প্রতিরোধ করেছেন এখানকার মানুষজনেরা। জাতির উন্নতিকল্পে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন এলাকার মানুষজন, গড়বেতা হাই স্কুল স্থাপনের মাধ্যমে ১৮৮৮ সালে। এটা একটা মাইলস্টোন ছিল জঙ্গলমহলে শিক্ষার বিস্তার ঘটানোর ক্ষেত্রে। 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের বিখ্যাত এবং খুবই জনপ্রিয় নেতা প্রয়াত গোবিন্দ কুমার সিংহ মহাশয় উচ্চ শিক্ষা উন্নতির জন্য এলাকার মানুষজনের পূর্ণ সমর্থনে ১৩ আগষ্ট, ১৯৪৮ সালে গড়বেতা মহাবিদ্যালয় স্থাপন করেন, যার মাধ্যমে 'রাঢ় বাংলা' পেয়েছিল উচ্চশিক্ষার একটি প্রশস্ত পথ। অতীতে গড়বেতা ছিল সংস্কৃতির দিক থেকে ঐতিহ্যময় স্থান। পবিত্র শিলাবতী নদির তীরেই অনেক মহান সন্তান যেমন- স্বাধীনতা সংগ্রামী, শিক্ষাবিদ জন্মগ্রহণ করেছেন। গনগনির লালমাটি পর্যটকদের আকর্ষণ করে তাই সারা বছরই অনেক পর্যটক বিভিন্ন উৎসব-অনুষ্ঠানে এখানে আসেন। তবে সময়ের স্রোতে অনেক কিছুই পরিবর্তন হয়েছে গড়বেতাতে। কৃষি ক্ষেত্রে, ব্যবসাক্ষেত্রে, শিক্ষাক্ষেত্রে, যোগাযোগ মাধ্যম- সমগ্র ক্ষেত্রে অনেক উন্নতি লাভ করেছে।

গড়বেতা মহাবিদ্যালয় তার যাত্রা শুরু করেছিল ব্যানার্জীডাঙ্গা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মাত্র ৫০ জন ছাত্রছাত্রী নিয়ে ১২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫০ সালে। ব্যানার্জীডাঙ্গা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে কলেজটি স্থানান্তরি হয় তার নতুন ক্যাম্পাস তৈরীর পর। সুদীর্ঘ ৭৪ বছরের পথ চলা পেরিয়ে বর্তমানে গড়বেতা মহাবিদ্যালয় সাফল্যের সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছেছে। পঠন- পাঠনের জন্য শ্রেণিকক্ষ, উন্নত মানের ল্যাবরেটারি ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি উচ্চশিক্ষার জন্য সবই বর্তমান।

প্রথমে গড়বেতা মহাবিদ্যালয় কলকাতা বিশ্বিদ্যালয়ের অনুমোদন ক্রমে কলা বিভাগ ও বানিজ্য বিভাগ নিয়ে শুরু হয়েছিল। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর অবিভক্ত মেদিনীপুরে ১৯৮১ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর বিদ্যাসাগর বিশ্বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় ও গড়বেতা মহাবিদ্যালয় বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন পায়। বর্তমানে গড়বেতা মহাবিদ্যালয়ে কলা, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিভাগে ১৫ টি বিষয়ে সাম্মানিক স্নাতক এবং ৪টি বিষয়ে মাস্টার ডিগ্রি (বাংলা, ইতিহাস, গণিত ও জুলজি) পড়ানো হচ্ছে।

অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা -

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা ফল প্রকাশিত হয় ২০০৬ সালের ৫ জুন। আমরাই হলাম শেষ ব্যাচ যারা একসাথে একই দিনে একই বিষয়ের ২টি পত্র পরীক্ষা দিয়েছিলাম। পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর শুরু হয় কলেজে ভর্তির

ফর্ম পূরণ, তারপর মেধা তালিকা ও ভর্তি। আমি শুধুমাত্র গড়বেতা কলেজে ভর্তির জন্য আবেদন করেছিলাম এবং ২টি বিষয়ে বাংলা ও ইংরেজি। বাংলা বিষয়ে আমার প্রথম মেধা তালিকায় ৩১ নম্বরে নাম প্রকাশ হয়, ১৯ জুন ২০০৬। ভর্তির ক্রমিক সংখ্যা ১, ক্লাস শুরু হয় ১৭ জুলাই, সোমবার।

প্রথম দিন কলেজ যাই বাবার সাথে, বাবা কর্মসূত্রে কলেজের সাথে যুক্ত। প্রথম দিনের প্রথম ক্লাস বেলা ১০.১৫ মিনিটে ১৭ নম্বর রুমে। স্কুলের চেনা গণ্ডি ছেড়ে কলেজে প্রথম আসা, মনে ভয়, কৌতূহল, উৎসাহ, উদ্দীপনা। স্কুলের সাথে মূল পার্থক্য কলেজে প্রার্থনা হতো না। প্রথম ক্লাস নেন মাননীয় চন্দন নাগ মহাশয় (তৎকালীন বিভাগীয় প্রধান), প্রথমে পরিচয়, তারপর সিলেবাস নিয়ে আলোচনা। ধীরে ধীরে বিভাগের সকল অধাপক-অধ্যাপিকা ও বন্ধু-বান্ধবীদের সাথে পরিচয়, এছাড়া কলেজের অন্যান্য বিভাগের অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, কলেজের শিক্ষা কর্মীদেরে সাথে পরিচিতি বাড়ে। আমাদের বাংলা বিভাগের ক্লাস হতো সাধারণত ১৭ নম্বর রুম ও হল ঘরে (বর্তমানে নাম বিধান ভবন)।

প্রথম প্রথম কলেজ ভালো লাগতো না কারণ রুটিন অনুযায়ী ১০.১৫ মিনিট থেকে ৫.০০ টা পর্যন্ত ক্লাস থাকতো। কিন্তু ক্লাসের মাঝে অফ পিরিয়ড থাকতো, এই মাঝের অবসর সময়টা বিরক্তির মূল কারণ ছিল; ধীরে ধীরে সব কিছু অভ্যাসে পরিনত হয়।

২০০৬-২০০৯ পর্যন্ত বাংলা বিভাগের যে সকল অধ্যাপক-অধ্যাপিকা ছিলেন তারা হলেন- মাননীয় চন্দন নাগ মহাশয়, চন্দন বাবুর মনে রাখার ক্ষমতা অসাধারণ- নাম, রোল নাম্বার সমস্ত কিছুই নিখুঁত ভাবে মনে রাখেন। মাননীয়া রীতা শিল মহাশয়া, মাননীয় অনুকূল দাস, মাননীয় বাদল দুয়ারী, মাননীয়া রুম্পা প্রতিহার, মাননীয়া তিন্নি ধর, মাননীয় পিনাকী চক্রবর্তী, মাননীয় ভাগবত সিট, মাননীয় প্রদীপ বাবু, মাননীয় অরূপ পলমল।

অফ পিরিয়ডে আড্ডার স্থান লাইব্রেরী বিল্ডিং এর সোজা ২ নম্বর গাছের নীচে। রোদ, ঝড়, বৃষ্টি উপেক্ষা করে প্রায় প্রতিদিনই প্রতিটি ক্লাস করেছি। এমনও হয়েছে ৩.৩০ বা ৮.১৫ তে ক্লাস বাদল দুয়ারী বাবু বা অনুকূল দাস বাবু বা তিন্নি ধর ম্যাডাম ক্লাস নিচ্ছেন, ছাত্র শুধুমাত্র আমি উপস্থিত। বাদল বাবু আলোচনা করছেন 'চন্ডীমঙ্গল' কাব্যের ছলনাময়ী দেবী চণ্ডীর রূপের বর্ণনা, আমি নীরব শ্রোতা।

আমাদের সময় অধ্যক্ষ ছিলেন মাননীয় রঞ্জিত কুমার চৌধুরী মহাশয়। উনি ছিলেন উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক। প্রশাসনিক প্রধান কেমন হওয়া উচিত ওনাকে দেখলে বোঝা যায়। কলেজে কোনো ছাত্র-ছাত্রী মেইন ক্যাম্পাসে প্রবেশের পর সানগ্লাস, টুপি পরতে পারত না। উনি নিয়ে নিতেন। আর মোবাইল বিলাসিতা!! তবু কোনো কোনো অতি উচ্চবিত্ত ঘরের ছেলে-মেয়েরা মোবাইল আনলে উনি নোটিশ দিয়েছিলেন 'সেকেন্ড গেটের ভিতর মোবাইল ফোন সুইচ অফ বা সাইলেন্ট মোডে রাখতে হবে অন্যথা মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করা হবে।' ফুল গাছের পাতা বা ফুলে হাত দেওয়া যাবে না বা তোলা যাবে না। 'চরক উদ্যান' এ প্রবেশ নিষেধ। উনিই প্রথম ২০০৬ সালে নবীন বরণের দিন আমাদের বলেন কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ইউনিফর্ম করা হবে, রং আমাদের বাছতে দিয়েছিলেন..... ঠিক হয় ছাত্রদের আকাশী জামা কালো প্যান্ট, ছাত্রীদের আকাশী চুড়িদার, সাদা ওড়না। এখনও কলেজ জীবনের ইউনিফর্মটা আছে। এখন বি.পি.এড বিভাগের ইউনিফর্ম আছে ছাত্রদের সাদা জামা, কালো প্যান্ট, ছাত্রীদের সাদা চুড়িদার, সাদা ওড়না। উনি ২০১৩ সালে ৩১ অক্টোবরে অবসর নেন। উনি অনেকের নয়নের মণি; আমার কাছে উনি অত্যন্ত সম্মানের এক বিশিষ্ট মানুষ।

২০০৬-২০০৯ কলেজ শিক্ষা জীবন সমাপ্তির পর হাতে গোনা বেশ কয়েকবার গড়বেতা কলেজ গিয়েছি যথাক্রমে ৭ই জানুয়ারি ২০১১ (বাংলা বিভাগের আয়োজনে জাতীয় স্তরের আলোচনা চক্র, বিষয়-কালো-নান্দনিকতা এবং বহুমাত্রিকতায়), ২০১২ এপ্রিল, ২০১৪ আগস্ট, ২০১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২০ ডিসেম্বর, ২০২১ মার্চ,

১৪ মে ২০২২। আগে যেখানে বাংলা বিভাগের অফিস ছিল তার স্থান পরিবর্তন হয়েছে প্রায় ৪-৫ বছর আগে।

কলেজের প্রথম প্রাক্তনী পুনর্মিলন উৎসব হয় ২০১৩, ২৭শে জানুয়ারি।

"পুরানো সেই দিনের কথা ভুলবি কি রে হায়,
চোখের দেখা প্রাণের কথা সে কি ভোলা যায়।

....

হায়! মাঝে হলো ছাড়া ছাড়ি গেলাম কে কোথায়,
আবার দেখা যদি হল সখা প্রাণের মাঝে আয়।"

কলেজ ক্যাম্পাসের বিস্তর পরিবর্তন হয়েছে। সময়ের নিরিখে অনেক কিছুই পরিবর্তন হয়েছে, হয়, হবে। কলেজের এক প্রাক্তন ছাত্র হিসাবে কলেজের শ্রীবৃদ্ধি চাই, নিজের গৌরব অক্ষুন্ন রেখে সদর্পে এগিয়ে চলুক। অদূর ভবিষ্যতে গড়বেতা মহাবিদ্যালয় উচ্চ শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে দেশের মধ্যে এক অগ্রনী ভূমিকা পালন করুক এই আশা রাখি।

= = o = =

"জগতের ইতিহাস হইল-পবিত্র, গম্ভীর, চরিত্রবান এবং শ্রদ্ধা সম্পন্ন কয়েকটি মানুষের ইতিহাস। আমাদের তিনটি বস্তুর প্রয়োজন- অনুভব করিবার হৃদয়, ধারণা করিবার মস্তিষ্ক এবং কাজ করিবার হাত।"

– স্বামী বিবেকানন্দ

পূরবী

মনোতোষ বৈরাগী
প্রাক্তন ছাত্র , বাংলা বিভাগ, গড়বেতা কলেজ

১

সেই প্রথম কেন্দ গাছ দেখে ছিলাম
কত রকম ভেষজ উদ্ভিদ-
থানকুনি, বাসক, কালমেঘ, ঘৃতকুমারী
সময়ের আগেই ফল ধরা একটি কাঁঠাল গাছ
এদের সামনে তিলে তিলে গড়ে ওঠা আমাদের বাংলা বিভাগ।

২

ক্লাসে ঢুকে
প্রথমেই চোখ পড়েছিল সিলিং ফ্যানে
আচ্ছা, এগুলো কি এস এস হুইলার নিজের হাতে ঝুলিয়ে ছিলেন ?
যার এক একটির ওজন বৃহস্পতির সমান !

৩

ফটক পেরিয়ে
রাস্তার দু'পাশে যেসব গাছ বাঁধানো আছে
সেখানে যারা বসে থাকে, তারা বর যাত্রী
চৌবেদিটি ছিল ছাতনাতলা।

৪

কলেজের সামনে যে তরুণরাঙা মাঠ
সেখানে চলে খেলাধুলা-হুল্লোড়
গুণগুণ প্রেম
ঠিক বিপরীত যে ছালওঠা মাঠটি পড়ে থাকে নিঃসঙ্গ, একাকী
সে দুনিয়া আমার।

৫

কমিউনিটি হলের
পাশদিয়ে দুটো রাস্তা ভাগ হয়ে গেছে
একটি ছাত্রাবাস একটি ছাত্রীনিবাস
তখনও যাদের নাড়িটি বাঁধা ছিল একই পাকশালায়।

৬

যারা প্রথম কলেজে আসে
সহ্য করে দাদাদের দাদাগিরি
অথচ কালের নিয়মে তারাও ধীরে ধীরে দাদা হয়ে ওঠে
তারপর !
তার আর পর নেই, সবাই আপন।

= = o = =

আমার কলেজঃ আমার মরূদ্যান

অনিকেত পন্ডিত *
প্রাক্তন ছাত্র, ইংরেজী বিভাগ, গড়বেতা কলেজ

২০১৩ সাল উচ্চমাধ্যমিকে চরম বিপর্যয় এর সম্মুখীন হয়ে যাওয়ার পর মরুভূমিতে ভ্রাম্যমাণ এক অসহায় পথিকের কাছে এই গড়বেতা কলেজ (যেখানে আমি দ্বিতীয় তালিকা তে সুযোগ পেয়েছিলাম) ছিল ভগবান এর আশীর্বাদ প্রাপ্ত এক জীবনদায়ক মরূদ্যান। এই কলেজে থেকে অনেক কিছু শিখেছি, অনেক কিছু পেয়েছি, এখান থেকেই দেখেছি স্বপ্ন, পেয়েছি স্বপ্ন সত্যি করার উপায়, জীবনের চরম দুঃসময়ে এই কলেজ আমায় দিয়েছে বটবৃক্ষের ন্যায় শীতল ছায়া, জীবনে ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় অবলম্বন। কলেজের সুবিশাল গ্রন্থাগার থেকে নিজেকে করেছি সমৃদ্ধ। শিক্ষক মহাশয় দের থেকে নিজেকে করেছি উদ্বুদ্ধ। তিনটে বছর নানা রকম ওঠাপড়া ঘষামাজার মধ্যে দিয়ে আমি শিখেছি জীবনের আসল মানে, চরিত্রগত ভাবে হয়েছি বিকশিত। এ বিষয়ে লিখতে গিয়ে মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় এক পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে বলা একটি কথা আজও মনে পড়ে "আমি নিজে এই কলেজের ছাত্র ছিলাম কিন্তু আমি এই কলেজ থেকে কোন পুরস্কার পাইনি, তথাপি আজ আমি আমার কলেজের অধ্যক্ষ"। বুকের ভেতরে জ্বলতে থাকা জীবনে বড় হওয়ার আকাঙ্ক্ষা টাকে দাবানলে রূপান্তরিত করতে এর চেয়ে বড় বাণী আর কী ই বা হতে পরে! জীবনে পথ চলা অনেক বাকি, কলেজ থেকে পাওয়া শিক্ষাগুলো জীবনের সম্পদ। কলেজের সকল শিক্ষক দের আমার প্রণাম, ও বর্তমান ছাত্র ছাত্রীদের আমার ভালোবাসা জানাই, সবাই জীবনে ভালোভাবে সফল হয়ে কলেজের নাম উজ্জ্বল করুক এটাই কাম্য।

= = o = =

"মন যত পবিত্র হবে, তার নিয়ন্ত্রন তত সহজ হবে। যদি তুমি মনকে নিয়ন্ত্রণে আনতে চাও, তবে তোমার মনকে অবশ্যই পবিত্র করতে হবে।"

– স্বামী বিবেকানন্দ

* প.ব. সরকারের সহ-কমিশনার (রেভিনিউ) হিসেবে বর্তমানে কর্মরত।

আমার জীবনের প্রিয় অধ্যায়ঃ "গড়বেতা কলেজ"

সৌম্য চন্দ্র
প্রাক্তন ছাত্র, ভূগোল বিভাগ, গড়বেতা কলেজ

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার উত্তর গড়বেতা থানায়, গড়বেতা শহরের দক্ষিণে বাংলার 'গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন'। গনগনির পূর্ব-দক্ষিণ কোণে অর্থাৎ অগ্নিকোণে ১৯৪৮ সালে গড়বেতার গৌরব গড়বেতা কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। গড়বেতা কলেজে শুধু গড়বেতার ছাত্র-ছাত্রী পড়াশুনার জন্য যায় তাই না, মেদিনীপুর, শালবনী, চন্দ্রকোণা রোড, বিষ্ণুপুর থেকেও ছাত্র-ছাত্রীরা পড়াশুনার জন্য আসে। অনেক মেধাবী ছাত্রছাত্রী বর্তমান সময়েও কলেজের গৌরব দিনে দিনে বৃদ্ধি করে চলেছে, কেউ গবেষণার কাজে, কেউ বড় অফিসার হয়ে, আবার কেউ কেউ শিক্ষক বা শিক্ষিকা হয়ে নতুন প্রজন্মের প্রদীপকে জ্বালিয়ে তুলছেন। কিছু পুরনো নথি উল্টে জানতে পারি প্রায় ২২ একরেরও অধিক ভূমিখণ্ড নিয়ে আমাদের গৌরবের গড়বেতা কলেজ ১৯৪৮ সালের আগস্টে গঠিত হয়। প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে কেটে গেছে কতগুলো বসন্ত, কত ঝরে গেছে পাতা কিন্তু কলেজ তার পরিধি আরও বৃদ্ধি করে চলেছে। ঠিক যেমন একটা বড়ো বৃক্ষ ছোটো বক্ষদের আশ্রয় প্রদান করে, ঠিক সেই রকম ভাবেই আমাদের কেও শিক্ষা প্রদান করে চলেছে সর্বক্ষণ। আমিও এই বৃক্ষের অংশ হতে পেরে নিজেকে ভাগ্যবান রূপে দেখি।

এবার আসা যাক, গৌরবময় কলেজে আমার অভিজ্ঞতার কথায়- সেই সদ্য ক্লাস একাদশ, আমার বাবার সাথে কলেজের রাস্তায় যাচ্ছি। বাবা বললেন এই কলেজে আমিও পড়েছি আর তোর দিদিও। সেই কথায় অতটা অবাক হইনি, কারণ সে কথা আমার জানা কিন্তু আর একটা কথায় আমি সত্যি অবাক হলাম, সেটা হলো এই যে- আমার দাদুও এই কলেজে পড়েছেন। তাই সেই দিনই ঠিক করলাম আমিও পড়বো এই গৌরবময় কলেজে। যেমন ভাবা তেমন কাজ, ভর্তি হলাম ভূগোল অনার্সে। ভর্তির দুই সপ্তাহ পরেই ক্লাস শুরু, কলেজে যাবার আগের দিন আমার একজন স্কুলের বন্ধুর সাথে ঠিক করলাম কখন যাবো আমার এত দিনের স্বপ্নের কলেজে। উপস্থিত হলাম, অনেক ভিড় দেখে একটু ঘাবড়েও গেলাম। কিন্তু মনে মনে একটা উল্লাসও খেলা করছিলো। আমাদের বর্ষ থেকে সেমিস্টার পদ্ধতি শুরু হওয়ার সবাইকে একটা রুমে বসানো হল এবং মাননীয় অধ্যক্ষ ড. হরিপ্রসাদ সরকার মহাশয় এসে সমস্ত পড়ুয়াদের তাঁর বক্তব্য দ্বারা সবার মনে এক নতুন পথের বীজ বপন করলেন। ওনার পর রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক মাননীয় ড. মহাদেব মাইতি মহাশয় সেমিস্টার পদ্ধতি কী তা বুঝিয়ে বললেন। তারপর সমস্ত চেনা জানা বন্ধু রুম থেকে বেরিয়ে যে যার নিজের নতুন পথে রওনা হলো, আমিও তাই করলাম। প্রথম দিনই, নিজের বিভাগের কক্ষ খুঁজে না পাওয়ায় নিজের এক পরিচিতকে জিজ্ঞেসে করতে গেলাম, তিনি কলেজের একজন কর্মচারী আমার ভূগোল বিভাগ দেখিয়ে দিলেন- "ওই যে তোর ডিপার্টমেন্ট তিন তলায়" যিনি বললেন তিনি হলেন শ্রী শুভ্রকান্তি তেওয়ারী। কিন্তু সবাই তাঁকে চেনে মনিদা হিসেবে, আর আমার দীর্ঘ পরিচিত মনি কাকু। অবশেষে এসে পৌঁছালাম ভূগোল বিভাগে যেখানে তিন বছর কাটালাম। প্রথমেই ক্লাসে প্রবেশ করলাম, দেখলাম সমস্ত নতুন মুখ তার মধ্যে চার জন আমার আগের বন্ধু। বেঞ্চে বসলাম, একজন এসে বলে গেলেন চুপ করে বসো স্যার আসছেন। যিনি বলে গেলেন তিনি আর কেউ না কার্ত্তিক দা, একজন চমৎকার মানুষ। কার্ত্তিক দা বলে যাবার পর দুই মিনিটের মধ্যে স্যার এলেন, সবার পরিচয় জিজ্ঞসে করলেন এবং নিজেরও পরিচয় দিলেন, উনি হলেন ভূগোল বিভাগীয় প্রধান মাননীয় উত্তম সরকার মহাশয়। সত্য বলতে সবাই প্রথমে খুব ভয় পেয়েছিলো কিন্তু পরে স্যারই সবার কাছে সবচেয়ে কাছের মানুষে পরিণত হন। কলেজে NSS ও করেছি মজার সাথে, স্যার এবং সবাই মিলে গাছ লাগিয়েছি। ভূগোলে পড়ার সুবাদে শিক্ষামূলক ভ্রমণও করতে পেরেছি কলেজের সূত্রে, আমার স্বপ্নের জায়গা রাজস্থানে। সত্যজিৎ রায়ের পরিচালিত সোনার কেল্লা সিনেমাতে দেখা

জয়সালমির কেল্লা দেখবো এতো সামনের থেকে কলেজের সুবাদে দেখার সৌভাগ্য বোধ হয় খুব কম জনেরই থাকে, আমার এখনো গৌরব হয় যখন বলি আমি কলেজ থেকে রাজস্থান গিয়েছিলাম। এমনি করে কখন যে তিন তিনটা বছর কিভাবে কেটে গেলো বুঝতেও পরিনি। তারপর আবার তৃতীয় বছরে চোখ রাঙিয়ে সমস্ত বিশ্বে এল করোনা নামে এক মহামারী। কলেজ বন্ধ হলো বাড়ি বসেই কলেজ শেষ, খুব খারাপ লেগেছিল কিন্তু কিছু করার নেই। শেষ হল যাত্রা, সেই কলেজ যাবার তাড়া, বন্ধুদের ফোন-কখন কলেজ যাবো, অফ পিরিয়ড ক্যান্টিনে চা-এর আড্ডা আর হয় না।

এই সব বলতে বলতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পাশ্চাত্য সুরে "পুরানো সেই দিনের কথা" সংগীতটা স্মরণে এলো, আজও কলেজের দিকে পেরিয়ে গেলে মনে হয় কলেজের সেই ইউনিফর্ম আর আই-কার্ড নিয়ে সাইকেলে করে কলেজে প্রবেশ করি, কিন্তু তা সম্ভব নয় আর কিন্তু যদি পরজন্ম বলে কিছু থাকে তাহলে আমি আমার প্রিয় কলেজে বার বার পড়ুয়া হতে রাজি। আমাদের কলেজ "গড়বেতা কলেজ" তুমি আমার জীবনে শ্রেষ্ঠ একটা অধ্যায়ের মহানায়ক। এই প্রবন্ধের দ্বারা আমি আমার কলেজের নিয়ে কিছু বলতে পেরে খুবই আনন্দিত।

= = ০ = =

"শ্রীরামকৃষ্ণ এবং স্বামিজী এই দুই জীবনই ভারতের অখণ্ড সত্য। এই দুই মহাজীবনের মধ্যেই সমগ্র ভারতের ঐক্য রয়েছে। ভারতবর্ষ এই দুই মহাপুরুষকে হৃদয়ে ধারণ করবে, এইটিই সবচেয়ে প্রয়োজন।"

– নিবেদিতা

My College Life: A Strong Foundation of Success

Komal Saraf *
Ex-student, Dept. of BCA, Garhbeta College

A couple of years ago before beginning of this phase I had a mixed reaction of doubt, anxiety, excitement like these three years will decide my career, what am I supposed to do, how am I going to mould myself into this new environment. At the same time, I was also worried about the teachings of this college because we were merely the second batch of BCA after introduction of this course and the first batch only consisted of 6 students. So that was a matter of concern whether my decision to proceed being the second batch of BCA was a correct one or not. And today confidently enough I can say that Garhbeta college is worth everything. It has made me reach where I am today. These three years journey has taught me a lot. I have learnt how to grow and innovate. Before coming to Garhbeta college I had my own dreams and this college has helped me to achieve those. Slowly and steadily as I became acquainted with the college, my fear, my anxiety started disappearing, my worries were washed off. I learnt that along with hard work, some fun and relaxation is also necessary in life through many events and activities organized by the college. No doubt, the liberty which the college gave, helped us in exploring ourselves. I learnt that there are no boundaries to our goals. In school I only used to hear that college allows a student to dive into the ocean of new beginnings and responsibilities but later on when I got admitted to Garhbeta college, I realized that the statement is really true. A strong foundation of knowledge has been created within me during these three years. One important thing, which I got to know, was that life is unpredictable that means we should not stress ourselves into predicting so much and then concluding rather than experiencing them in reality. I did that only. At first as I mentioned my mind was full of tensions but later when I start paying heed to what the wonderful teachers of our department are saying, I experienced some beautiful things which I had ever through of. And most importantly it was due to teachers only that we students never gave up. The teachers are supporting and very much friendly. Their styles and techniques of teaching are so amazing that the difficult topics will also be understood easily. They never said 'no' even if we bothered them for a particular topic more than twice. We all know that life can never be the same. Sometimes our experience might be good, sometimes it might be weird or bad or might not interest us at a time and this college has taught us to tackle with all these uncertain things. I met a lot of people, interacted with them and believe me it was not at all disappointing to learn new things from those people. I also got to know that to achieve something I have to stand out from the crowds. While in school nervousness was always my friend during the exams but here I completely got rid of it. To be selected into a good campus all we need is a proper guidance and that's what this college gave us. The efforts which the management and the teachers of this college spends on each and every student is truly remarkable. The computer labs is fully equipped with latest design machines and is still developing so that the students can take advantage of the latest technologies. I also used to spend some of my free time in library reading books and searching for the latest and the trending tech in the market. Unfortunately enough we were only able to spend only 1.5 years in college due to this worldwide pandemic "Covid-19". During the pandemic also, the college didn't give up its responsibilities. The

* Presently working at WIPRO.

teachers continued to take online classes. The college did the best for the welfare of its students. Even the faculties were called from outside the college to take our online classes. And there also we got a new learning experience. Again, in the 6th semester I was worried how would I be able to complete the project virtually because learning offline is very much different from learning online. But as I said there was nothing to worry about. Our teacher made us understand each and every topic clearly with patience and thanks to him that I was able to make a wonderful and innovative project. And to be honest this project made me interested in HTMl, CSS and PHP (the languages I used in this project). Overall, it had been a great experience learning in this college. It was a mixture of hardship and joy, I still wish if I could get the opportunity to complete the remaining 1.5 years offline with this college. We are known as the so called Covid batch. Dispute of all circumstance I had got placed in one of the top MNCs, WIPRO. And from here I started my Career. Today also, I miss those amazing days I have spent with my friends and teachers in the college. So, whenever I get a little time I never leave the opportunity to visit my college. Thanks to Garhbeta college for making this journey a successful and a memorable one.

==0==

"If you salute your duty, you need not salute anybody. But if you pollute your duty, you have to salute everybody"

-- A.P.J. Abdul Kalam

কলেজ জীবন ঃ জীবনের এক অধ্যায়

রঘুপতি মুখার্জী
প্রাক্তন ছাত্র ,রসায়ন বিভাগ, গড়বেতা কলেজ

কলম হাতে লিখতে গিয়ে অনুভূতি আজ একদম অন্যরকম। জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বছরগুলি অর্থাৎ জীবনের "উনিশ-কুড়ি'র বসন্ত" কাটিয়ে আসা প্রিয় কলেজ সম্পর্কে লিখতে গিয়ে তাই আজ আমার মন অগোছালো, ভাবনাগুলো কিছুটা এলোমেলো, ঠিক করতে পারছি না কি লিখবো, কোথা থেকে শুরু করবো অথবা কোথায় গিয়ে শেষ করবো – অজস্র স্মৃতি যে আঁকা আছে মনের চিত্রপটে। তবুও আজ লিখবো, অদক্ষ হাতে লিখবো আমার অগোছালো অনুভূতি।

প্রথম পর্ব

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার পর পা রাখলাম উচ্চ শিক্ষা অঙ্গনে– প্রথম বার স্কুলের শিক্ষকদের স্নেহ -ভালবাসা, পুরানো বন্ধু-সহপাঠীদের পরিচিত বৃত্ত ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসা। জীবনের প্রথম বাড়ি থেকে দূরে হাতছানি। স্কুলে ক্লাস ইলেভেন-টুয়েলভে'র সেই নিত্যদিনের ধারাবহিক ক্লাস, স্কুলের শৃঙ্খলাময় জীবন, বেঞ্চ বাজিয়ে গান আর সপ্তাহব্যাপী লাগাতার টিউশনে'র ক্লাস, কিছুটা বিশৃঙ্খল এবং বেপরোয়া জীবন- সবকিছুকে পেছনে ফেলে ভর্তি হলাম 'গড়বেতা কলেজ' এ। এ প্রসঙ্গে জানাই, আমার বাড়ি ঘাটালের এক গ্রামে হলেও সেই ষাট-সত্তর এর দশক থেকে আজ পর্যন্ত ঘাটাল মহকুমার এক বিশাল অংশের ছাত্র-ছাত্রীর উচ্চশিক্ষার এক অন্যতম ঠিকানা হল এই কলেজ।

কলেজের প্রথম দিনগুলোর কথা খুব মনে পড়ে- সেই বাড়ি থেকে অনেকটা পথ বাসে তারপর ট্রেনে স্কুলের বন্ধুদের সাথে কাউন্সেলিং এর দিনগুলোতে একসাথে আসা-একসাথে বাড়ি ফিরে যাওয়া, দীর্ঘক্ষণ লাইন দিয়ে অ্যাডমিশন ফিজ জমা দিয়ে ভর্তি হওয়া, আই কার্ড নেওয়া, লাইব্রেরী কার্ড করানোর দিনগুলো। তখন বর্ষাকাল, মাঝে মাঝেই ঘন মেঘে আকাশ ঢেকে ক্যাম্পাস জুড়ে বৃষ্টি দেখার সেই সৌন্দর্য, কখনো বৃষ্টিতে ভেজার সেই দিনগুলি স্মৃতিতে আজও অমলিন।

প্রথম দিনেই চোখ টেনেছিল কলেজের বড়ো ও সুন্দর গেট, গেট পেরিয়ে সারিবদ্ধ গাছগুলো, সুন্দর বাগান আর কলেজের মনোরম পরিবেশ- প্রকৃতি যেন উদার হাতে সারা ক্যাম্পাসময় ঢেলে দিয়েছে তার অফুরন্ত সৌন্দর্য। আকৃষ্ট হয়েছিলাম ক্যাম্পাস জুড়ে ছড়িয়ে নানা পুরানো-নতুন ভবন, ভবনগুলোর সারিবদ্ধ কামরা এবং তার সামনে প্রশস্ত বারান্দা এবং সর্বোপরি, ক্যাম্পাসের সামনে সুবিশাল-সবুজ মাঠ- যেন কোন বেষ্টনীর বন্ধন নেই, ক্যাম্পাস জুড়ে শুধু সবুজ আর সবুজের সমারোহ।

কলেজের প্রথম দিকের ক্লাসগুলোর কথা মনে পড়ে। সেই উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার পর থেকেই এই জন্য প্রতীক্ষা। অনেক নতুনত্ব আবিষ্কার করলাম। একটি ক্লাসরুমে সব বিষয়ের ক্লাস হয় না। তাই কেমিস্ট্রি বিষয়ের অনার্স ক্লাস 'আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়' ভবনে এবং ফিজিক্স এবং ম্যাথস্রে জন্য এর জন্য আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু ভবন বা কখনও বিধান ভবনেও ক্লাস হতো।

শুরু হয়ে গেল নিয়মমাফিক কলেজের ক্লাস, পরিচিত হলাম বিভাগীয় প্রধান মহাদেব মাইতি স্যার (M.M.); ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রি'র কাঞ্চন বাগ স্যার (K.B.); ইনঅর্গানিক কেমিস্ট্রি'র অভিনন্দন রানা স্যার (A.R.), সুশান্ত কুমার গিরি স্যার (S.K.G.) এবং কাজল মাসান্ত স্যার (K.M.), দেবাশিস দন্ডপাট স্যার (D.D.) সমীর হাজরা স্যার (S.H.) দুর্গা চরণ বারুই স্যার (D.C.B.), বাসুদেব দা (B.M.) (পরে স্কুলে চাকরি সূত্রে অন্যত্র

চলেযান)- সহসকল বিভাগীয় শিক্ষক এবং শিক্ষাকর্মীদের সাথে।

পরবর্তীকালে শিক্ষকদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের বন্ধন আরও সুদৃঢ় এবং সুন্দর হয়েছে, এই শিক্ষকদের কেন্দ্র করেই অবর্তিত হয়েছে আমাদের পরবর্তী কলেজ জীবন। শিক্ষকদের কাছ থেকে শিখেছি অনেক কিছু, সমৃদ্ধ হয়েছি।

ধীরে ধীরে পরিচয় হয়ে গেল নিজের ক্লাস ও অন্য বিষয়ের অনেক সহপাঠীদের সঙ্গে। কলেজে নবীন বরণ উৎসবের সেই আনন্দ সারা জীবনেও ভুলবার নয়। পুজোর ঠিক আগেই আমাদের কেমিস্ট্রি বিভাগের শিক্ষক দিবস এবং নবীন বরণের অনুষ্ঠান হয়- শিক্ষকদের থেকে আরও বেশি করে জানতে পারলাম কেমিস্ট্রি বিভাগ তথা এই কলেজের ইতিহাস, শিক্ষা এবং ঐতিহ্যের কথা, অনুপ্রাণিত হলাম। এই অনুষ্ঠানেই পরিচিত হলাম সিনিয়র দাদা-দিদি দের সাথে।

তারপর রুটিন অনুযায়ী প্রতিদিনের ক্লাস, কলেজে ক্লাসের ফাঁকে আড্ডা-গল্প, কখনো বা সেই আড্ডার আসর বসত কলেজের সামনেই সারিবদ্ধ গাছ গুলোর নিচে কিংবা শীতের দিনে ক্যাম্পাসের সামনের বড় মাঠে। কখনো কলেজের ক্যান্টিনে খাওয়া-দাওয়া আবার কখনো কলেজের গেটের সামনের দোকানগুলোতে খাওয়া-দাওয়া, লাইব্রেরীতে বই নেওয়া- জমা দেওয়া, কলেজের বিভিন্ন বিভাগীয় সেমিনারগুলোতে উপস্থিত থাকা, ধারাবাহিক প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস, কেমিস্ট্রি বিভাগের সেমিনারে অংশগ্রহণ, কলেজের দুঃখ আর ভয় মিশ্রিত ইন্টারন্যাল পরীক্ষা এবং সর্বোপরি একটার পর একটা সেমিস্টার পরীক্ষা – বেশ আলো-আঁধারিপথেই এগোচ্ছিল আমার কলেজজীবন.......

দ্বিতীয় পর্ব

সময়ের স্রোত বয়ে এল ২০২০ সাল -সদ্য ডিসেম্বর -জানুয়রি মাসে সেমিস্টার পরীক্ষা দিয়ে পরবর্তী সেমিস্টারে জন্য প্রস্তুতির পাঠ শুরু করেছি। মার্চ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ নাগাদ বিশ্ব তথা দেশজুড়ে নেমে এলো মহামারীর করাল গ্রাস। দেশ তথা রাজ্যের স্কুল-কলেজ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয়ে গেলো। বাইরের সচল, প্রাণবন্দ পৃথিবীটা চোখের নিমেষে হয়ে গেল নিশ্চুপ, চার দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়লাম। এই অযাচিত গৃহবন্দী অবস্থায় 'করোনা', 'লকডাউন', কোভিড-১৯ 'কোয়ারেন্টাইন', 'কন্টেনমেন্ট জোন', 'আইসোলেশন' -ইত্যাদি অজানা, অপরিচিত শব্দদানবগুলো হয়েউঠল ধীরেধীরে এক পরিচিত ত্রাস।

লকডাউনের মেয়াদ যত বাড়তে থাকে, তত মিস করতে থাকি কলেজের দিনগুলো। কলেজে বন্ধুদের গ্রুপ, হাসি, আড্ডা, মজাগুলোকে মিস করতাম।

মহামারীর ওই কঠিন সময়ে শিখলাম জীবনের অনেক কিছু- মানুষ তার জীবনের সুখ-দুঃখ, মান-অভিমান, ব্যর্থতা-বিচ্ছেদ, চাওয়া-পাওয়া সহ স্বল্প পরিসরে থেকেও ভালবাসতে চাইছে সেই মানুষকেই। মানুষ ফিরে আসতে চাইছে হারিয়ে ফেলা সম্পর্কের কাছে– নতুন আঙ্গিকে, নতুন রূপে। মহামারী এবং তার পরবর্তী পরিস্থিতি শিখিয়ে দিয়েছে হাত-হাত, কাঁধে -কাঁধ মিলিয়ে নতুন সমাজ গড়ার; মানুষের দুর্দিনে মানুষ হয়ে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর বার্তা ......

ইতিমধ্যে শুরু হলো পরীক্ষা সংক্রান্ত দোলাচল, কখনো শুনছি আগের সেমিস্টারের নাম্বার এর ভিত্তিতে মূল্যায়ন হবে আবার কখনো শুনছি সশরীরে পরীক্ষার হলে উপস্থিত থেকেই পরীক্ষা হবে।

তাই করোনাকালীন শারীরিক দূরত্বের ঋতুতেও মানসিক দূরত্ব যেন নিমেষে কমে আসলো– 'অনলাইন ক্লাস', 'হোয়াটসঅ্যাপ কল', 'গুগুল মিট', 'জুম ক্লাসরুম' সহ নানা অ্যাপ্‌সে বন্দী হয়ে গেল জীবন। নিয়মিত অংশগ্রহণ

করতাম রাজ্যজুড়ে বিভিন্ন কলেজ সহ আমাদের কলেজ আয়োজিত 'ওয়েবিনার' গুলোতে।

এই ভাবেই এগোতে থাকলো সময়ের চাকা। আপাতত সেই পরিস্থিতিতে অনলাইন মাধ্যমে অর্থাৎ পরীক্ষার খাতার ছবি ক্যামেরাবন্দী করে পি.ডি.এফ. বানিয়ে তা ই-মেল পাঠিয়ে কিংবা অনলাইন পোর্টালে জমা দিয়ে "এক্সামিনেশন পেপার সাবমিট" অপশনে ক্লিক করার মাধ্যমে সমাপ্তি ঘটলো গোটা কলেজের সমস্ত সহপাঠীর মতো আমার কলেজ জীবনের শেষ পরীক্ষার।

পড়ে রইলো মধুর-বিষাদ স্মৃতি মাখা কলেজ জীবনের এক অনাবিল অনুভব ......

তৃতীয় পর্ব

মেদিনীপুর শহরে মেসে থাকার সূত্রে মেস জীবনকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে অনেকের মত আমার কলেজ জীবন। তাই, কখনো সকালের সেই খড়্গপুর-হাতিয়া, কখনও আরণ্যক ধরে কলেজে আসা, স্টেশনের বাইরে খাওয়া-দাওয়া, স্টেশন থেকে (কদাচিৎ অটো বা টোটো) বেশিরভাগ সময়ই কোন অপরিচিত ব্যক্তির বাইক, বাসের ছাদ, মোটর ইঞ্জিন ভ্যান অথবা ট্রাক্টরে চড়ে বন্ধুদের সাথে কলেজ আসার আনন্দ কিংবা কলেজ শেষে স্টেশনে ট্রেন ধরার জন্য সেই দৌড়, কখনো আবার ট্রেনের জন্য দীর্ঘ অপেক্ষা, কখনো 'ট্রেন মিস' করলে স্টেশনে শীতের শেষ বিকেলে বন্ধুদের সাথে সেই আড্ডা, তারপর সন্ধ্যার 'রূপসী বাংলা' ধরে মেদিনীপুরের মেসে ফিরে আসার সেই সব দৃশ্যগুলো স্মৃতির আস্তিনে মোড়া সারা জীবনের সম্পদ হয়ে থেকে যাবে।

তাই আজও এই একঘেঁয়ে, প্রতিযোগিতাময় জীবনের মাঝে সেই আনন্দ-বেদনা মাখা কলেজের সেই দিনগুলো, বন্ধুদের সাথে হাসি-আড্ডা-মজার মুহূর্তগুলো মাঝে মাঝে সুপ্ত আগ্নেয়গিরির মত দপ্ করে জ্বলে ওঠে ভাবনায়। ফিরিয়ে নিয়ে যায় জীবনের বেশ কয়েকটি বসন্ত পার করা কলেজের সেই সোনালী দিনগুলোতে........

= = o = =

> "নিজেকে কর্ম করার যোগ্য যন্ত্র করে তোলো। ...... হৃদয় ও মস্তিষ্কের যদি বিরোধ দেখ, তবে হৃদয়কেই অনুসরণ করো।"
>
> – স্বামী বিবেকানন্দ

My Journey of Higher Education with Garhbeta College

Kushal Basia
Ex-student, Dept. of BCA, Garhbeta College

Myself Kushal, an ex-student of Garhbeta Colege from BCA Department. As everybody knows Garhbeta means a small village undecorated area but it's truly wrong for me. Garhbeta Colege means a lots for me. I started my college life here as a student and spent for 3 years but it seems the best time ever. I am really thankful to the teachers and specially our HOD sir, for them we are here today. A couple of years ago I had a mixed reaction of doubt, anxiety, excitement like these three years will decide my career. After entered into college my first day like "Aree Yaar" no one knows me. But today everyone knows me in my department. College life is known as one of the most memorable years of one's life. It is entirely different its from school life. College life exposes us to new experiences and things that we were not familiar with earlier. It is time to get serious about our career and study thoroughly for a brighter future. But we were only able to spend only 1.5 years in college due to this pandemic "Covid-19". During the pandemic also, our department put effery effort to discharge responsibilities for us. The teachers used to take online classes. Garhbeta college did the best for the welfare of ourselves. And there also we got a new learning experinece. After completing our 6th semester there are a huge online job opportunity for us and I am really happy to say that more than 50% of students got their dream job from this college. I also get this opportunity, but I never want to do job. I am more interested in entrepreneurship . I still wish if I could get back to complete the remaining 1.5 years offline with this college. I really miss those days which I spent with my friends and teachers. I never miss to stop out of college when I crossed it and think about those days. I am thankful to everyone how they support me and helps me to do what I really want to do. Thank You "Garhbeta College" uffff......... for the wonderful and memorable ending.

= = 0 = =

"Thinking is the captain, enterprise is the way,
hard work is the solution"

-- A.P.J. Abdul Kalam

SUB-COMMITTEES FOR CELEBRATION OF 75th FOUNDATION DAY OF GARHBETA COLLEGE

ADVISORY COMMITTEE

Smt. Uttara Singha (Hazra)	President, Governing Body
Dr. Hariprasad Sarkar	Principal & Secretary, Governing Body
Shri Asim Kumar Ojha	Govt. Nominee, Governing Body
Shri Asim Singha Roy	Govt. Nominee, Governing Body
Professor Madhumangal Pal	V.U. Nominee, Governing Body
Professor Sujata Maiti (Choudhury)	V.U. Nominee, Governing Body
Shri Susil Kr. Bera	Teachers' Representative, Governing Body
Dr. Santimoy Patra	Teachers' Representative, Governing Body
Smt. Soma Samanta	Teachers' Representative, Governing Body
Dr. Mahadeb Maity	Bursar (Invitee), Governing Body
Shri Prasanta De	Non-teaching Representative, Governing Boy

CORE COMMITTEE

1. Dr. Hariprasad Sarkar, Principal
2. Shri Asim Kr. Ojha, Govt. Nominee
3. Shri Asim Singha Roy, Govt. Nominee
4. Prof. Susil Kumar Bera, Member, GB & Jt. Convenar, Seminar Subcommittee
5. Prof. Dr. Santimoy Patra, Member, GB. & Jt. Convener, Publication Subcommittee
6. Prof. Soma Samanta, Member, GB. & Jt. Convener, Reception Subcommittee
7. Prof. Dr. Mahadeb Maity, Burasar (Invitee Member, GB) & Jt. Convener, Publication Subcommittee & Stage and decoration Subcommittee
8. Dr. S.K. Ghosh, Coordinator, IQAC & Jt. Convener, Reception Subcommittee & Stage and decoration Subcommittee.
9. Dr. Sajed Biswas, TCS & Jt. Convener, Reception Subcommittee
10. Mr. Shyamal Kumar Mahapatra (Vice-President, Alumni Association)
11. Prof. Sanjib Mukherjee, Jt. Convener, Reception Subcommittee
12. Prof. Chandan Nag, Jt. Convener, Publication Subcommittee
13. Prof. Sankar Adak, Jt. Convener, Refreshment Subcommittee
14. Prof. Dr. Kanchan Bag, Jt. Convener, Refreshment Subcommittee
15. Prof. Dr. Prithwish Kr. Hait, Jt. Convener, Publication Subcommittee
16. Prof. Dr. Rita Sil, Convener, Jt. Convener, Publication Subcommittee
17. Prof. Manas Rana, Jt. Convener, Refreshment Subcommittee
18. Prof. Dr. Krishnendu Pradhan, Jt. Convener, Seminar Subcommittee
19. Prof. Dr. Abhinandan Rana, Jt. Convener, Transport & Accommodation Subcommittee
20. Prof. Susanta Kr. Mandal, Jt. Convener, Cultural Subcommittee
21. Prof. Dr. Rajlaxmi Mukherjee, Jt. Convener, Cultural Subcommittee
22. Prof. Dr. Baneswar Jana, Jt. Convener, Registration Subcommittee
23. Prof. Sanchayita Manna, Jt. Convener, Seminar Subcommittee
24. Prof. S.K. Giri, Jt. Convener, Campus Beautification Subcommittee
25. Prof. Swarup Rana, Jt. Convener, Transport & Accomodation Subcommittee
26. Mr. Pralay Kr. Bhattacharyya, Jt. Convener, Registration Subcommittee
27. Mr. Tamal De, Jt. Convener, Transport & Accomodation Subcommittee
28. Dr. Mamatajuddin Ahmed, Jt. Convener, Refreshment Subcommittee & Campus Beautification Subcommittee
29. Sri Prasanta De, Member, GB
30. Sri Matikulla Mondal (Students Representative)

REGISTRATION SUBCOMMITTEE

Conveners

1. Prof. Dr. Baneswar Jana
2. Mr. Praloy Kr. Bhattacharyya

Members

1. Prof. Uttam Sarkar
2. Prof. Dr. Pokhraj Guha
3. Prof. Susanta Kr. Giri
4. Prof. Kunwar Hansda
5. Prof. Keshab Barman
6. Prof. Prasanta Rakshit
7. Mrs. Alokta Khamrai
8. Mrs. Sudeshna Sasmal
9. Mr. Samir Hazra (B.P.Ed.)
10. Mr. Sumanta Majhi
11. Mr. Goutam Mitra
12. Mr. Sani Sen
13. Mrs. Rupali Atta
14. Mr. Samir Koley
15. Mr. Pintu Lohar
16. Mr. Sanjay Brahmachari

Student Members

17. Swapnonil Kayal
18. Puja Pal

RECEPTION SUBCOMMITTEE

Conveners

1. Prof. Sanjib Mukherjee.
2. Prof. Soma Samanta
3. Prof. Dr. Sajed Biswas

Members

1. Prof. Sankar Adak
2. Prof. Mousumi Pal
3. Prof. Dr. Abhijit Banerjee
4. Mr. A.K. Samanta.
5. Mrs. Manisha De
6. Dr. Subhankar Sengupta
7. Mr. Alekhya Maity
8. Mr. Durga Charan Barui
9. Mrs. Sukla Dubey
10. Mr. Dip Kr. Pal
11. Mr. Sudip Chowdhury

Student Members

12. Fardil Khan
13. Payel Chandra

REFRESHMENT SUBCOMMITTEE

Conveners

1. Prof. Sankar Adak
2. Prof. Dr. Kanchan Bag
3. Prof. Manas Rana
4. Dr. Mamataj Udding Ahmed

Members

1. Prof. Sanjib Mukherjee
2. Prof. Dr. Mahadeb Maity
3. Prof. Swarup Rana
4. Prof. Keshob Barman
5. Prof. Prasanta Rakshit
6. Major Tamal De
7. Mrs. Champa Nandi
8. Mr. Debasish Dandapat
9. Mr. Uttam Bhunia
10. Mr. Biman Dutta
11. Dr. Chandan Mandal
12. Mr. Rajib Saha
13. Mr. Subrata Das
14. Mr. Tanmoy Ghosh
15. Mr. Biswajit Roy
16. Mrs. Barnali Roy Sarkar
17. Mr. Sourav Banerjee
18. Mr. Sukanta Bajpeyyee
19. Mrs. Soma Bhattacharyya

Student Members

20. Arindam Patra
21. Reajul Dalal

PUBLICATION SUBCOMMITTEE

Conveners

1. Prof. Chandan Nag
2. Prof. Dr. Santimoy Patra
3. Prof. Dr. Mahadeb Maity
4. Prof. Dr. Prithwish Kr. Hait
5. Prof. Dr. Rita Sil

Members

1. Prof. Dr. Kanchan Bag
2. Prof. Rabindranath Mudi
3. Prof. Mousumi Pal
4. Prof. Dr. Sk. Sahanawaz Alam
5. Prof. Swarup Rana
6. Prof. Prasanta Rakshit
7. Prof. Dr. Arpita Banerjee
8. Prof. Dr. Shampa Deb Chanda
9. Prof. Dr. Anirban Bagui
10. Mr. Bhanu Kumar Mandal
11. Dr. Nilimesh Mahata
12. Mr. Rajib Saha
13. Miss. Nisha Chaki
14. Mr. Dipankar Jana
15. Mr. Anup Jana.
16. Dr. Sk. Abul
17. Mr. Shajahan Mallick
18. Mrs. Kakoli Chakraborty
19. Mr. Subhra Kanti Tewary
20. Mr. Afjal Hossain Khan

Student Members

21. Sk. Mirja Hassan
22. Hedyatulla Khan

CULTURAL SUBCOMMITTEE

Conveners

1. Prof. S.K. Mandal
2. Prof. Dr. R.Mukherjee

Members

1. Prof. Dr. Rita Sil
2. Prof. S. Samanta
3. Prof. Dr. Prithwish Kr. Hait.
4. Prof. Dr. Swatilekha Maiti
5. Prof. R. Mudi
6. Prof. Dr. Pokhraj Guha
7. Prof. Dr. B. Jana
8. Prof. M. Pal
9. Prof. Sanchayita Manna
10. Prof. P. Rakshit
11. Prof. Swarup Rana
12. Prof. Dr. Anirban Bagui
13. Prof. Dr. Arpita Banerjee
14. Prof. Dr. Shampa Deb Chanda
15. Mr. M. Acharjya
16. Mrs. Champa Nandi
17. Mrs. Sadhana Manna
18. Mr. Samir Kumar Hazra (Chemistry)
19. Dr. Chandan Mandal
20. Mr. Goutam Mitra
21. Mr. Rabi Murmu
22. Mr. Nandini Karmakar
23. Mr. Subrata Das
24. Dr. Pintu Shit
25. Mrs. Rupali Atta
26. Ms. Poulomi Saha
27. Mr. Prabir Kumar Shit
28. Miss. Barsha Manna
29. Mr. Subhra Kanti Tiwari
30. Mr. Asish Pal
31. Mr. Saswata Singha

Student Members

32. Matikulla Mandal
33. Pradip Das

SEMINAR SUBCOMMITTEE

Conveners

1. Prof. Susil Kr. Bera
2. Prof. Dr. Krishnendu Pradhan
3. Prof. Sanchayita Manna

Members

1. Prof. Dr. Kanchan Bag
2. Prof. Dr. R. Sil
3. Prof. S. Samanta
4. Prof. Dr. P. Guha
5. Prof. Dr. S. Biswas
6. Prof. Dr. Abhijit Banerjee
7. Prof. Dr. Anirban Bagui
8. Prof. Shampa Deb Chanda
9. Mr. Kunal Kumar Mishra
10. Mr. Nilimesh Mahata
11. Mr. Santanu Maity
12. Ms. Marina Yasmin
13. Mr. Tathagat Chatterjee
14. Mr. Subhasish Giri
15. Mrs. Kakali Chakraborty
16. Mr. Shyamal Saha
17. Mr. Saswata Singha
18. Sri Sudip Choudhury
19. Sk. Safi Alam

Student Members

20. Asutosh Agarwal
21. Haradhan Murmu

TRANSPORT & ACCOMMODATION SUB COMMITTEE

Conveners

1. Prof. Dr. Abhinandan Rana
2. Prof. Swarup Rana
3. Mr. Tamal De

Members

1. Prof. Rabindranath Mudi
2. Mr. Debasish Dandabapt
3. Mr. Kajal Kr. Masanta
4. Mr. Tapan Rana
5. Mr. Biswajit Pasari
6. Mr. Debranjan Chakraborty
7. Mrs. Manisha De
8. Dr. Asit Kumar Jana
9. Mrs. Aditi Ghosh
10. Mr. Ashis Pal
11. Mr. Mridul Sing
12. Mr. Pradip Das

Student Members

13. Akash Agarwal
14. Hapijul Khan

CAMPUS BEAUTIFICATION SUBCOMMITTEE

Conveners

1. Prof. S. K. Giri
2. Dr. M. Ahmed

Members

1. Prof. Dr. S. K. Ghosh
2. Prof. Dr. Shampa Deb Chanda
3. Mr. Tapan Kumar Rana
4. Mr. Subhajit De
5. Mrs. Sutanuka Roy
6. Mr. Pradip Kumar Mahata
7. Mr. Raju Bhui
8. Mr. Sani Sen
9. Mr. Subhasish Giri
10. Mr. Nisha Chaki
11. Mr. Saheb Chakraborty
12. Mr. Pintu Lohar
13. Mr. Shyamal Saha

14. Mr. Amerulla Mandal
15. Mr. Kartik Ghosh

Student Members

16. Ashis Sahis
17. Sayandeep Ghosh

HEALTH SUB COMMITTEE

Conveners

1. Prof. Dr. S. K. Ghosh
2. Prof. S.K. Giri

Members

1. Prof. Dr. Swatilekha Maiti
2. Prof. Dr. Sk. Sahanawaz Alam
3. Prof. S. Rana
4. Prof. K. Barman
5. Mr. Tamal De
6. Mrs. Rina Rani Mallick
7. Mrs. Sudeshna Sasmal
8. Mr. Chayan Nandi
9. Dr. Shyamal Goswami
10. Mrs. Tanusri Roy
11. Mrs. Anupama Bisui
12. Mr. Dipanjan Sarkhel
13. Mrs. Merina Yasmin
14. Mrs. Barnali Ray Sarkar
15. Mrs. Tiya Rani Pal
16. Miss. Rasmoni Hembram

Student Members

17. Md. Asanur Kader
18. Subho Kundu

STAGE & DECORATION SUBCOMMITTEE

Conveners

1. Prof. Dr. Mahadeb Maity
2. Prof. Dr. Sushil Kr. Ghosh

Members

1. Prof. Alarif Mollah
2. Prof. Dr. Krishnendu Pradhan
3. Prof. Suman Sardar
4. Dr. Chandan Mandal
5. Mr. Apurba Kusari
6. Dr. Nilimesh Mahata
7. Mr. Dipankar Maity
8. Mr. Dhananjay Sar
9. Mr. Amerulla Mandal
10. Mr. Karali Mandal
11. Sri Suman Mandal
12. Sri Tanmoy Sukul

Student Members

13. Kutubuddin Gaji
14. Ebadur Rahaman

PUBLICITY SUB COMMITTEE

Conveners

1. Prof. Sankar Adak, Jt. Convener
2. Dr. Sajed Biswas, Jt. Converner
3. Prof. Swarup Rana, jt. Convener
4. Mr. Chandan Mandal, Jt. Convener

Members

1. Mr. Praloy Kr. Bhattacharyya
2. Major Tamal De
3. Dr. Mamataj Uddin Ahamed
4. Sri Dhananjoy Sar
5. Sri Pradip Das
6. Sri Dip Pal
7. S.K. Mirza Hasan
8. Fardin Khan
9. Debabrata Mal
10. Pradip Ruidas

==0==

সংবাদপত্রে গড়বেতা কলেজ...

কৃতিকথা

কলেজ বাঁচাতে বন্ধক দেন বাড়ির গয়না

চারবার জেলে যান গোবিন্দকুমার

স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দিতে স্কুল ছাড়েন। গড়বেতায় ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন গড়ায় তাঁর ভূমিকা ছিল। সামাজিক কাজেও উদ্যোগী ছিলেন। গোবিন্দকুমার সিংহের কথায় রূপশঙ্কর ভট্টাচার্য

ওয়েবিনার

▶▶গড়বেতা: রবিবার বিকেলে 'কোভিড কথা' শীর্ষক ওয়েবিনার হয়ে গেল গড়বেতা কলেজের 'কোভিড ১৯ টাস্ক ফোর্সে'র উদ্যোগে। কলেজের মহিলা সেল 'সহেলি' ও আইকোয়াক...

কলেজের দান

▶▶গড়বেতা: করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলায় মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে এক লক্ষ টাকা দি...

পাশে সহেলি

▶▶গড়বেতা: গড়বেতা কলেজের মহিলা সেল 'সহেলি'র পক্ষ করোনা সচেতনতায় মাস্ক, স... বিলি করা হল বৃহস্পতিবার। ...কোভিড বিধি ম...

জার্নাল প্রকাশ

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেদিনীপুর: মঙ্গলবার 'মাল্টিডিসিপ্লিনার রিসার্চ জার্নাল' প্রকাশ হল। গত বছর থেকে...

Postal Registration No. W.B/SSP/MNI

...ABYASACHI (A Bengali Daily)

...ত পদ্ধতিতে মাছ চাষ ...ক ও বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা সভা গড়বেতা কলেজে

INP/RNP-35

4 March 2020

আন্তর্জাতিক মানবী দিবস উপলক্ষে গড়বেতা কলেজের নানান কর্মসূচি

করোনা আবহে স্বাস্থ্য বিধি মেনে গড়বেতা কলেজের ৭৩ তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন

পত্রিকা প্রতিনিধি : গড়বেতা কলেজের ৭৩তম প্রতিষ্ঠা দিবস বৃহস্পতিবার সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে পালন করা হল। প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ...র সিংহের আবক্ষ মূর্তি ও বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের...

কলেজে সেমিনার

▶▶গড়বেতা: 'ভঙ্গ বঙ্গঃ সমাজ, সংস্কৃতি ও রাজনীতি — ১৯৪৭ – ১৯৭১' শীর্ষক দু'দিনের একটি আন্তর্জাতিক সেমিনার শুরু হল গড়বেতা কলেজে। কলেজের ইতিহাস বিভাগের ব্যবস্থাপনায় ও পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদের ...মিনারে ...র কয়েকটি ...পকেরা ...

...isabyasachi.com http://m.facebook.com/biplabisabyasachi.

গড়বেতা কলেজ প্রথম চালু করল অনলাইন কাউন্সেলিং সেল

পত্রিকা প্রতিনিধি : করোনা মোকাবিলায় ইউ জি সি নির্দেশিকা মেনে বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ...র এখন পর্যন্ত একমাত্র গড়বেতা কলেজ ছাত্র স্বার্থে অনলাইন কাউন্সেলিং সেল চালু করল। লকডাউনের মধ্যে নিজেকে বিপর্যস্ত মানসিক অবস্থার বিরুদ্ধে লড়াই করে শক্তিসঞ্চয় কর... অনলাইন কাউন্সেলিং সে... ব্যবস্থা করা হল বলে অধ... হরিপ্রসাদ সরকার জা... কোভিড-১৯ মোকাবিলায় ... ধরণের হেল্প লাইন ও কাউন্সে... এর খুবই প্রয়োজন ছিল অধ্যক্ষ জানান।

আলোচনা সভা

▶▶গড়বেতা: কেরিয়ার কাউন্সেলিং নিয়ে আলোচনা সভা হল গড়বেতা কলেজে। কলেজের কেরিয়ার কাউন্সিল সেলের ...

প্রকাশক: ড.হরিপ্রসাদ সরকার, অধ্যক্ষ, গড়বেতা কলেজ ■ সম্পাদক: ড. শান্তিময় পাত্র, অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, বাণিজ্য বিভাগ ■ মুদ্রণ: জে.কে. প্রিন্টার্স, অরবিন্দনগর, মেদিনীপুর শহর